গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৪২১-১৪২২ বঙ্গাব্দ

২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৪২১-১৪২২ বঙ্গাব্দ

২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের দফা (১) অনুসারে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৫ সালের (১৪২১-১৪২২ বঙ্গাব্দ) বার্ষিক প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুসারে কোনো স্মারকলিপি না থাকায় এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো না।

বিনীত,

(ইকরাম আহমেদ)
চেয়ারম্যান

(মোঃ জহুরুল আলম, এনডিসি)
সদস্য

(অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির)
সদস্য

(সমর চন্দ্র পাল)
সদস্য

(কামরুন নেসা খানম)
সদস্য

(অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম)
সদস্য

(প্রফেসর ড. এম আবুল কাশেম মজুমদার)
সদস্য

(ড. মোহাম্মদ সাদিক)
সদস্য

(ফণী ভূষণ চৌধুরী)
সদস্য

(উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত)
সদস্য

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
সদস্য

(প্রফেসর ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ)
সদস্য

(অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন)
সদস্য

(শেখ আলতাফ আলী)
সদস্য

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
১৮ মাঘ ১৪২২ / ৩১ জানুয়ারি ২০১৬

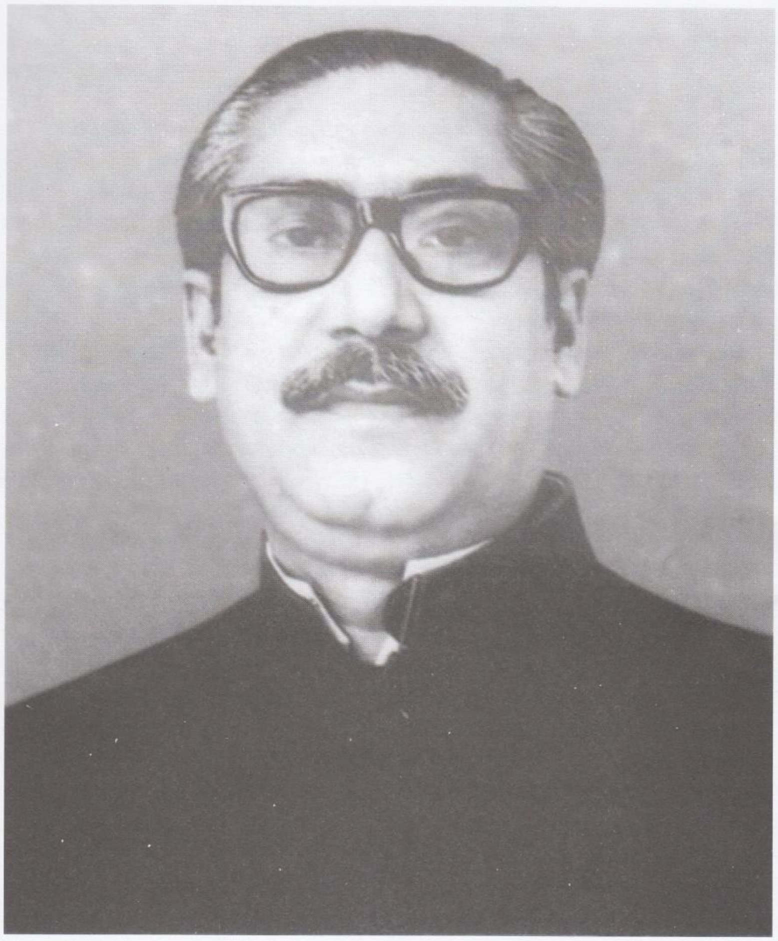

“আমার সরকার নব রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রকে পুনর্গঠিত করবে।”
– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
[রেডিও-টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণ, ২৬ মার্চ ১৯৭২]

চেয়ারম্যান-এর বক্তব্য

সাংবিধানিক অনুশাসনের ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সরকারী কর্ম কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে ২০১৫ সালে সম্পন্ন কমিশনের উল্লেখযোগ্য সাংবিধানিক কার্যাবলির বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২০১৫ সালে কমিশন কর্তৃক ৩৪তম বিসিএস এর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য হতে বিজ্ঞাপিত শূন্য ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য ২১৭৫ জন প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়। পদ স্বল্পতার কারণে ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় ক্যাডার পদে সুপারিশ না পাওয়া প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ চলমান রয়েছে। ৩৫তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ৩৬তম বিসিএস এর বিজ্ঞাপন জারি করা হয়, আবেদনকারী ২,১১,৩২৬ জন প্রার্থীর প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৩৫তম বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬০৮৮ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ৩১.০১.২০১৬ তারিখ হতে শুরু হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বিভিন্ন পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি, নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়। ২০১৫ সালে ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডার পদে ২১৭৫ জন ও বিভিন্ন নন-ক্যাডার পদে মোট ১৫১৮ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক ২০১৪ সালে বিসিএস পরীক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট, যুগোপযোগী এবং সৃজনশীল প্রশ্নধর্মী পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে মেধাবি প্রার্থীরা সিভিল সার্ভিসে যোগদানের প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে।

২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় সার্ক দেশসমূহের পাবলিক/সিভিল সার্ভিস কমিশনসমূহের প্রধানদের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি দু'দিন ব্যাপী উক্ত সম্মেলন উদ্বোধন করেন। জুলাই মাসে কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল ভারতের ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন কার্যালয় পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো, সিভিল সার্ভিসে মেধাবি ও দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ ও বাছাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময় হয়। নভেম্বর মাসে কমিশন ভবনে "Effectiveness in the Functioning of the Public Service Commission" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে ভারতের ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডি. পি. আগরাওয়াল মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডিসেম্বর মাসে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রতিনিধিবর্গ, সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান ও কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে "বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা" শিরোনামে ত্রিপক্ষীয় মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ জনপ্রশাসন সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সাথে "উন্নয়ন ভাবনা ও জনপ্রশাসনে নিয়োগ" বিষয়ে কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ জানুয়ারি ২০১৬ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় সার্ক দেশসমূহের পিএসসি/সিএসসি সমূহের অংশগ্রহণে "Challenges in the Examination Process for the Recruitment of Civil Servants" বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও কর্ম কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর, সম্মেলন, সেমিনার ও মত বিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে কমিশনসমূহের মধ্যে উত্তম চর্চা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সম্ভব হয়েছে, যা আগামী দিনের মেধাভিত্তিক জনপ্রশাসন গঠনে সহায়ক হবে।

সিভিল সার্ভিসে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের সুপারিশ প্রদান কমিশনের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। দ্রুত, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার সাথে কমিশনের ভাবমূর্তি জড়িত। তাই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দ্রুততর করার জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে যোগ্য ও মেধাবি প্রার্থীদের নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা যায় তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কমিশন বিবেচনা করে। সে লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সাথে কমিশনের তথ্য-প্রযুক্তি শাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ফলে পূর্বের তুলনায় অধিকতর দ্রুততার সাথে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ এবং উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। অধিকন্তু প্রশ্নকারক, পরীক্ষক, নিরীক্ষক এবং মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড বিশেষজ্ঞদের দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও প্রার্থীদের উপযুক্ততা নির্ধারণে সমরূপতা বজায় রাখতে তাদের জন্য কমিশন কর্তৃক সেমিনার ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে, যা যোগ্যতর প্রার্থী বাছাই-এ অধিকতর সহায়ক হয়েছে।

কমিশনের বিভিন্ন ইউনিট এবং শাখা হতে সম্পাদিত কার্যক্রমের সমন্বয়ে মূলত বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোনোরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী প্রতিবেদনে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রতিবেদনের তথ্যসমৃদ্ধ পরিসংখ্যান জনপ্রতিনিধি, পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, পেশাজীবীগণ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ, গবেষক ও উৎসাহী পাঠকদের জন্য নিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার ও সংগ্রহে সহায়ক হতে পারে। ২০১৫ সালে কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণে সহায়তাদানকারী বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৫ প্রস্তুতের সাথে জড়িত গবেষণা শাখাসহ কমিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তারিখ ঃ ১৮ মাঘ ১৪২২ / ৩১ জানুয়ারি ২০১৬

(ইকরাম আহমেদ)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

২০১৫ সালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

- বিসিএস পরীক্ষাসহ মোট ১৬১টি নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ ও ১১৮টি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে;
- ৩৪তম বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৯৫৫৫ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ২৯.০৮.২০১৫ তারিখে ৩৪তম বিসিএস-এর বিভিন্ন ক্যাডারে ২১৭৫ জন প্রার্থীর চূড়ান্ত সুপারিশ প্রকাশ করা হয়েছে;
- ০৬.০৩.২০১৫ তারিখে ৩৫তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ এবং ০৮.০৪.২০১৫ তারিখে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;
- ৩৬তম বিসিএস-এর বিজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে এবং প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের সার্বিক ব্যবস্থাপনা চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে মোট ১,১০৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে;
- বিসিএস পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, বিভাগীয় পরীক্ষা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার পদের আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রবেশপত্র প্রদানের কার্যক্রম Online-এ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ১,৫৩১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে;
- শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে মোট ৯১টি বিভাগীয় মামলায় কমিশনের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে;
- ২৩ জন কর্মকর্তার জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে;
- ১৬টি নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে;
- বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশ প্রাপ্ত নয় এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে ৪১৪ জন (স্থগিত প্রার্থীসহ) প্রার্থীকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির ১,৫৭৮টি সভায় কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০১৫ সালে কমিশনে মোট ১৪টি বিশেষ সভা ও ০১টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমিশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র

১. মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করছেন।

২. কর্ম কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের সচিব।

৩. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম আহমেদ ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করছেন।

৪. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন ০৪-০৫-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

৫. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য শেখ আলতাফ আলী ১৮-১১-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

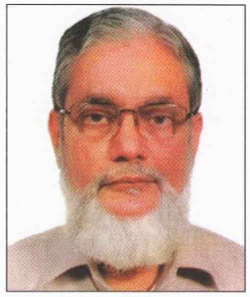

ইকরাম আহমেদ
মাননীয় চেয়ারম্যান

মোঃ জহুরুল আলম, এনডিসি
বিজ্ঞ সদস্য

অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির
বিজ্ঞ সদস্য

সমর চন্দ্র পাল
বিজ্ঞ সদস্য

কামরুন নেসা খানম
বিজ্ঞ সদস্য

অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম
বিজ্ঞ সদস্য

প্রফেসর ড. এম আবুল কাশেম মজুমদার
বিজ্ঞ সদস্য

ড. মোহাম্মদ সাদিক
বিজ্ঞ সদস্য

ফণী ভূষণ চৌধুরী
বিজ্ঞ সদস্য

উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত
বিজ্ঞ সদস্য

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
বিজ্ঞ সদস্য

প্রফেসর ডাঃ শাহ্ আবদুল লতিফ
বিজ্ঞ সদস্য

অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন
বিজ্ঞ সদস্য

শেখ আলতাফ আলী
বিজ্ঞ সদস্য

২০১৫ সালে কর্ম কমিশনের যে সব সদস্যের পদের মেয়াদ শেষ হয়েছে ঃ

মোঃ ওয়াজেদ আলী খান
বিজ্ঞ সদস্য
(১৬/০৯/২০১০—১৫/০৯/২০১৫)

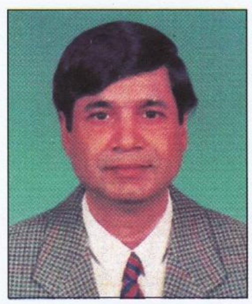

অধ্যাপক ড. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন তরফদার
বিজ্ঞ সদস্য
(৩০/০৯/২০১২—৩০/০৩/২০১৫)

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা নং
		• মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন পেশ	
		• চেয়ারম্যান-এর বক্তব্য	
		• ২০১৫ সালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	
		• কমিশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র	
প্রথম অধ্যায়	ঃ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগার্থে প্রার্থী মনোনয়ন	৯
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	পদোন্নতির জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন	১৯
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণের মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের বিবরণ	২৭
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	নিয়োগোত্তর বিভাগীয় পরীক্ষা সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষা গ্রহণ	৩০
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	সরকারী কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যাবলি	৩৪
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	নিয়োগবিধি, জ্যেষ্ঠতা ও কর্মচারী প্রবিধানমালা সংক্রান্ত বিষয়	৪০
অষ্টম অধ্যায়	ঃ	মন্ত্রণালয়, সরকারী অধিদপ্তর ও সংস্থাকে সাধারণ পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান	৪৬
নবম অধ্যায়	ঃ	কমিশনের আয়-ব্যয়ের বিবরণ	৪৮
দশম অধ্যায়	ঃ	২০১৫ সালে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	৫৭
একাদশ অধ্যায়	ঃ	শিক্ষা সফর	৫৯
দ্বাদশ অধ্যায়	ঃ	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	৬০
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ঃ	বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলের উপর পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদন	৭০
চর্তুদশ অধ্যায়	ঃ	কমিশনের সাম্প্রতিক কয়েকটি কার্যক্রম	৯৫

সারণী ও লেখচিত্রসমূহের সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	সারণী নং	পৃষ্ঠা নং	লেখচিত্র ও পৃষ্ঠা নং
১.	২০০৬—২০১৫ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের চিত্র	৩	২১	৩ ২৩
২.	শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলায় কমিশনের মতামত প্রদানের বিবরণ (২০০৬—২০১৫)	৬	৩৬	৬ ৩৭
৩.	২০১৫ সালে বিভিন্ন খাতে আয়ের হিসাব (টাকায়)	৯.১	৪৮	
৪.	২০১৫ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের হিসাব (টাকায়)	৯.২	৪৯	
৫.	বিভিন্ন সালে মোট আয় ও আয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের তুলনামূলক বিবরণ	৯.৩	৫১	৯.১ ৫৩
৬.	বিভিন্ন সালে মোট ব্যয় ও ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের তুলনামূলক বিবরণ	৯.৪	৫১	৯.২ ৫৫
৭.	৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ	১৩.১	৭৩	১৩.১ ৮৩
৮.	৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রাধিকার কোটায় প্রার্থীদের বিবরণ ঃ	১৩.২	৭৪	
৯.	৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ	১৩.৩	৭৫	১৩.২ ৮৫
১০.	৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ	১৩.৪	৭৬	১৩.৩ ৮৭
১১.	৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ	১৩.৫	৭৮	১৩.৪ ৮৯
১২.	৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারী (০১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ইং তারিখে প্রার্থীর বয়স) বিবরণ ঃ	১৩.৬	৮০	১৩.৫ ৯১
১৩.	৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে মেধাক্রম অনুসারে প্রথম ১০ জন প্রার্থীর পরিসংখ্যান ঃ	১৩.৭	৮১	
১৪.	বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের পরিসংখ্যান ঃ	১৩.৮	৮২	১৩.৬ ৯৩

পরিশিষ্টসমূহের সূচীপত্র

পরিশিষ্ট নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
পরিশিষ্ট-১	১৯৭২—২০১৫ সময়কালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে কর্মরত মাননীয় চেয়ারম্যানগণের তথ্য বিবরণী	৯৯
পরিশিষ্ট-১(ক)	১৯৭২—২০১৫ সময়কালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যগণের তথ্য বিবরণী	১০০
পরিশিষ্ট-১(খ)	২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের নামের তালিকা	১০৭
পরিশিষ্ট-১(গ)	২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নামের তালিকা	১১২
পরিশিষ্ট-১(ঘ)	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের পদওয়ারী মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক অফিসসহ)	১১৫
পরিশিষ্ট-১(ঙ)	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের নন-গেজেটেড কর্মচারীদের পদওয়ারী মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক অফিসসহ)	১১৭
পরিশিষ্ট-২	প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিবরণ (ক্যাডার)	১১৯
পরিশিষ্ট-২(ক)	৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু চূড়ান্ত সুপারিশকৃত নয় এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার (১ম শ্রেণি) পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	১২০
	৩৩তম বিসিএস পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে এবং নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির পদে সুপারিশকৃত নয় এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার (২য় শ্রেণি) পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	১২১
পরিশিষ্ট-৩	বাছাই, লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	১২৪
পরিশিষ্ট-৩(ক)	লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	১২৫
পরিশিষ্ট-৩(খ)	শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	১৪০
পরিশিষ্ট-৪	পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের বিবরণ	১৪৪
পরিশিষ্ট-৫	সরকারের ২০ জুন ২০০৫ তারিখের নিয়মিতকরণ বিধিমালা অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ	১৭৩
পরিশিষ্ট-৫(ক)	এডহক চাকরি নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৮৩ সংশোধনী-২০০৫ অনুযায়ী এডহক চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ	১৮১

পরিশিষ্ট নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
পরিশিষ্ট-৫(খ)	এডহকভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪, সংশোধনী-২০১২ অনুযায়ী এডহকভিত্তিক নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ	১৮২
পরিশিষ্ট-৬	সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এবং সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী কমিশনের সুপারিশের বিবরণ	১৮৩
পরিশিষ্ট-৭	নিয়োগবিধির কাঠামো গঠন, সংশোধন ও বিভিন্ন চাকরির শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নির্ধারণ বিষয়সমূহ	২০১
পরিশিষ্ট-৮	জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ	২০৭
পরিশিষ্ট-৯	রিট/এ,টি/এ,এ,টি/বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য	২০৮
পরিশিষ্ট-১০	২০০১ সালের পপুলেশন সেন্সাস অনুযায়ী ৬৪টি জেলার জনসংখ্যার শতকরা হারের মধ্যে ২৭টি জেলার জনসংখ্যার হার ১.৫০ বা এর বেশি	২৩৫
পরিশিষ্ট-১০(ক)	২০০১ সালের পপুলেশন সেন্সাস অনুযায়ী ৬৪টি জেলার জনসংখ্যার শতকরা হারের মধ্যে ৩৭টি জেলার জনসংখ্যার হার ১.৫০ এর কম	২৩৬
পরিশিষ্ট-১১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নন-ক্যাডার (১ম ও ২য় শ্রেণি) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদসমূহে লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর, পাশ নম্বর ও পরীক্ষার সময়	২৩৮
পরিশিষ্ট-১১(ক)	নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির (টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল) পদসমূহে লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস	২৩৯
পরিশিষ্ট-১১(খ)	নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির (টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল) পদসমূহে লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস	২৪১

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো

১.১. গঠন ও আইনগত ভিত্তি :

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭—১৪০ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ, চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদের মেয়াদ ও কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে প্রার্থী যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আদেশ (রাষ্ট্রপতির ৩৪ নং আদেশ) জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করেন। সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী নিয়মাবলি) নবম অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয় যে, রাষ্ট্রপতির ৩৪ নং আদেশ অনুসারে গঠিত কমিশন ও নিয়োজিত চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ সংবিধানের বিধান অনুসারে গঠিত কমিশন এবং তদনুসারে নিয়োজিত চেয়ারম্যান ও সদস্য বলে গণ্য হবেন। ৩০ মার্চ, ১৯৭৩ তারিখে সরকার সংবিধানের নবম ভাগের ১৩৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ১৯৭৩ সনের ২৫নং আদেশ (বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আদেশ, ১৯৭৩) জারি করেন। রাষ্ট্রপতির ২৫ নং আদেশে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়সহ তৎকালীন দুই কমিশনের স্ব-স্ব দায়িত্ব পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

১৯৭৭ সালে The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (Ordinance No. LVII of 1977) জারি করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কর্ম পরিধি নির্ধারণ করা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ম কমিশনকে একীভূত করে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮, ১৩৭—১৪১ ও ১৪৭ নং অনুচ্ছেদ The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (সংশোধনীসহ) ও The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 (সংশোধনীসহ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংক্রান্ত উক্ত অর্ডিন্যান্স-এ চেয়ারম্যানসহ সর্বনিম্ন ৬ জন এবং সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠন করার বিধান রয়েছে।

১.২. চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ :

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৮ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশনের কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য হবেন ২০ বছর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সরকারের কর্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন ব্যক্তিবর্গ। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বছর বা তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া—এর মধ্যে যেটি আগে ঘটবে সে পর্যন্ত কমিশনের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারক যে পদ্ধতি বা কারণে অপসারিত হতে পারেন সেরূপ পদ্ধতি বা কারণ ব্যতীত সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের অপসারণ করা যায় না।

২০১৫ সালে কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের নাম ও কার্যকাল :

নাম	পদের নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		হতে	পর্যন্ত	
ইকরাম আহমেদ	চেয়ারম্যান	২৪-১২-২০১৩	বর্তমান	
মোঃ ওয়াজেদ আলী খান	সদস্য	১৬-০৯-২০১০	১৫-০৯-২০১৫	
মোঃ জহুরুল আলম, এনডিসি	সদস্য	১৫-০৩-২০১২	বর্তমান	
অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির	সদস্য	০২-০৮-২০১২	বর্তমান	
অধ্যাপক ড. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন তরফদার	সদস্য	৩০-০৯-২০১২	৩০-০৩-২০১৫	
সমর চন্দ্র পাল	সদস্য	২৫-০৪-২০১৩	বর্তমান	
কামরুন নেসা খানম	সদস্য	২৫-০৪-২০১৩	বর্তমান	
অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম	সদস্য	২০-০৫-২০১৩	বর্তমান	
প্রফেসর ড. এম আবুল কাশেম মজুমদার	সদস্য	০৭-০৪-২০১৪	বর্তমান	
ড. মোহাম্মদ সাদিক	সদস্য	০৩-১১-২০১৪	বর্তমান	
ফণী ভূষণ চৌধুরী	সদস্য	২৪-১১-২০১৪	বর্তমান	
উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত	সদস্য	২৫-০১-২০১৫	বর্তমান	
মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সদস্য	২৫-০১-২০১৫	বর্তমান	
প্রফেসর ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ	সদস্য	২৫-০১-২০১৫	বর্তমান	
অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন	সদস্য	০৪-০৫-২০১৫	বর্তমান	
শেখ আলতাফ আলী	সদস্য	১৮-১১-২০১৫	বর্তমান	

বিঃ দ্রঃ—১৯৭২—২০১৫ সময়কালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে কর্মরত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের তথ্য বিবরণী পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-১ (ক)

১.৩. কমিশনের সাংবিধানিক মর্যাদা :

প্রজাতন্ত্রের কর্মে ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশসহ চাকরির শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে সরকারকে মতামত/পরামর্শ প্রদানের জন্য সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়েছে।

- সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এছাড়া আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব প্রদান করা হলে কমিশন তা পালন করতে পারে;
- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৮(খ) মোতাবেক সরকারী কর্ম কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের পারিশ্রমিক সরকারের সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত (Charged expenditure) ব্যয় থেকে নির্বাহ করা হয়;
- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৭ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কার্যভারকালে তাঁদের পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন কোনো তারতম্য করা যাবেনা যা তাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁরা দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। শুধুমাত্র সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। হাইকোর্টের রুলিং অনুযায়ী এসব ব্যক্তিবর্গের কোনো নিয়োগকারী/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নেই;
- বর্তমানে The Members of The Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, 1974 এর Section 3 এর সংশোধন ও Section 3A এর প্রতিস্থাপন করে ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদিও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা এখনও সংগতিপূর্ণ নয়, যা সমরূপ হওয়া সমীচীন।
- সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রতিবছর কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১.৪. কমিশনের সভা :

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনের উপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশন সাধারণ সভা এবং প্রয়োজনে বিশেষ সভায় মিলিত হয়ে থাকেন। সাধারণ সভায় কমিশনের কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন, কমিশনের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, কমিশনের বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বিশেষ সভা মূলত পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। বিসিএস অথবা অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, পরীক্ষার ফলাফল, প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল নির্ধারণী cut off পয়েন্ট নির্ধারণ, কোটা প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় কমিশনের বিশেষ সভায় আলোচনা করা হয়। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ১৪টি বিশেষ সভা ও ০১টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১.৫. কমিশনের সচিবালয় :

কর্ম কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের জন্য ১৯৮৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভাগের মর্যাদায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় গঠন করা হয়। সরকারের একজন সচিব অথবা অতিরিক্ত সচিব কমিশন সচিবালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মঞ্জুরিকৃত জনবলের সংখ্যা ৪৬৭ জন ও আউটসোর্সিং জনবলের সংখ্যা ১৯ জন। এর মধ্যে ১ম শ্রেণির পদ ১০৪টি, ২য় শ্রেণির ৮৯টি, ৩য় শ্রেণির ১৫৩টি ও আউটসোর্সিং ০৪টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১২১টি ও আউটসোর্সিং ১৫টি। বর্তমানে কর্মরত পদসংখ্যা প্রথম শ্রেণি ৮০টি, ২য় শ্রেণি ৭৫টি, ৩য় শ্রেণি ১৩৮টি (৪টি আউট সোর্সিংসহ) ও ৪র্থ শ্রেণি ১২৪টি (১৫টি আউট সোর্সিংসহ)। কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য কমিশন সচিবালয়ে বর্তমানে ১৩টি অপারেশনাল ইউনিট রয়েছে। এ ছাড়াও প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, বিসিএস পরীক্ষা শাখা, নন-ক্যাডার পরীক্ষা শাখা, লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন শাখা, জনসংযোগ শাখা, গবেষণা শাখা, আইন শাখা, বাজেট অধিশাখা ও তথ্য-প্রযুক্তি (আইটি) শাখা রয়েছে। রাজধানী শহর ঢাকা ব্যতিরেকে অপর ৬টি বিভাগীয় শহরে কমিশনের ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। সর্বশেষ রংপুর বিভাগে আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ভবন আবশ্যক।

১.৬. কমিশন সচিবালয়ের যানবাহন :

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের TO&E-তে ১৭টি কার, ০৯টি মাইক্রোবাস, ০৩টি পিকআপ, ০১টি মিনিবাস, ০১টি জিপ এবং ০৪টি মটর সাইকেল অন্তর্ভুক্ত আছে। চলতি অর্থবছরে আরও ০১টি সিংগেল কেবিন পিকআপ ভ্যান এবং প্রতিস্থাপক ০২টি মাইক্রোবাস ক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য যানবাহন আবশ্যক।

১.৭. অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি :

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্গানোগ্রামে বর্ণিত অফিস সরঞ্জামাদি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল বিধায় নতুন অর্গানোগ্রামে কম্পিউটার, প্রিন্টার, অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ০১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কম্পিউটার- ৪৮ (আটচল্লিশ)টি, প্রিন্টার- ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টি, ফটোকপিয়ার- ০৩ (তিন) টি, ল্যাপটপ-০৫ (পাঁচ)টি, ফ্যাক্স মেশিন-০২ (দুই)টি, পিএ সিস্টেম- ০১ (এক)টি ক্রয় করা হয়েছে। আরো কিছু সংখ্যক কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কমিশনের কাজ অধিকতর দ্রুত ও মান-সম্পন্ন করার জন্য পুরাতন সরঞ্জামাদির পরিবর্তে আরো কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা প্রয়োজন।

বর্তমানে পিএসসি কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে গড়ে প্রায় আড়াই লক্ষেরও বেশি এবং নন-ক্যাডার কোনো কোনো পদের বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে লক্ষাধিক প্রার্থীকে আবেদন করতে দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, কাজের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সহায়ক অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

১.৮. কর্ম কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয় :

১৯৭৭ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ম কমিশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়। ২য় কর্ম কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয় চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী অফিসগুলোকে উক্ত কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১০-৫-১৯৯৭ তারিখে বরিশাল ও সিলেট বিভাগে কর্ম কমিশনের আরও দুটি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা

করা হয়। ১৯৯৮ সাল হতে উক্ত কার্যালয়সমূহে নিয়মিতভাবে কাজ শুরু হয়েছে। রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য বর্তমানে ১ম শ্রেণির ১ জন, ২য় শ্রেণির ১ জন, ৩য় শ্রেণির ৩ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ৫ জনসহ মোট ১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। বরিশাল, সিলেট এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য বর্তমানে ১ম শ্রেণির ১ জন, ২য় শ্রেণির ১ জন, ৩য় শ্রেণির ২ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ২ জনসহ মোট ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় ঐ সমস্ত অফিসে পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করার বিষয়টি কমিশন বিবেচনা করছে।

১.৯. কর্ম কমিশনের লাইব্রেরিও ডকুমেন্টেশন শাখা :

কর্ম কমিশনে একটি যুগোপযোগী/আধুনিক মানের লাইব্রেরি রয়েছে। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ অন্যান্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিয়োগ পরীক্ষায় সহায়তাকারী প্রশ্নকারক, মডারেটরগণ নিয়মিত লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণও এই লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এই লাইব্রেরিটি দাপ্তরিক লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২২,৮৫৭টি বইয়ের মধ্যে সরকারী বিধি-বিধান, বিষয়ভিত্তিক ও রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা ১২,৭৯২টি। লাইব্রেরিটিতে রেফারেন্স বইয়ের সংগ্রহ বেশ সমৃদ্ধ।

লাইব্রেরির বই মূলত: কমিশনের নিজস্ব বাজেট থেকে ক্রয় করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠান থেকেও বই সংগ্রহ করা হয়। পূর্বে ADB এর অর্থায়নে ৫৯৯টি বই ক্রয় করা হয়েছে। ২০১৫ সালে বিভিন্ন উৎস থেকে ও কমিশনের নিজস্ব বাজেটের মাধ্যমে মোট ১৮০ টি বই লাইব্রেরিটিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। লাইব্রেরিটিতে নিয়মিত ১৫টি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। এছাড়া The Time, The Economist, The Reader`s Digest ইত্যাদি ম্যাগাজিন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। লাইব্রেরির পুস্তক আধুনিক ক্যাটালগিং পদ্ধতি AACR-2 অনুসারে ক্যাটালগ করে বিষয়ভিত্তিক সংখ্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে। লাইব্রেরিটি অটোমেশনের বিষয়টি কমিশন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। এজন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

১.১০. কমিশনের তথ্য প্রযুক্তি/কম্পিউটার শাখা :

কম্পিউটার শাখা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। তথ্য প্রযুক্তি/কম্পিউটার শাখার কার্যক্রম অন্য যে কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য প্রযুক্তি/কম্পিউটার শাখা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ শাখা কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়ায়ন কার্যক্রম স্বল্পসময়ে নির্ভুলভাবে দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে থাকে। ক্যাডার, নন-ক্যাডার, বিভাগীয় পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেল পরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়ায়নের প্রাথমিক ধাপ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রণয়ন এবং ফলাফল প্রকাশ কার্যক্রমের শেষ ধাপ পর্যন্ত কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। অধিকন্তু কমিশনের বিভিন্ন ইউনিটে নেটওয়ার্কিং ইন্টারনেট সেবা প্রদান, ওয়েবসাইট-এ প্রয়োজনীয় তথ্য হালনাগাদকরণ এবং কম্পিউটারের প্রাথমিক সমস্যা সমাধানসহ কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পালন করে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

বিসিএস পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম :

(১) Online পদ্ধতিতে বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণের পর প্রাপ্ত তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়;

(২) প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্তকরণের পর প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর জন্য কেন্দ্রভিত্তিক ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত করা;

(৩) প্রিলিমিনারি এবং লিখিত পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে কমিশন সভায় লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের সেট নম্বর SMS এর মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্র প্রধানদের জানিয়ে দেয়া;

(৪) প্রিলিমিনারি পরীক্ষার OMR উত্তরপত্র Optical Mark Reader (OMR) স্ক্যানিং মেশিন-এর মাধ্যমে Scan করে প্রাপ্ত Data সফটওয়্যারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে স্কোর ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করা হয় এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল তৈরি;

(৫) বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সকল আবশ্যিক বিষয় এবং পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রস্তুত, কেন্দ্রভিত্তিক প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন বিভাজন/রেঞ্জ সংবলিত পরীক্ষার আসন বিন্যাস প্রস্তুত;

(৬) লিখিত পরীক্ষায় কেন্দ্রভিত্তিক প্রার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের আবশ্যিক বিষয় এবং পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত;

(৭) লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতের জন্য রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত লিথোকোডের E-Type ১ম অংশ এবং মার্ক সংবলিত লিথোকোডের H-Type ২য় অংশ OMR স্ক্যানিং মেশিন-এর মাধ্যমে স্ক্যানিং করা হয়। স্ক্যানিং পদ্ধতিতে প্রাপ্ত data পরবর্তীতে সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে ডাটাবেইজ-এ রূপান্তর করে বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-এর বিধান অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ক্যাডারভিত্তিক প্রস্তুত;

(৮) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ক্যাডারভিত্তিক সময়সূচি মুদ্রণ এবং প্রতিটি বোর্ড অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষার প্রেসি প্রস্তুত;

(৯) মৌখিক পরীক্ষার নম্বর কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ডাটাবেইজে ম্যানুয়ালি এন্ট্রি করে মুদ্রণ করা;

(১০) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে যোগ করে ডাটাবেইজ টেবুলেশন বই তৈরি করা;

(১১) টেবুলেশন ডাটাবেইজ-এর ভিত্তিতে জেনারেল ক্যাডারের মেধাতালিকা, টেকনিক্যাল ক্যাডারের মেধাতালিকা, জেনারেল শিক্ষা ক্যাডারের মেধাতালিকা ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার (টিচার্স ট্রেনিং কলেজের জন্য) মেধাতালিকা প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেকটি ক্যাডারের মেধাতালিকা থেকে পৃথক পৃথকভাবে মহিলা প্রার্থীদের মেধাতালিকা, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি/নাতনিদের মেধাতালিকা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের মেধাতালিকা এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের মেধাতালিকা প্রস্তুত করা;

(১২) পদ অনুযায়ী ক্যাডারভিত্তিক কোটা ডিস্ট্রিবিউশন ফরমেট প্রস্তুত করা হয়। ডিস্ট্রিবিউশন ফরমেট-এ বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালার বিধান এবং বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করে কমিশন কর্তৃক নির্বাচিত প্রার্থীদের মেধাক্রম প্রদান করা হয়। মেধাক্রমগুলো কম্পিউটারে ক্যাডার অনুযায়ী এন্ট্রি করে নির্বাচিত প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশনসহ আনুষঙ্গিক তথ্যের সমন্বয়ে ক্যাডারভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করা;

(১৩) ক্যাডারভিত্তিক মনোনীত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) শাখা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পদভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর সন্নিবেশিত করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করা;

(১৪) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষ্যে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের ক্যাডার ভিত্তিক মেধানুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করা;

(১৫) চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তথ্য সংবলিত তালিকা প্রস্তুত করা।

নন-ক্যাডার পরীক্ষার কার্যক্রম :

(১) অধিক সংখ্যক প্রার্থীর ক্ষেত্রে online-এ আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। এছাড়া অন্যান্য নন-ক্যাডার পরীক্ষার আবেদনকারীদের প্রাথমিক তথ্য OMR শীটের মাধ্যমে সংগ্রহ করে OMR স্ক্যানিং মেশিনের মাধ্যমে স্ক্যান এবং সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে ডাটাবেইজ-এ রূপান্তর করে প্রাথমিকভাবে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত তালিকা প্রস্তুত করা;

(২) প্রাথমিক তালিকা থেকে যোগ্য এবং অযোগ্য তালিকা চূড়ান্তকরণের পর প্রিলিমিনারি/লিখিত পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রভিত্তিক হাজিরা তালিকা প্রস্তুত করা;

(৩) প্রিলিমিনারি পরীক্ষার OMR উত্তরপত্র OMR স্ক্যানিং মেশিন-এর মাধ্যমে Scan করে প্রাপ্ত Data সফটওয়্যারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে স্কোর ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করা হয় এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করা;

(৪) নন-ক্যাডার লিখিত পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন নম্বরের বিভাজন/রেঞ্জ নম্বর সংবলিত পরীক্ষার আসন বিন্যাস এবং সময়সূচি প্রস্তুত করা;

(৫) লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতের জন্য রেজিস্ট্রেশন সংবলিত লিথোকোডের E-Type ১ম অংশ এবং নম্বর সংবলিত লিথোকোডের H-Type ২য় অংশ (OMR) স্ক্যানিং মেশিন-এর মাধ্যমে স্ক্যানিং করা হয়। স্ক্যানকৃত data পরবর্তীতে সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে ডাটাবেইজ-এ রূপান্তর করে নন-ক্যাডার পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করা;

(৬) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য পদ অনুযায়ী তারিখ ভিত্তিক সময়সূচি এবং বোর্ড ভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যানুপাতে মৌখিক পরীক্ষার প্রেসি প্রস্তুত করা;

(৭) মৌখিক পরীক্ষার নম্বর কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ডাটাবেইজ-এ এন্ট্রি করা;

(৮) মৌখিক এবং লিখিত পরীক্ষার নম্বর যোগ করে টেবুলেশন এবং মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং পাশাপাশি পদ সংখ্যানুযায়ী কোটা ডিস্ট্রিবিউশন ফরমেট প্রস্তুত করা।

ডিপার্টমেন্টাল ও সিনিয়র স্কেল :

(১) Online পদ্ধতিতে ডিপার্টমেন্টাল এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার আবেদনকারীর প্রাথমিক তথ্য ডাটাবেইজ-এর মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা;

(২) যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্ত কম্পিউটারে সংরক্ষিত ডাটাবেইজ থেকে প্রাথমিকভাবে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত তালিকা ইউনিট কর্তৃক যাচাই-বাছাই হওয়ার পর ডাটাবেইজ-এ যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের তথ্য চূড়ান্ত করা হয় এবং যোগ্য প্রার্থীর প্রবেশপত্র website হতে download করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(৩) ডিপার্টমেন্টাল এবং সিনিয়র স্কেল পরীক্ষার প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা থেকে যোগ্য এবং অযোগ্য তালিকা চূড়ান্তকরণের পর লিখিত পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রভিত্তিক ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত করা;

(৪) লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতের জন্য রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত লিথোকোডের ১ম অংশ এবং মার্ক সংবলিত লিথোকোডের ২য় অংশ (OMR) স্ক্যানিং মেশিন-এর মাধ্যমে স্ক্যানিং করা হয়। স্ক্যানকৃত data পরবর্তীতে সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে ডাটাবেইজ-এ রূপান্তর করে ডিপার্টমেন্টাল ও সিনিয়র স্কেল পরীক্ষার বিধিমালা অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রস্তুত করা;

(৫) ডিপার্টমেন্টাল এবং সিনিয়র স্কেল লিখিত পরীক্ষা বিধিমালা অনুযায়ী ফলাফল, ফলাফল সংক্রান্ত পরিসংখ্যান এবং খসড়া গেজেট প্রস্তুত করা।

হার্ডওয়্যার ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইট :

১. কমিশনের সকল কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইট-এর প্রাথমিক সমস্যাগুলো সমাধান করা হয়;

২. ওয়েবসাইট-এ প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়;

৩. কমিশনের ওয়েবসাইট সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রতিনিয়ত আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার বিষয়ে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

তথ্য প্রযুক্তি/কম্পিউটার ইউনিট আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে অনুসরণীয় সুপারিশ :

১. *তথ্য প্রযুক্তি শাখার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল এবং টেকসই করার লক্ষ্যে অফিসিয়াল সুযোগ-সুবিধাসহ স্থায়ী জনবল বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর কলেবর বৃদ্ধি করা যেতে পারে;*

২. তথ্য প্রযুক্তি শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

৩. ইন্টারনেট এবং LAN সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি, Wi-fi Network স্থাপন, Bandwith Controlled Router সহ নিজস্ব Server স্থাপন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা যেতে পারে;

৪. কর্ম কমিশনের ওয়েব সাইটটি আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন নির্ভর সফটওয়্যার সংযোজন করা যেতে পারে;

৫. কমিশনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডকে অধিকতর গতিশীল এবং স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) চালু করা যেতে পারে;

৬. তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে আধুনিক জ্ঞানার্জন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব প্রস্তুত করা যেতে পারে।

তথ্য প্রযুক্তি/কম্পিউটার শাখায় ০১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে :

১. Online-এ টেলিটকের মাধ্যমে গৃহীত ৩৬তম বিসিএস এর প্রার্থীদের তথ্য প্রযুক্তি শাখায় প্রক্রিয়ায়ন করে ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করা হয়েছে;

২. ৩৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে;

৩. ৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

৪. ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে;

৫. ৩৪তম বিসিএস এর বিভিন্ন ক্যাডারে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে;

৬. ৩৪তম বিসিএস এ উত্তীর্ণ কিন্তু সুপারিশ পায়নি এমন আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং নন-ক্যাডার পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে;

৭. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নন-ক্যাডার পদের পরীক্ষার প্রাপ্ত আবেদনপত্র রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায়ন থেকে চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়ায়নের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে;

৮. ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায়ন থেকে চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়ায়নের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে;

৯. কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগার্থে প্রার্থী মনোনয়ন

২.১. পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রার্থী বাছাই :

সাংবিধানিক অনুশাসন অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে ক্যাডার ও ক্যাডার বহির্ভূত ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রার্থী বাছাই করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব একটি বিশাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রতি বছর লক্ষাধিক প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন। ২০১৫ সালে ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষায় ২,১৮০টি শূন্য পদের বিপরীতে ২,১১,৩২৬ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ক্যাডার বহির্ভূত, দ্বিতীয় শ্রেণি), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন নিবন্ধন পরিদপ্তরের সাব-রেজিস্ট্রার (ক্যাডার বহির্ভূত, প্রথম শ্রেণি) এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সার্কেল এ্যাডজুটেন্ট/উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা/সহকারী এ্যাডজুটেন্ট (ক্যাডার বহির্ভূত, দ্বিতীয় শ্রেণি) পদে যথাক্রমে মোট ১,৫৩,৯৫৭ জন, ৭০,৯৪৩ জন এবং ৫১,৬২৪ জন প্রার্থীর আবেদন পাওয়া গেছে। ২০১৫ সালে কমিশন কর্তৃক মোট ১৬১টি নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিধিগত ও পদ্ধতিগত কারণে শুধুমাত্র কমিশনের নিজস্ব জনবল দিয়ে বিপুল সংখ্যক নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের বিশাল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে আউটসোর্সিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও মৌখিক পরীক্ষার বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা নির্ধারণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ইত্যাদি খ্যাতিমান, যোগ্যতাসম্পন্ন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের কোনো পর্যায়ে কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য/কর্মকর্তা সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন না। কমিশন পরীক্ষা পরিচালনায় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন মাত্র। তবে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য এক একটি বোর্ডে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডে ক্যাডার/পদসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি এবং বিষয়ভিত্তিক একজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন। কমিশনে প্রতিটি পরীক্ষার জন্য বহুসংখ্যক সেটের প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। কোন প্রশ্নপত্রটি পরীক্ষায় ব্যবহৃত হবে তা পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ৩০ মিনিট পূর্বে লটারির মাধ্যমে কমিশন নির্ধারণ করে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষকে ২০ মিনিট পূর্বে জানানো হয়। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের ফলে কমিশনের পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেছে।

কমিশন পরিচালিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষার Optical Mark Readable (OMR) উত্তরপত্র OMR মেশিনে কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্রের উপর লিথোকোড বারকোড ও গোপন সিরিজ নম্বর যুক্ত OMR শিট ব্যবহার করা হয় এবং উত্তর সংবলিত উত্তরপত্র ম্যানুয়ালি মূল্যায়ন করা হয়। লিথোকোড ব্যবহারের ফলে কোন্ উত্তরপত্রটি কোন্ প্রার্থীর তা কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব নয়। ফলে এখানে কোনো রকম দুর্নীতি বা অনিয়মের আশঙ্কা নেই। সম্প্রতি প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় Double Lithocode এবং বারকোডযুক্ত উত্তরপত্র প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ২০–২৫ মিনিট পূর্বে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সিলগালা অবস্থায় বিভিন্ন বোর্ডে বিতরণ করা হয়। এসময় বিভিন্ন বোর্ডের প্রার্থী এবং বোর্ড সদস্যদের নামের তালিকাও সাক্ষাৎকার বোর্ডসমূহে বিতরণ করা হয়। বিতরণের পূর্বে কে কোন বোর্ডের প্রার্থী এবং বোর্ড সদস্য তা কেউ জানতে পারে না। বর্তমানে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের অনুসরণীয় নির্দেশাবলি প্রণীত হয়েছে। ফলে বোর্ড চলাকালীন সময়ে বোর্ড সদস্যগণ টেলিফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। প্রার্থীরাও মোবাইল ফোন নিয়ে পিএসসির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণে স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল কঠোর গোপনীয়তা ও বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক প্রক্রিয়ায়ণ করা হয়। কম্পিউটার শাখা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখা ও গোপনীয় শাখার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ফলাফল চেকিং ও কাউন্টার চেকিং এর কাজ করে থাকেন, কাজেই ফলাফল প্রণয়নে সাধারণত ভুলভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে না। কমিশন থেকে আউটসোর্সিংকৃত পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হয় না। তবে প্রশ্নপত্রের গুণগতমান নিশ্চিত করতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন/মডারেশন বিষয়ক দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মাঝে মাঝে সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

২.২ . বিসিএস (ক্যাডার) পদে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি :

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের শূন্য ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদাপত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষা পরিচালনা করে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী মামলায় মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের ভিত্তিতে আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী BCS (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982 রহিত করে ১৮-০৯-২০১৪ তারিখে এস আর ও নং-২৩১ আইন/২০১৪ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলায় বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ জারি হয়।

রহিত বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-১৯৮২ এবং বাংলায় প্রণীত বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ তে আনীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

BCS (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982		বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪	
১.	MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট- ১০০ নম্বর	১.	MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট- ২০০ নম্বর
২.	প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর সময়- ১ ঘণ্টা	২.	প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর সময়- ২ ঘণ্টা

<table>
<tr><td colspan="2">BCS (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982</td><td colspan="2">বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর বিষয় ও নম্বর বণ্টন
<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিষয়</th><th>নম্বর বণ্টন</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>বাংলা</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>ইংরেজি</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>বাংলাদেশ বিষয়াবলি</td><td>১০</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি</td><td>১০</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td>গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা</td><td>২০</td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট</td><td>১০০</td></tr>
</table></td><td>৩.</td><td>প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর বিষয় ও নম্বর বণ্টন
<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিষয়ের নাম</th><th>নম্বর বণ্টন</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>বাংলা ভাষা ও সাহিত্য</td><td>৩৫</td></tr>
<tr><td>০২.</td><td>ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য</td><td>৩৫</td></tr>
<tr><td>০৩.</td><td>বাংলাদেশ বিষয়াবলি</td><td>৩০</td></tr>
<tr><td>০৪.</td><td>আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>০৫.</td><td>ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা</td><td>১০</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>সাধারণ বিজ্ঞান</td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>০৭.</td><td>কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি</td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>০৮.</td><td>গাণিতিক যুক্তি</td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>০৯.</td><td>মানসিক দক্ষতা</td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>১০.</td><td>নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন</td><td>১০</td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট</td><td>২০০</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ পূর্বে ৬টি বিষয় ছিল-
১. বাংলা
২. ইংরেজি
৩. বাংলাদেশ বিষয়াবলি
৪. আর্ন্তজাতিক বিষয়াবলি
৫. সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৬. গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা</td><td>৪.</td><td>প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ পূর্বের ৬টি বিষয়ের সাথে নিম্নোক্ত ৩টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-
১. ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব) পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
২. কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি
৩. নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>পূর্বে প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর কোনো সিলেবাস ছিল না</td><td>৫.</td><td>সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন নিশ্চিত করতে MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ১০ টি বিষয়ের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যুগোপযোগী বিস্তারিত সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর সিলেবাসের ৩নং ক্রমিকে বাংলাদেশ বিষয়াবলি বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে :</td></tr>
</table>

BCS (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982		বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪	
			(ক) বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি : প্রাচীনকাল হতে সম-সাময়িককালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ছয়-দফা আন্দোলন, ১৯৬৬, গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি, মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল, মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা, পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়। (খ) বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ (গ) বাংলাদেশের অর্থনীতি (ঘ) বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য (ঙ) বাংলাদেশের সংবিধান (চ) বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা।
৬.	মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর- ৪০%	৬.	মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর- ৫০%
৭.	লিখিত পরীক্ষায় ২৫% এর কম নম্বর পেলে উক্ত পরীক্ষায় কোন নম্বর পাননি বলে গণ্য হতো।	৭.	লিখিত পরীক্ষায় ৩০% এর কম নম্বর পেলে উক্ত পরীক্ষায় কোন নম্বর পাননি বলে বিবেচিত হবেন।
৮.	যে সকল বিষয়ে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হতো সে সকল বিষয়ে প্রথম পত্র ১০০ ও ২য় পত্র ১০০ হিসেবে দুটি পত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। যা প্রশ্নকরণ, মডারেশন, মুদ্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র পরীক্ষণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ব্যয় হতো এবং যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে সমতা রক্ষা ব্যাহত হওয়ায় সম্ভবনা থাকতো।	৮.	(ক) ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ প্রথম ও ২য় পত্রে ভাগ না করে ২০০ নম্বরের একটি পত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২০০ নম্বরের পরীক্ষার সময় হবে ৪ ঘণ্টা। (খ) ১০০ নম্বরের পরীক্ষার সময় হবে ৩ ঘণ্টা।
৯.	প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ পূর্বে বাংলা বিষয়ে নম্বর ছিল-২০ ইংরেজি বিষয়ে নম্বর ছিল-২০	৯.	প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ বর্তমান বিধিমালায় বাংলা বিষয়ে নম্বর-৩৫ রাখা হয়েছে। ইংরেজি বিষয়ে নম্বর-৩৫ রাখা হয়েছে।
১০.	পরীক্ষার ফি ছিল- (১) ৫০০/- টাকা সকল প্রার্থীর জন্য। (২) ৫০/- টাকা অনগ্রসর নাগরিক গোষ্ঠীর জন্য।	১০.	পুন:নির্ধারিত পরীক্ষার ফি- (১) ৭০০/- টাকা সকল প্রার্থীর জন্য। (২) ১০০/- টাকা অনগ্রসর নাগরিক গোষ্ঠীর জন্য।

BCS (Age, Qualification and Examination for Direct Recruitment) Rules, 1982		বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪	
১১.	MCQ Type পরীক্ষায় ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কর্তনের বিধান ছিল না।	১১.	অনুমান নির্ভর ভুল উত্তর প্রদানকারী অযোগ্য প্রার্থীদের প্রতিরোধকল্পে MCQ Type পরীক্ষায় ভুল উত্তরের জন্য ০·৫০ নম্বর কর্তনের বিধান রাখা হয়েছে।
১২.	৯০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ২০০৫ সালে প্রণয়ন করা হয়েছিল।	১২.	সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রথিতযশা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আবশ্যিক বিষয়সমূহের ৯০০ নম্বরের সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন উপযোগী সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে। আবশ্যিক বিষয়ের “বাংলাদেশ বিষয়াবলি” বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে : The Liberation War and its Background: Language Movement 1952, 1954 Election, Six-Point Movement, 1966, Mass Upsurge 1968-69, General Elections 1970, Non-cooperation Movement, 1971, Bangabandhu’s Historic Speech of 7th March. Formation and Functions of Mujibnagar government, Role of Major Powers and of the UN, Surrender of Pakistani Army, Bangabandhu’s return to liberated Bangladesh. Withdrawal of Indian armed forces from Bangladesh.
১৩.	আবশ্যিক বাংলা-৪০ ও আবশ্যিক ইংরেজি বিষয়ে পূর্বে ৩০ নম্বরের রচনা লিখার ব্যবস্থা ছিল।	১৩.	আবশ্যিক বাংলা-৫০ এবং আবশ্যিক ইংরেজি-৫০ নম্বরের রচনা লিখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
১৪.	ক্যাডারসমূহের ক্রম অবস্থান নির্ধারণে কোন সুনির্দিষ্টি পদ্ধতি ছিল না।	১৪.	সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি (ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে) অনুসরণ করে সিভিল সার্ভিসসমূহের ক্রমাবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।
১৫.	প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিধান ছিল না।	১৫.	প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে জারীকৃত বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর নিম্নে প্রদান করা হলো :

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার বিষয়সমূহ ও নম্বর বণ্টন : মোট নম্বর ১১০০ (মৌখিক পরীক্ষাসহ)

১. সাধারণ ক্যাডারের জন্য :

	বিষয়	নম্বর বণ্টন
ক.	বাংলা	২০০
খ.	ইংরেজি	২০০
গ.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
ঘ.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
ঙ.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার MCQ Type ৫০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী মানসিক দক্ষতা বিষয়ের প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে)	১০০
চ.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
ছ.	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট=	**১১০০**

২. প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য :

	বিষয়	নম্বর বণ্টন
ক.	বাংলা	১০০
খ.	ইংরেজি	২০০
গ.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
ঘ.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
ঙ.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার MCQ Type ৫০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী মানসিক দক্ষতা বিষয়ের প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে)	১০০
চ.	সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়	২০০
ছ.	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট=	**১১০০**

২.৩. ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিবরণী :

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ : ৩০-০১-২০১৩
- বিভিন্ন ক্যাডারে শূন্য পদের সংখ্যা : ২,০৫২ (২৯০০ বর্ধিতসহ)
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ০৭-০২-২০১৩
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ১৯-০৩-২০১৩ (সন্ধ্যা ৬.০০টা)
- মোট আবেদনপত্রের সংখ্যা : ২,২১,৫৭৫
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : ২৪-০৫-২০১৩
- প্রিলিমিনারি টেস্টে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১,৯৬,৪৩৬
- প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ১৪-০৭-২০১৩
- প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৪৬,৫৩০
- লিখিত পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ২৪-০৩-২০১৪ — ৩১-০৩-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত (আবশ্যিক বিষয়) এবং ০৪-০৫-২০১৪ — ২৫-০৫-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত (পদ সংশ্লিষ্ট)
- লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ৩২,৯৩২
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৯,৯৬৩
- লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ১৮-১২-২০১৪
- মৌখিক পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ২৮-০১-২০১৫ ও ০১-০৬-১৫
- মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ৯,৫৫৫
- মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৮,৭৬৩
- সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা : ২,১৭৫
- চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২৯-০৮-২০১৫

[পরিশিষ্ট-২]

২.৪. ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিবরণী :

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ : ০২-০২-২০১৪
- বিভিন্ন ক্যাডারে শূন্য পদের সংখ্যা : ১,৮০৩
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ২৩-০৯-২০১৪
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩০-১০-২০১৪ (সন্ধ্যা ৬.০০টা)
- মোট আবেদনপত্রের সংখ্যা : ২,৪৪,১০৭
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : ০৬-০৩-২০১৫
- প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ২,০৮,০২৪
- প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ২০,৩৯১
- লিখিত পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ০১-০৯-২০১৫ ও ১০-১০-২০১৫
- লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্ত করার কাজ চলছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে কমিশন আশা প্রকাশ করছে।

[পরিশিষ্ট-২]

২.৫. ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিবরণী :

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ : ২৫-০৫-২০১৫
- বিভিন্ন ক্যাডারে শূন্য পদের সংখ্যা : ২,১৮০
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ৩১-০৫-২০১৫
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ২৩-০৭-২০১৫
- মোট আবেদনপত্রের সংখ্যা : ২,১১,৩২৬
- প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের কাজ চলমান :

২.৬. নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় নিয়োগের সুপারিশ :

"নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০" এর আওতায় ২০১০ সাল থেকে বিসিএস পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু চূড়ান্ত সুপারিশকৃত নন, এমন প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। ১৬-০৬-২০১৪ তারিখে "নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০" সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত "নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০" অনুযায়ী বিসিএস পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু চূড়ান্ত সুপারিশকৃত নন, এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে সুপারিশ করার পর পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে এবং নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে সুপারিশকৃত নন, এমন প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সংক্ষিপ্ত সময়ে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ১ম ও ২য় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে মেধাবি ও যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত বিধিমালার আওতায় বর্তমান বছরে ৩৪তম বিসিএস হতে নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে ৮১ জন (স্থগিত প্রার্থীসহ) এবং ৩৩তম বিসিএস হতে নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির পদে ৩৩৩ জন (স্থগিত প্রার্থীসহ) মোট ৪১৪ জন (স্থগিত প্রার্থীসহ) প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-২(ক)]

২.৭. নন-ক্যাডার পরীক্ষা পদ্ধতি :

The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর আলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিএস ক্যাডার বহির্ভূত অন্যান্য ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১৩ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের ৮০.৪০৬.০০৬০১.০৪. ০০৯.২০১৩.৬৪৬(২৯) নং অফিস আদেশ অনুযায়ী ক্যাডার বহির্ভূত পদসমূহে নিয়োগদানের জন্য প্রার্থী সংখ্যা এক হাজারের কম হলে দুই স্তরবিশিষ্ট (লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং প্রার্থী সংখ্যা এক হাজার বা তদূর্ধ্ব হলে তিন স্তরবিশিষ্ট (প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রার্থী সংখ্যা নির্বিশেষে ১ম শ্রেণির পদের জন্য ২০০ নম্বরের বর্ণনামূলক লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ও উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং ২য় শ্রেণির পদের জন্য ২০০ নম্বরের বর্ণনামূলক লিখিত ও ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১ম শ্রেণির উচ্চতর বেতন স্কেলের পদে শুধু ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রতিবছর ক্যাডার বহির্ভূত পদের জন্য বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়।

২.৮. নন-ক্যাডার বাছাই (Preliminary) পরীক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন :

২২-০৬-২০১১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১১ সালের সপ্তম বিশেষ সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৬ জুলাই, ২০১১ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়। অফিস আদেশ মোতাবেক কমিশনের বিভিন্ন ইউনিট-এর কার্য তালিকাভুক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন নন-ক্যাডার পদের বাছাই পরীক্ষায় (MCQ based Preliminary Examination) চলমান পদ্ধতি অনুযায়ী ৪টি বিষয়ের নম্বর বণ্টন ০৮-০৭-৯০ এর কমিশন সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নরূপে আনুষ্ঠানিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর
১.	বাংলা	২৫
২.	ইংরেজি	২৫
৩.	সাধারণ জ্ঞান : (১) বাংলাদেশ বিষয়াবলি (২) আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২৫
৪.	প্রাথমিক গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান	২৫
	মোট =	১০০

২.৯. নন-ক্যাডার লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন :

৩০ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দ্বিতীয় বিশেষ সভা এবং ২২ মার্চ ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক গৃহীত নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণির টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে নম্বর অপরিবর্তিত রেখে লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস, নম্বর বণ্টন ও সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-১১, ১১(ক) ও ১১(খ)]

২.১০. ২০১৫ সালে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান :

- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির উচ্চতর পদে শুধু সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ২৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ১,০১৫ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে বাছাই, লিখিত ও সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ৬৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-৩, ৩(ক), ৩(খ)]

২.১১. নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ২০১৫ সালে কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত :

২৪ মার্চ ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্ম কমিশনের চতুর্থ বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী-(ক) ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা থেকে BPSC Form-1এবং বিপিএসসি ফর্ম-২-এ প্রদত্ত তথ্য এক এবং অভিন্ন হতে হবে। তথ্যের মধ্যে গরমিল হলে বিজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী প্রার্থী কর্তৃক BPSC Form-1-এ প্রদত্ত তথ্য চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে। BPSC Form-1-এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রার্থীর যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।

(খ) BPSC Form-1-এ মুক্তিযোদ্ধা/মহিলা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটায় প্রার্থিতা দাবি করে পরবর্তীতে কোটার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ থাকবে না, অর্থাৎ BPSC Form-1-এ উল্লিখিত কোটার প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন। কোটার প্রার্থিতার স্বপক্ষে যাচিত সনদ লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফর্ম-২-এর সাথে প্রদান করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রাধিকার কোটার প্রার্থিতা বাতিল হবে। সাধারণ প্রার্থী হিসেবে বয়স থাকলে সাধারণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হবে।

(গ) BPSC Form-1-এ মুক্তিযোদ্ধা/মহিলা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী কোটার প্রার্থিতা দাবি না করলে পরবর্তীতে নতুন করে কোনো কোটার প্রার্থিতা দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

(ঘ) BPSC Form-1-এ নাম, রেজিঃ নম্বর, জন্মতারিখসহ কোনো Substantive ত্রুটি থাকলে পরবর্তীতে সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকবে না। Substantive ত্রুটির কারণে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

(ঙ) BPSC Form-1-এ স্থায়ী ঠিকানায় প্রার্থী কর্তৃক উল্লিখিত জেলার প্রার্থী হিসেবে প্রার্থীর চূড়ান্ত সুপারিশ অর্থাৎ ফলাফল নির্ধারণ হয়ে থাকে। আবেদনপত্র (BPSC Form-1) জমাদানের পর সংগতকারণে প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্তন হলেও BPSC Form-1-এ উল্লিখিত স্থায়ী জেলার ভিত্তিতেই প্রার্থীর ফলাফল নির্ধারিত হবে।

২.১২. বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রদান :

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোনো প্রার্থী নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনে আবেদন করলে তাকে নম্বরপত্র প্রদান করা হয়। ৩২তম (বিশেষ) বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ৮৯ জন প্রার্থী নম্বরপত্রের জন্য আবেদন করেছেন। এর মধ্যে ৭৪ জন প্রার্থীর নম্বরপত্র প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট **১৫**টি নম্বরপত্র শাখায় সংরক্ষিত আছে। ৩৩তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় **১১৬০** জন প্রার্থী নম্বরপত্রের জন্য আবেদন করেছেন। এর মধ্যে **১০৩১**টি নম্বরপত্র প্রার্থীদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ না করায় বাকী **১২৬**টি নম্বরপত্র সংরক্ষিত আছে। অবশিষ্ট ০৩ জন প্রার্থীর বিষয়টি সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। এছাড়াও ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার নম্বরপত্র অনলাইনে প্রদানের বিষয়টি কমিশনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

পদোন্নতির জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন

৩.১. কর্ম কমিশন কর্তৃক পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ প্রদান পদ্ধতি ঃ

কমিশনের আওতাভুক্ত পদসমূহে তৃতীয় শ্রেণি হতে দ্বিতীয় ও প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদ থেকে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি, ফিডার পদের চাকরিকাল, গ্রেডেশন তালিকা, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র এবং পদবিন্যাস ছক ইত্যাদি বিষয় যাচাই-বাছাই করা হয়।

গত ৯ জুলাই, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৪ সালের প্রথম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতি/নিয়মিতকরণ/বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার জন্য পূর্বে জারীকৃত চেকলিস্ট সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের ২য় ও ১ম শ্রেণির পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ দপ্তর ঃ

১. পদোন্নতি সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি ঃ

ক. পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত পদের নাম ও বেতন স্কেল ঃ
খ. পদোন্নতির যোগ্য পদের সংখ্যা ঃ
গ. পদোন্নতির প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা ঃ
ঘ. ফিডার পদ/পদসমূহের নাম ঃ
ঙ. ফিডার পদধারীদের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ

২. প্রস্তাব বিবেচনার্থে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ঃ

ক্রমিক নং	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র আছে (√)/নেই(×)	মন্তব্য
১.	পূর্ণাঙ্গ নিয়োগবিধির গেজেটের ফটোকপি/নিয়োগবিধির সত্যায়িত কপি ঃ		
২.	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত পদবিন্যাস ছক ঃ		
৩.	নিয়োগবিধি অনুযায়ী সকল ফিডার পদধারীর জ্যেষ্ঠতা তালিকা (নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সীল ও স্বাক্ষর সম্বলিত) ঃ		
৪.	জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সংক্রান্ত সরকারের প্রকাশিত সকল বিধি-বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র ঃ		

ক্রমিক নং	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে (√)/নেই(×)	মন্তব্য
৫.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীরা ব্যতীত জ্যেষ্ঠতা তালিকায় আর কোনো জ্যেষ্ঠ ফিডার পদধারী নেই মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র ঃ		
৬.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় মামলা নেই বা ইতঃপূর্বে বিভাগীয় মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত নন এ মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র ঃ		
৭.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীদের পূর্ববর্তী ৫ (পাঁচ) বছর অথবা নিয়োগবিধির শর্তানুসারে যাচিত অভিজ্ঞতার সময়কালের মধ্যে যেটি কম সে সময়ের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ঃ		
৮.	প্রার্থী/প্রার্থীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে ত্রুটি/বিচ্যুতি, বিরূপ মন্তব্য আছে কি না?		
৯.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন এ বিরূপ মন্তব্য থাকলে নিয়ম অনুযায়ী সে বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করে অফিস আদেশ অথবা চূড়ান্ত প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে কি না?		
১০.	পদোন্নতির জন্য আবশ্যকীয় প্রশিক্ষণ/বিভাগীয় পরীক্ষা ইত্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন কি না?		
১১.	ফিডার পদে প্রয়োজনীয় সময়কালের অভিজ্ঞতা আছে কি না?		
১২.	একই ফিডার পদ থেকে একাধিক উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ থাকলে সে ক্ষেত্রে ফিডার পদধারীর পছন্দক্রম ঃ		

৩.২. ২০১৫ সালে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের বিবরণ ঃ

২০১৫ সালে কমিশনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে পদোন্নতির জন্য **১৭১৭** জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে **১৫৩১** জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। [পরিশিষ্ট-৪]

সারণি-৩ ঃ ২০০৬—২০১৫ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের চিত্র

[লেখচিত্র-৩]

সন	পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার সংখ্যা	সুপারিশপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
২০০৬	১,৮০৪	১,০১২
২০০৭	১,৮৯৮	৭২২
২০০৮	১,১৩৮	৬৭৯
২০০৯	১,৬২৬	১,১৩১
২০১০	২,৩৩২	২,১৪৩
২০১১	২,৩৮৫	১,৮৮১
২০১২	২,০২৩	১,৭০৬
২০১৩	১,৭৩২	১,১২৫
২০১৪	১,৫০৮	১,২৩৯
২০১৫	১,৭১৭	১,৫৩১

৩.৩. গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসঙ্গতি দূরীকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ঃ

১. নিয়োগবিধি অনুযায়ী ফিডার পদে প্রয়োজনীয় মোট সময়ের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মূল্যায়ন করতে হবে। এ সময়কাল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণের পূর্ববর্তী বছর হতে গণনা করা হবে, যা কোনোক্রমেই ৫ বছরের বেশি হবে না।

২. বার্ষিক প্রতিবেদনে কোনোরূপ বিরূপ মন্তব্য না থাকলে এবং সার্বিক মূল্যায়ন চলতিমান ও তদূর্ধ্ব হলে এবং সেখানে পদোন্নতির যোগ্যতা সম্পর্কে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন উক্ত প্রার্থী পদোন্নতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন লেখার সময় কোনো বিষয়ে 'গ' অথবা 'ঘ' ঘরে অনুস্বাক্ষর থাকার পরও পদোন্নতির জন্য সুপারিশকৃত হয়ে থাকলে এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন চলতিমান বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের হয়ে থাকলে তিনি পদোন্নতির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩. চলতিমানের নিম্নে বা তদনিম্নে মন্তব্যপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর গোপনীয় প্রতিবেদনে "পদোন্নতির যোগ্য নন" "এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন" এ ধরনের মন্তব্য থাকলে ঐ কর্মকর্তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না। কমিশনের সুপারিশপত্রে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ না করার কারণ জানিয়ে দেয়া হবে।

৪. প্রতিবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারীর মন্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট মন্তব্য প্রাধান্য পাবে তবে, প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে থাকলে এবং প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু 'কঠোর' মন্তব্য করলে প্রতিবেদনের বিরূপ মন্তব্য অবলোপিত হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু 'নমনীয়'/'পক্ষপাতদুষ্ট' মন্তব্য করলেও প্রতিবেদনকারীর ভালো মন্তব্য খারাপ হয়ে যাবে না।

৫. প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কোনো মন্তব্য না করলে তিনি প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার মন্তব্যের সাথে একমত বলে ধরে নিতে হবে।

লেখচিত্র-৩ ঃ পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

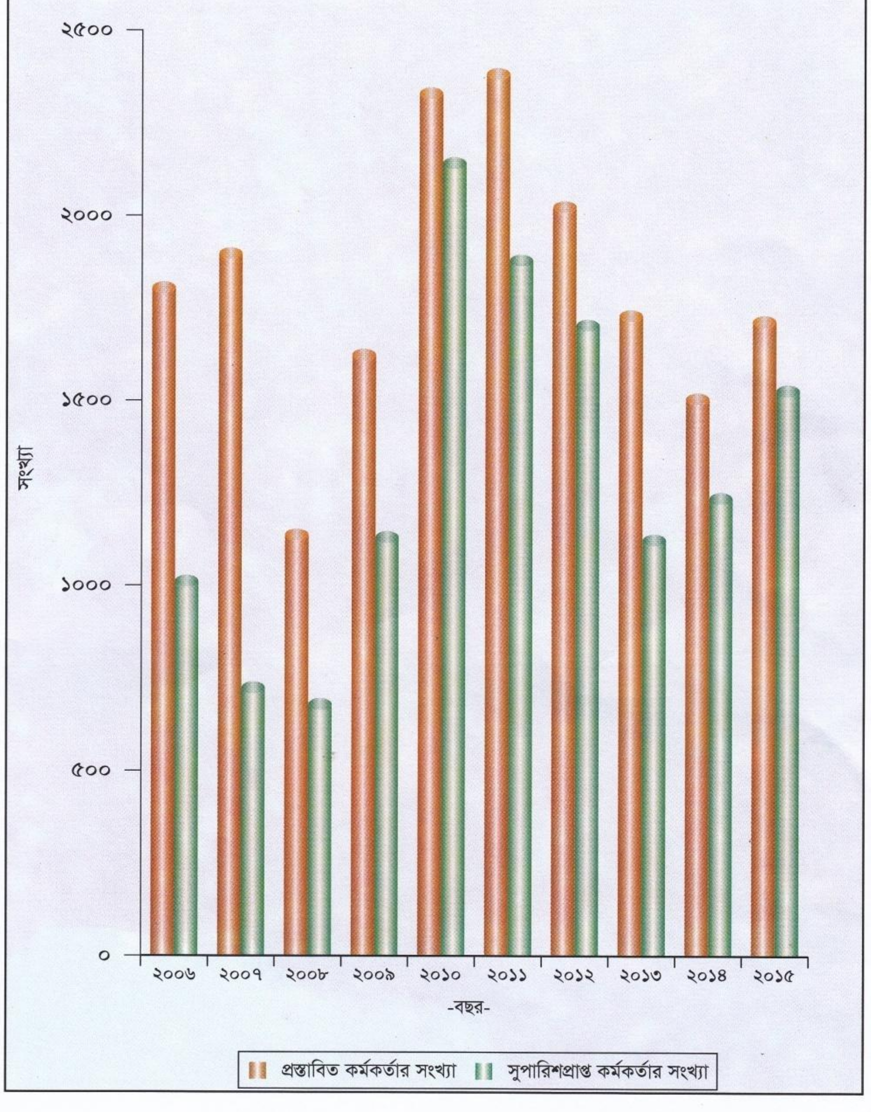

৬. প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে এবং উক্ত বিরূপ মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে রাখা বা অবলোপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আদেশ জারি না করা হয়ে থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট গোপনীয় প্রতিবেদনে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকলে বিরূপ মন্তব্যকে বিরূপ মন্তব্য বলে বিবেচনা করা যাবে না। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠাতে হবে।

৭. একই ফরমে একাধিক বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন লেখা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। পৃথক পৃথকভাবে লিখে পাঠাবার জন্য এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠানো হবে।

৮. কোনো পঞ্জিকা বছরে প্রতিবেদনের মোট সময়কাল কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস হলে প্রতিবেদনটিকে সে বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার অধীনে যে সময় প্রকৃতপক্ষে চাকরিরত থাকেন সে সময়ই প্রতিবেদনের সময়কাল হিসাবে গণ্য হবে এবং গোপনীয় প্রতিবেদনের হেডলাইনে সে সময়কালই উল্লেখ করতে হবে।

৯. খন্ডকালীন প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে তার জন্যও উপরের ৬ নং উপানুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে।

১০. পদোন্নতির যোগ্য পদে এডহক/অস্থায়ী/চলতি দায়িত্ব/অফিসিয়েটিং ভিত্তিতে নিয়োজিত অথবা সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির গোপনীয় প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য না থাকা সত্ত্বেও "পদোন্নতির যোগ্য নন"/"এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন"/"সম্প্রতি পদোন্নতি হয়েছে" এমন মন্তব্য থাকলে ঐ ব্যক্তির পূর্ববর্তী বছরের গোপনীয় প্রতিবেদনে "পদোন্নতির যোগ্য নন"/"এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন" ধরনের মন্তব্য থাকলে তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না।

১১. কোনো প্রতিবেদনে কোনো প্রকার ওভার রাইটিং থাকলে এবং তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত না হলে ঐ প্রতিবেদন স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে পাঠাবার জন্য ফেরত দেয়ার প্রয়োজন আছে কি-না সে সম্পর্কে কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১২. যেসব প্রতিবেদনের কারণে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হবে না এবং যেসব প্রতিবেদন বিরূপ মন্তব্য বা ওভার রাইটিং-এর কারণে ফেরত দেয়া হবে, সেগুলোর সত্যায়িত ফটোকপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. বর্ণিত ৬, ৭, ৯ ও ১১ নং ক্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শূন্য পদে পদোন্নতির আওতায় পড়লে তার জন্য শূন্য পদ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভাগীয় মামলার কোনো অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হলে তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে তা প্রতিফলিত হওয়া উচিত এবং এ কারণে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তার পদোন্নতির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

১৫. গোপনীয় প্রতিবেদনের সারাংশে কেবল বিরূপ মন্তব্য থাকলেই তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট পরিচালক স্বাক্ষরদান করবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং উপ-পরিচালকের স্বাক্ষরই যথার্থ হবে (সারাংশে স্বাক্ষরদানকারী কর্মকর্তার পদবীযুক্ত সীল থাকা প্রয়োজন)।

১৬. কোনো বিষয় উপরোক্ত নীতিমালার আওতায় না পড়লে বিষয়টি কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে।

৩.৪. তথ্যাদির অপ্রতুলতা ও তদজনিত অসুবিধাসমূহ ঃ

১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাযথ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হলে তার যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা তালিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পদোন্নতিযোগ্য কোনো প্রার্থী কোনো অবস্থায় যেন পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত কাগজপত্র প্রয়োজন।

কমিশন কর্তৃক লক্ষ্য করা হয়েছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্যাদি যথাসময়ে সম্পূর্ণভাবে প্রেরণ করা হয় না। প্রায় সময় দেখা যায় আংশিক কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়। সম্পূর্ণ কাগজপত্র চেয়ে না পাওয়া গেলে পদোন্নতি কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহ চেয়ে বার বার তাগিদপত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পাওয়া যায়নি। কমিশন সম্প্রতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ২য় তাগিদপত্র প্রেরণের পরও যদি কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা না হয় তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উক্ত বিষয়ে আর কোনো আগ্রহ নেই ধরে নেয়া হবে এবং উক্ত পদোন্নতি বিষয়ক সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

- গত ২৮ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২০১৪ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের নম্বর ৮০.৪০৬.০১৮. ০০.০০.০২০.২০১০-৪৪৭ নং স্মারকের পরিপত্র অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দ্বিতীয় শ্রেণির পদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি/নিয়মিতকরণ/জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ/বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিষয়ে কর্ম কমিশনের সুপারিশ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু অথবা কমিশন কর্তৃক পূর্বে স্থগিতকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত ডিও পত্র ব্যতীত কোনো প্রস্তাব কর্ম কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে না। এছাড়া দীর্ঘদিন পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাসমূহের কার্যক্রম কমিশন কর্তৃক স্থগিত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার পর মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত ডিও পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি ব্যতীত স্থগিতকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণের মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধির আলোকে আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণের মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়ন খাতভুক্ত প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত করা হলে তাদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। প্রতিবছর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

৪.১. এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ ঃ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল থেকে ১৯৮২ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজস্ব খাতভুক্ত পদে এডহকভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চাকরি নিয়মিতকরণের উদ্দেশ্যে The Regularisation of Ad-Hoc Appointment Recruitment Rules, 1983 জারি করা হয়।

পরবর্তীতে ২৪-০১-১৯৮২ থেকে ১৭-০৫-১৯৮৬ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য সার্ভিসে সহকারী সার্জন (ইন সার্ভিস ট্রেইনি) হিসেবে এডহক নিয়োগ প্রাপ্তদের চাকরি নিয়মিত করার জন্য The Regularisation of Ad-Hoc Appointment Recruitment Rules, 1983 এর সংশোধনী ২০০৫ (এসআরও নম্বর ১৯৬ আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এম-২৫/৮৬ (অংশ-১) জারি করা হয়। উক্ত এসআরও অনুযায়ী ২০১৫ সালে মোট ৫৪ জন সহকারী সার্জন (ইন সার্ভিস ট্রেইনি)- এর চাকরি নিয়মিত করার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় ৩০ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৪ জনের পদ্ধতিগত ত্রুটি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় চাকরি নিয়মিত করা সম্ভব হয়নি।

[পরিশিষ্ট-৫(ক)]

৯ এপ্রিল ১৯৭২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব বাজেটের পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের চাকরি নিয়মিতকরণের বিধান রেখে "এডহকভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪" জারি করা হয় এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ দ্বারা সকল প্রকার এডহক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু ১৫ জুলাই ২০০৯ তারিখ এসআরও নং ১৯৬-আইন/২০০৯/সম(বিধি-১) এম-৫/২০০৯ জারির মাধ্যমে উক্ত বিধিমালার বিধি-৮ বিলুপ্ত করা হয় এবং এডহক নিয়োগ উন্মুক্ত করা হয়। সে সময়ে বাস্তবতার নিরিখে আবশ্যিক হওয়ায় "এডহকভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪" পুনরায় সংশোধন করে এসআরও নং ৩ এর ২১৩-আইন/২০১২/০৫.১৭০.০২২.০৩.০৬.০১৬.২০১২ জারি করা হয়। উক্ত এসআরও অনুযায়ী ২০১৫ সালে ১০১৪ জনের এডহক চাকরি নিয়মিতকরণের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় ৬৪৯ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। ১৭৬ জনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় চাকরি নিয়মিতকরণ সম্ভব হয়নি। অবশিষ্ট ১৮৯ জনের এডহক চাকরি নিয়মিতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

[পরিশিষ্ট-৫ (খ)]

৪.২. উন্নয়ন খাতভুক্ত পদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ঃ

উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা-২০০৫ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে ২০১৫ সালে মোট ২৬০ টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় মোট ২০৮ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়। অবশিষ্টদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও গোপনীয় প্রতিবেদন/অভিজ্ঞতার সনদপত্র না থাকার কারণে নিয়মিতকরণ করা সম্ভব হয়নি।

[পরিশিষ্ট-৫]

গত ৯ জুলাই, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৪ সালের প্রথম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতি/নিয়মিতকরণ/বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার জন্য পূর্বে জারীকৃত চেকলিস্ট সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত ১ম ও ২য় শ্রেণির পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে ঃ

উন্নয়ন প্রকল্পের পদ থেকে রাজস্ব বাজেটের পদে স্থানান্তরিত ১ম ও ২য় শ্রেণির পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট ঃ

ক্রমিক নং	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে (√)/নেই(×)	মন্তব্য
১.	উন্নয়ন প্রকল্প শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ সংবলিত কাগজপত্র/ পিপির সত্যায়িত কপি ঃ		
২.	নিয়োগকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগ বিধি/প্রচলিত/সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান এর সত্যায়িত কপি ঃ		
৩.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের নিয়োগার্থে খবরের কাগজে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সত্যায়িত কপি ঃ		
৪.	বাছাই কমিটির সুপারিশ ঃ		
৫.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগ আদেশ ও প্রকল্পের যোগদানপত্র ঃ		
৬.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র ঃ		
৭.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্র ঃ		
৮.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সরকারি অফিস আদেশ ঃ		
৯.	প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাদের রাজস্ব বাজেটের পদে সাময়িক/অস্থায়ী পদায়ন আদেশ ও প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে যোগদানপত্র ঃ		
১০.	সর্বশেষ পদ সংরক্ষণের/স্থায়ীকরণের আদেশের সত্যায়িত কপি ঃ		
১১.	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত (সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত) রাজস্ব বাজেটের পদে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বের এবং পরের চাকরির ধারাবাহিকতার প্রত্যয়নপত্র ঃ		
১২.	প্রার্থীর নিয়মিতকরণের পূর্বের ৩ বছরের এসিআর ঃ		
১৩.	কমিশনের নির্ধারিত ফরম-এ প্রস্তাবিত সকল প্রার্থীর তথ্য সংবলিত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত তালিকা ঃ		

ক্রমিক নং	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে (√)/নেই(×)	মন্তব্য
১৪.	উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগকালে নিয়মিতকরণের জন্য প্রস্তাবিত সকল কর্মকর্তার বয়স প্রকল্প দলিল/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল কি না ঃ		
১৫.	প্রকল্পের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপি ঃ		
১৬.	প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের নিয়োগকালে নির্বাচন/ বাছাই কমিটির মাধ্যমে যথাযথভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র ঃ		
১৭.	বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য ঃ		

পঞ্চম অধ্যায়

নিয়োগোত্তর বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষা গ্রহণ

৫.১. বিভাগীয় পরীক্ষা ঃ

বিভিন্ন ক্যাডার ও কিছু নন-ক্যাডার পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চাকরিতে স্থায়ীকরণের জন্য সরকার নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এ লক্ষ্যে প্রতিবছর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে দু'বার ২৭টি ক্যাডার ও কয়েকটি নন-ক্যাডার (শ্রম অধিদপ্তর, জনশক্তি কর্মসংস্থান ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড এবং নিবন্ধন পরিদপ্তর) পদের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় পরীক্ষার বিদ্যমান বিধিমালায় ২৭টি ক্যাডারে তিনটি পত্রের ও পুলিশ ক্যাডারে চার পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রাণিসম্পদ ক্যাডারে শুধু একটি পত্রের (দ্বিতীয় পত্র ঃ হিসাব) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর শিক্ষানবিস কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ঃ

১. প্রথম পত্র ঃ আইন, বিধি ও পদ্ধতি;

২. দ্বিতীয় পত্র ঃ হিসাব ;

৩. তৃতীয় পত্র ঃ সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কাজকর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়াবলি।

সকল ক্যাডারের জন্য **১ম** ও **২য়** পত্রের বিষয় একই হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্যাডারের অভিন্ন সিলেবাস না থাকায় প্রত্যেকটি ক্যাডারের পৃথকভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে সরকারের অহেতুক শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। কমিশন দীর্ঘদিন থেকে **১ম** ও **২য়** পত্রের পরীক্ষা অভিন্ন সিলেবাসে গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়ে আসছে।

৫.২. ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী ঃ

১. ২০১৫ সালের প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ঃ

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ ঃ ১২-০২-২০১৫ খ্রিঃ
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ৬,৬০২ জন
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ৬,৫০৯ জন
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ঃ ২৪-০৭-২০১৫ — ০৬-০৮-২০১৫ খ্রিঃ
- উপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ ৪,২১৯ জন
- উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ৩,২৪৫ জন

২. ২০১৫ সালের দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ঃ

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ ঃ ২০-০৮-২০১৫ খ্রিঃ
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ৬,৩৪০ জন
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ৬,০০৫ জন
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ঃ পরীক্ষা গ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিঃ দ্রঃ— ২০১৪ সালের ২য় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ০৫-০১-২০১৫ তারিখে শুরু হয়ে ১৮-০১-২০১৫ তারিখে শেষ হয়। পরীক্ষায় ৫,৭২১ জন যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ২,৩৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

৫.৩. সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা ঃ

ক্যাডারভুক্ত যে সকল কর্মকর্তা নিজস্ব পদে স্থায়ী হয়েছেন এবং উক্ত পদে যাদের চাকরি ৪ বছর পূর্ণ হয়েছে তারা সবাই এতদ্‌সংক্রান্ত পরীক্ষা বিধিমালার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। প্রতি পঞ্জিকা বছরে দু'বার ফেব্রুয়ারি ও আগস্ট মাসে সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রতি পঞ্জিকা বছরে অনুষ্ঠিত দু'টি পরীক্ষাতেই একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করতে পারেন। সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য মোট ৩০০ নম্বরের নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ঃ

ক. প্রথম পত্র ঃ বাংলাদেশ ও চলতি বিষয়াবলি;

খ. দ্বিতীয় পত্র ঃ সকল সরকারী অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ও পদ্ধতি;

গ. তৃতীয় পত্র ঃ সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি।

উল্লেখ্য যে, একজন প্রার্থী এক সাথে তিনটি/দু'টি/একটি পত্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

বিসিএস (টেলিকমিউনিকেশন) ক্যাডারের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত ৩য় পত্রের ব্যবহারিক পরীক্ষা কমিশন কর্তৃক গঠিত ০৪ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার্থী যে কাজ করেন উক্ত সম্পাদিত কার্যাবলি ব্যবহারিক পরীক্ষায় কমিশন কর্তৃক গঠিত বোর্ডের নিকট উপস্থাপনা করতে হয়। উপস্থাপনা সন্তোষজনক না হলে তাকে অনুত্তীর্ণ ধরে নেয়া হয়। ১ম পত্র ও ২য় পত্র ব্যতীত বর্তমানে আরও ৮০টি বিষয়ের উপর প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

৫.৪. ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিবরণী ঃ

১. সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ ঃ ২২-১০-২০১৪
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ঃ ১৮-১২-২০১৪
- আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ২,১৯৮
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ২,১০৬
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১৫ — ১১-০৪-২০১৫
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৭৬৪
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,১৭৪
- ১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ৯৫২
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৮৯৪
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,২৪৮
- ২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ৬৮৫
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৬৬০
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,১৪৫
- ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,০১২
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ ঃ ১৬-০৭-২০১৫

২. সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট ২০১৫

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ ঃ ৩১-০৩-২০১৫
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ঃ ৩০-০৬-২০১৫
- আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ২,৭৭৮
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ২,৬৯৮
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ঃ ১৭-০৮-২০১৫ — ২৭-০৮-২০১৫
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ২,৪৮৩
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৪১২
- ১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,১৯৩
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ২,৫৪৮
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৬৫৭
- ২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৩১৫
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ২,৪২৪
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৩৬১
- ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,১৭৬
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ ঃ ৩০-১১-২০১৫

৫.৫. সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগোত্তর অন্যান্য পরীক্ষা গ্রহণ ঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতায় কম নম্বর প্রাপ্তির কারণে যে সকল কর্মকর্তা উপ-সচিব বা যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতি পেতে সক্ষম হননি কর্ম কমিশন সে সমস্ত কর্মকর্তাদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে ৫ (পাঁচ) নম্বর অতিরিক্ত হিসাবে প্রদান করা হয়।

সরকারের উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২-এর ২য় তফসিলের ২(ঙ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একই বিধিমালার ২(ক) অনুচ্ছেদ মতে কোনো কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত নম্বরের ৬০ শতাংশের কম অর্থাৎ ১৫ নম্বরের কম হলে সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে উপযুক্ততা নিরূপণকল্পে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধিমালার ২য় তফসিলের ২(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নম্বর নির্ধারণের বিধান নিম্নরূপ ঃ

ডিগ্রি	প্রথম বিভাগ/শ্রেণি	দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি	তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি
এস.এস.সি.	৬	৪	২
এইচ.এস.সি.	৬	৪	২
গ্রাজুয়েশন	৯	৬	৩
মাস্টার্স	৪	৩	২

উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পেতে ইচ্ছুক সংশ্লিষ্ট পদের ফিডার পদধারী প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ১৫-এর কম হবে সে সকল প্রার্থীকে নিম্নোক্ত সিলেবাস অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

যাদের পদোন্নতির জন্য যোগ্যতার নম্বর কম হয় সে সব কর্মকর্তাদের জন্য সরকারের উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য একটি পাঠ্যসূচি আছে। পাঠ্যসূচি নিম্নরূপ ঃ—

ক. ইংরেজি (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর ৫০, সময় ঃ ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১. অনুবাদ (বাংলা থেকে ইংরেজি)-১০;

২. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)-১০;

৩. দাপ্তরিক পত্র-২০;

৪. ভাব উপলব্ধি (Comprehension)-১৫;

৫. ইংরেজি রচনা (ন্যূনতম ২০০ শব্দের মধ্যে)-২৫;

৬. সার-সংক্ষেপ-২০।

খ. সাধারণ জ্ঞান (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর ঃ ৫০, সময় ঃ ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১. প্রথম অংশ ঃ বাংলাদেশ বিষয়াবলি-৫০;

২. দ্বিতীয় অংশ ঃ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি-৫০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারী কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যাবলি

৬.১. সরকারী কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ প্রদান ঃ

সংবিধানের ১৪০(২)(ঘ) অনুচ্ছেদ এবং Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের ১ম ও ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদে চাকরিরত কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত অপরাধসমূহের কারণে যেসব ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে সরকারের পরামর্শ করার প্রয়োজন রয়েছে, কমিশন সেসব ক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণান্তে মতামত প্রদান করে থাকে। প্রতি বছর কয়েকশত সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়। শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলার বিষয়ে ইউনিট পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রচুর কাগজপত্র/তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করতে হয়।

৯ জুলাই, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৪ সালের প্রথম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতি/নিয়মিতকরণ/বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার জন্য পূর্বে জারীকৃত চেকলিস্ট সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় মতামত প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় মতামত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট ঃ

সূত্র ঃ কমিশন সচিবালয়ের ২৩/১২/২০০৮ তারিখের ১২৪ নং স্মারক।

১. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ) ঃ

২. জন্ম তারিখ/পি, এল, আর-এ যাওয়ার প্রাক্কলিত তারিখ ঃ

৩. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতন স্কেল ঃ

৪. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি না ঃ

৫. শিক্ষানবিসকাল শেষ হয়েছে কি না ঃ

৬. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম এবং এ পদের বেতন স্কেল ঃ

৭. এ পদে অভিযুক্ত কর্মকর্তার যোগদানের তারিখ ঃ

৮. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কিনা বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি না ঃ

৯. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন কি না ঃ

ক্রমিক নং	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে (√)/নেই(×)	মন্তব্য
১.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ/অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী		
২.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র		
৩.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)		
৪.	তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের আদেশ		
৫.	সাক্ষীদের জবানবন্দি ও দৈনন্দিন রেকর্ডপত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদন		
৬.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ		
৭.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র		
৮.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)		

৬.২. বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় কাগজপত্র/তথ্যাবলি ঃ

১. সরকারী কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র ও তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়, যেমন ঃ—

ক. অভিযোগের বিবরণীসহ অভিযোগনামা (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ) ;

খ. অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত অভিযোগনামার জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি) ;

গ. তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের আদেশের কপি;

ঘ. সাক্ষীদের জবানবন্দি, তদন্তকালীন দৈনন্দিন রেকর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদন;

ঙ. দ্বিতীয় শো-কজ নোটিশ (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ); এবং

চ. অভিযুক্তের দ্বিতীয় শো-কজ নোটিশের জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি)।

২. কর্মচারী (বিশেষ ব্যবস্থা) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়। যেমন ঃ—

ক. অভিযোগনামা (জারি করার প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্রের কপিসহ);

খ. অভিযুক্তের জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি);

গ. ২য় শো-কজ নোটিশ (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ); এবং

ঘ. অভিযুক্তের জবাব (সংযুক্তি থাকলে কপিসহ)।

৩. উপরোক্ত তথ্য ছাড়াও অভিযুক্ত কর্মকর্তা সম্পর্কে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত তথ্যাদি প্রয়োজন হয়। যেমন ঃ—

ক. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ);
খ. জন্ম তারিখ/এলপিআর-এ যাবার প্রাক্কলিত তারিখ;
গ. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতন স্কেল;
ঘ. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি না;
ঙ. শিক্ষানবিসকাল শেষ হয়েছে কি না;
চ. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম এবং এ পদের বেতন স্কেল;
ছ. এ পদে অভিযুক্ত কর্মকর্তার যোগদানের তারিখ;
জ. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি না;
ঝ. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত কি না।

৬.৩. ২০১৫ সালে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ প্রদানের তথ্য বিবরণী ঃ

- কমিশনে প্রাপ্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ঃ ৯১
- মতামত প্রদানকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ঃ ৯১
- একমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ঃ ৮৮
- দ্বিমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ঃ ০৩

[পরিশিষ্ট-৬]

সারণি-৬ ঃ শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলায় কমিশনের মতামত প্রদানের বিবরণ (২০০৬—২০১৫)

[লেখচিত্র-৬]

সাল	প্রাপ্ত মোট মামলার সংখ্যা	মতামত প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রের অভাবে মতামত প্রদান করা হয়নি এমন মামলার সংখ্যা
২০০৬	১০৮	১০২(৯৪.৪৪%)	০৬(৫.৫৬%)
২০০৭	১৮২	১১৪(৬২.৬৪%)	৬৮(৩৭.৩৬%)
২০০৮	২১৩	২০১(৯৪.৩৭%)	১২(৫.৬৩%)
২০০৯	১৬২	৯৩(৫৭.৪১%)	৬৯(৪২.৫৯%)
২০১০	২২৩	২২৩(১০০.০০%)	০০(০.০০%)
২০১১	১৯০	১৯০(১০০.০০%)	০০(০.০০%)
২০১২	১৪৭	১৪৭(১০০.০০%)	০০(০.০০%)
২০১৩	৯৬	৮৯(৯২.৭১%)	০৭(৭.২৯%)
২০১৪	১০২	৯৮(৯৬.০৮%)	০৪(৩.৯২%)
২০১৫	৯১	৯১(১০০.০০%)	০০(০.০০%)

লেখচিত্র-৬ ঃ শৃংখলাভংগজনিত মামলায় কমিশনের মতামত প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

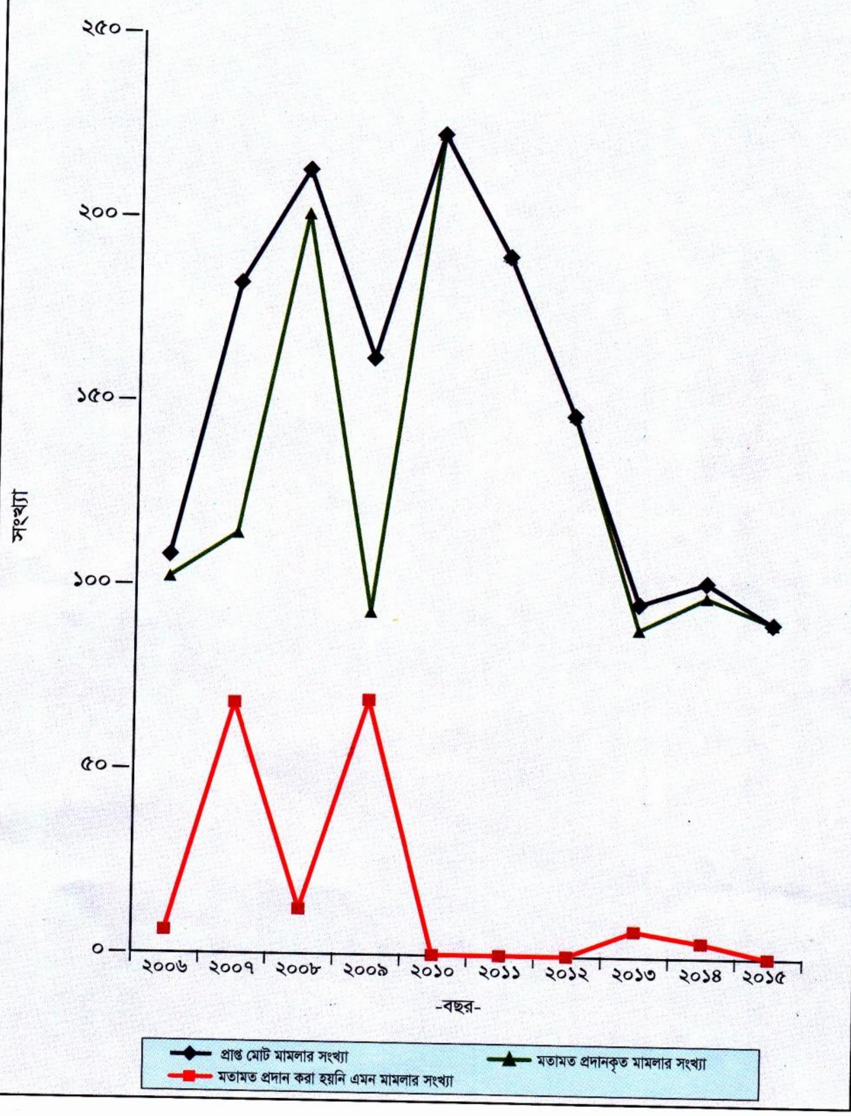

৬.৪. রিট মামলা সংক্রান্ত ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে (নিয়োগ, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিসহ নিয়োগবিধি সংশোধন) গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে দায়েরী যাবতীয় মামলাসমূহের বিষয়ে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ (মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থা) গ্রহণসহ মামলা নিষ্পত্তিতে সার্বিক সহায়তা প্রদানে আইন অধিশাখা কাজ করে থাকে। সাধারণত নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত বা কোনো মন্ত্রণালয়ের চাকরি শর্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের বিপরীতে বাদ পড়া বিপুল সংখ্যক প্রার্থী কিংবা কমিশন কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত নয় এমন প্রার্থীদের কেউ কেউ সংক্ষুব্ধ হয়ে কমিশনকে পক্ষ করে মামলা দায়ের করে থাকে। দায়েরী মামলাসমূহের মধ্যে রয়েছে রীট মোকদ্দমা, সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল, আপিল মোকদ্দমা, এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (এ.টি), এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আপিল ট্রাইব্যুনাল (এ.এ.টি), কনটেম্পট মোকদ্দমা, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমা। মামলাসমূহ আদালতে পরিচালনার জন্য বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল ও বিজ্ঞ সলিসিটরের কার্যালয়, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিলেট ট্রাইব্যুনালের সরকারী কৌশলী এবং দেওয়ানি আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য সরকারী কৌশলী ও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ইন্সপেক্টর এবং পিএসসি কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগণের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। এই অধিশাখা হতে বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজগুলো সমন্বয় ছাড়াও মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের কার্যে কমিশন কর্তৃক চাহিত ব্যাপারে আইনগত মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে কমিশনের বিরুদ্ধে প্রায় ৭০০ (সাতশত) মামলা বিভিন্ন আদালতে চলমান আছে। এ বিপুল সংখ্যক মামলা পরিচালনার জন্য কমিশনে প্রয়োজনীয় জনবল, স্থান এবং লজিস্টিক সাপোর্ট না থাকায় কমিশনের আইন অধিশাখার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রমিত জনবল কাঠামো অনুসারে অতিরিক্ত ১৬ (ষোল) টি স্থায়ী পদ সৃজনের জন্য অর্থ বিভাগে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কমিশন কর্তৃক সারা বছর অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন নিয়োগ ও পদোন্নতির পরীক্ষায় ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম একজন সার্বক্ষণিক বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনে প্রয়োজনীয় হওয়ায় ২০১৫ সাল হতে কমিশনের একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছে।

কাজের গুরুত্ব ও পরিসর বিবেচনায় কমিশনের আইন অধিশাখাকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার স্বার্থে জনবল বৃদ্ধি, বসার স্থান নির্ধারণ, পৃথক যানবাহন বরাদ্দ, কমিশনের নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগ, প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ফ্যাক্স মেশিন সরবরাহ করাসহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। ২০১৫ সালে ১১টি রিট/এ,টি/এ,এ,টি/বিভাগীয় মামলায় পিএসসিকে মূল বিবাদী ও ০২টি রিট/এ,টি/এ,এ,টি/বিভাগীয় মামলায় পিএসসিকে মূল বাদী করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-৯]

সপ্তম অধ্যায়

নিয়োগবিধি, জ্যেষ্ঠতা ও কর্মচারী প্রবিধানমালা সংক্রান্ত বিষয়

৭.১. নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ দান ঃ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিয়োগবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের মতামত গ্রহণে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কমিশনের মতামত চাওয়া হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিশন মতামত প্রদান করে।

কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী একাধিক বিজ্ঞাপন জারির পরও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ না করার কারণে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগবিধিতে উল্লিখিত সরাসরি নিয়োগের শর্ত পুনঃ বিবেচনাপূর্বক বাস্তবসম্মত শর্ত সংযোজনের জন্য নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি সংশোধন/পরিবর্তন করে পদ আপগ্রেড করা হয়। কিন্তু পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিবর্তন করা হয় না। ফলে কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের সময় পদের উপযোগী মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করলে অধিকাংশ প্রার্থী অকৃতকার্য হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিয়োগবিধি প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধনের সময় সব দিক বিবেচনা ও সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে।

৭.২. ২০১৫ সালে নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

- নিয়োগবিধি প্রণয়নের ১৬ টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে।
- কমিশন ১৬ টি বিষয়েই সুপারিশ প্রদান করেছেন।

[পরিশিষ্ট-৭]

৭.৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ

২৮-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১১ সালের ২য় সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের রূপরেখা এবং উক্ত পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক নিম্নরূপ ঃ—

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের গঠন ঃ

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/বিজ্ঞ সদস্য	বোর্ডের চেয়ারম্যান
২.	একজন বিভাগীয় বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩.	একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

৪. একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ (eminent physician)/ একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি/ বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ (শুধু কারিগরি বিষয়ের ক্ষেত্রে) (কমিশন কর্তৃক মনোনীত) — সদস্য

৫. একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব (eminent person) (কমিশন কর্তৃক মনোনীত) — সদস্য

খ. উচ্চতর পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক ঃ

মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ঃ		
ক্রমিক নং	মূল্যায়ন ছক	বিভাজিত নম্বর
১.	শিক্ষাগত যোগ্যতা ক. ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য-৫ নম্বর খ. শিক্ষা জীবনের অর্জিত কৃতিত্ব/ঔজ্জ্বল্য (যেমন- all first class)- সর্বোচ্চ ৫ নম্বর	১০
২.	* উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ক. ন্যূনতম ১ বছরের ডিপ্লোমা- ৩ নম্বর খ. ২ বছরের ডিপ্লোমা/এমফিল/এমএস/এমডি ইত্যাদি-৫ নম্বর গ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ঃ ৮-১০ নম্বর * প্রার্থীর অর্জিত ডিপ্লোমা/ডিগ্রির কেবলমাত্র সর্বোচ্চটির ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হবে।	১০
৩.	চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা ঃ ক. ন্যূনতম প্রয়োজনীয় (required) অভিজ্ঞতার জন্য-৫ নম্বর খ. পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ১ নম্বর হারে সর্বোচ্চ ৫ নম্বর	১০
৪.	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (স্বীকৃত জার্নালে) প্রকাশনা অথবা প্রমাণ উপস্থাপন সাপেক্ষে চাকরিজীবনে দেশে বিদেশে অর্জিত পেশাগত কৃতিত্ব/সাফল্য/ ঔজ্জ্বল্য (যে ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য)	১০
৫.	ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন (প্রার্থীর বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্বের গুণাবলি, স্পষ্টভাবে অনুভূতি ও ভাবনা প্রকাশের সক্ষমতা (articulation), আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শখ ইত্যাদি)	১০
৬.	মৌখিক পরীক্ষার পারফরমেন্স	৫০

গ. যে সব পদে নিয়োগবিধি অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে সে সব ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে পূর্বোক্ত মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ২৫ নম্বরের (নিয়োগবিধিতে অন্যরূপ কোনো নম্বর উল্লেখ না থাকলে) ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং কেবলমাত্র ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার পাস নম্বর হবে ১০। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিষয়টি বিজ্ঞাপনে এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্রে উল্লেখ করতে হবে। এ দায়িত্ব হবে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের।

ঘ. কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কম্পিউটার শাখা ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডকে সার্বিক সহযোগিতা বিশেষ করে লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করবে।

৭.৪. শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নির্ধারণ ও বয়স সংশোধনের প্রস্তাব ঃ

১৯৯৭, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সরকারি কলেজসমূহের সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদের মঞ্জুরীকৃত মোট পদের ১০% পদে সরাসরি নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। এ পদসমূহে সরকারী কলেজে চাকরিরত প্রার্থীদের বয়সসীমা যেভাবে উল্লেখ আছে তাতে অনেক সময় অধিকাংশ যোগ্য চাকরিরত প্রার্থীগণও আবেদন করতে পারেন না। এ জন্য কমিশন চাকরিরত প্রার্থীদের বয়সসীমা উঠিয়ে দেয়ার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করে আসছে। উক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক এখনও কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। তাই এ বিষয়ে দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি বলে কমিশন মনে করে।

৭.৫. জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ঃ

২০১৫ সালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মোট ০১ টি জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব কমিশনে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে মোট ২৩ জনের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের জন্য কমিশন বরাবর অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন প্রস্তাবসমূহ বিচার-বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার মাধ্যমে ২৩ জনের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণপূর্বক সুপারিশ প্রেরণ করেছে।

[পরিশিষ্ট-৮]

৭.৬. সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটাভিত্তিক পদ বন্টন ঃ

বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯(১) অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে উক্ত সংবিধানের ২৯(৩)(ক) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশকে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে মর্মে উল্লেখ আছে।

নাগরিকদের অনগ্রসর অংশকে অগ্রগতির মূল স্রোতধারায় আনয়নের জন্য বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি চালু হয়। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসে ২০% পদ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ২০% থেকে ৪০% এ উন্নীত করা হয়। ১৯৮৫ সালে মেধার ভিত্তিতে ৪৫% নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। অবশিষ্ট ৫৫% এর মধ্যে ৩০% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, ১০% মহিলা, ১০% জেলা এবং ৫% ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয় যা চলমান রয়েছে।

৭.৭. সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটাভিত্তিক পদ বণ্টন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্ম কমিশনের বিদ্যমান নীতিমালা ঃ

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১২ সালের পঞ্চদশ বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানে ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও অন্যান্য পরীক্ষার কোটাভিত্তিক পদ বণ্টন নিম্নোক্ত নীতিমালা মোতাবেক সম্পন্ন হচ্ছে ঃ

- ক. বিসিএস পরীক্ষার কোটা বণ্টন ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত পদওয়ারি হবে।
- খ. মোট নিয়োগযোগ্য শূন্য পদকে প্রথমে ৪৫% মেধার ভিত্তিতে এবং ৫৫% প্রাধিকার কোটায় ভাগ করতে হবে।

বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রাধিকার কোটার ৫৫% পদ ১০৪ হলে ৬৪টি জেলার প্রতিটিকে ন্যূনতম একটি করে পদ দেয়া সম্ভব অর্থাৎ কোনো জেলা কোটায় পদ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় না। ২০০১ সালের জনসংখ্যা শুমারী অনুযায়ী ৬৪টি জেলার জনসংখ্যার শতকরা হারের মধ্যে ২৭টি জেলার জনসংখ্যার হার ১.৫০ বা এর বেশি

[পরিশিষ্ট-১০] এবং ৩৭ টি জেলার জনসংখ্যার হার ১.৫০ এর কম [পরিশিষ্ট-১০(ক)]। শূন্য পদ সংখ্যা ১৮৯টি হলে প্রাধিকার কোটায় (৫৫%) প্রাপ্য পদ হয় ১০৪টি। ৬৪টি জেলার মধ্যে যে ৩৭টি জেলার জনসংখ্যার হার ১.৫০ এর কম সে সকল জেলায় পদসংখ্যা ১টি এবং যে ২৭টি জেলার জনসংখ্যার হার ১.৫০ বা এর বেশি সে সকল জেলার জনসংখ্যার হারের ভিত্তিতে প্রাধিকার কোটায় প্রাপ্য ১০৪টি পদ বিতরণ করার প্রয়োজন হবে, অর্থাৎ শূন্য পদ সংখ্যা ১৮৯টি হলে ৬৪টি জেলায় পদ বণ্টন করা সম্ভব। যে মৌলনীতির উপর জেলাওয়ারী কোটা বণ্টন পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে তা হ'ল জনসংখ্যার ক্ষুদ্রাকৃতির কারণে কোনো প্রশাসনিক জেলাকে কোটার প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত তথা চির বঞ্চিত রাখা সমীচীন হবে না।

গ. পদ সংখ্যা ১৮৯ এর কম হলে প্রাধিকার কোটায় প্রাপ্য পদ সকল জেলায় বণ্টন সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে ৫৫% প্রাধিকার কোটার (মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) পদসমূহ প্রশাসনিক বিভাগের জনসংখ্যার হারের ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে। তবে যদি সুস্পষ্টভাবে এমন দৃশ্যমান হয় যে, কোনো জেলার জনসংখ্যার তুলনায় বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি (over represented), সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে সেই জেলাকে ১৯৮৫ সালের সার্কুলারের আলোকে কোটায় পদ বিতরণ থেকে বারিত রাখা যেতে পারে।

ঘ. মোট শূন্য পদ সংখ্যা ১৮ টি (যা ন্যূনতম হিসাবে বিবেচিত হতে পারে) হলে প্রাধিকার কোটায় (৫৫%) প্রাপ্য ১০টি পদ ৭টি বিভাগে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিতরণ করা হলে ছোট বিভাগদ্বয় (বরিশাল, সিলেট) পরিসংখ্যানের রীতি অনুসারে ১টি করে পদ পেতে পারে। নীচে হিসাব দেয়া হ'ল। এ ক্ষেত্রেও কোটা বণ্টনে একই নীতি অনুসৃত হবে অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগ কোটায় ন্যূনতম ১টি পদ পাবে।

বিভাগ	জনসংখ্যার হার	প্রাপ্য পদের সংখ্যা
ঢাকা	৩১.৬০	৩.১৬ = ৩
রাজশাহী	১৩.১৭	১.৩১ = ১
রংপুর	১১.১২	১.১১ = ১
চট্টগ্রাম	১৯.৪৮	১.৯৪ = ২
খুলনা	১১.৭৮	১.১৭ = ১
বরিশাল	৬.৫৬	.৬৫ = ১
সিলেট	৬.৩৫	.৬৩ = ১
		= ১০ টি

ঙ. নিয়োগযোগ্য পদ সংখ্যা ১৮ এর কম অর্থাৎ প্রাধিকার কোটায় প্রাপ্য পদ সংখ্যা ১০ (দশ) এর কম হলে সকল বিভাগে পদ বিতরণ করা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে কোটা বণ্টন সাধারণভাবে শুধু বৃহৎ বিভাগসমূহে সীমিত থাকবে। অনুক্রম জনসংখ্যার ভিত্তিতে হবে। তবে যদি সুস্পষ্টভাবে এমন দৃশ্যমান হয় যে, কোন বিভাগের জনসংখ্যার তুলনায় বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি (over represented) সে ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে সেই বিভাগকে ১৯৮৫ সালের সার্কুলারের আলোকে কোটায় পদ বিতরণ থেকে বারিত রাখা যেতে পারে এবং সেই বিভাগের কোটা প্রাসঙ্গিক পদে প্রতিনিধি বিকীর্ণ (under represented) বিভাগকে বণ্টন করা যেতে পারে।

চ. কোনো ক্যাডার/সাব ক্যাডারে শূন্য পদের সংখ্যা দশ ঊর্ধ্ব অর্থাৎ **১১** (এগার) হলে বৈশিষ্ট্যভিত্তিক কোটার প্রত্যেক শ্রেণির (মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) প্রার্থীদের অনুকূলে ঐ শ্রেণির জন্য প্রাপ্যতা, শ্রেণিভুক্ত প্রার্থীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উত্তীর্ণ (হওয়াসহ) এবং পছন্দক্রম থাকা সাপেক্ষে ন্যূনতম একটি পদ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

ছ. প্রথমে বৈশিষ্ট্যভিত্তিক (মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) প্রাধিকার কোটার হার অনুযায়ী কোটায় প্রাপ্য পদসমূহ বিভাজন করে উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে নিজ জেলার ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলা/বিভাগে বণ্টন করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সামগ্রিক হিসাবে উত্তীর্ণ মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীর অপর্যাপ্ততার কারণ ছাড়া জনসংখ্যা অনুযায়ী জেলা বা বিভাগীয় কোটায় প্রাপ্য পদের চেয়ে উক্ত বিভাগ বা জেলায় অধিক পদ বণ্টন করা যাবে না। প্রার্থী যে জেলার অধিবাসী প্রথমে তাকে সে জেলার কোটায় দেখানো হলেও উপর্যুক্ত শর্ত প্রয়োগের ফলে নিয়োগের সুপারিশ জেলা/বিভাগীয় কোটার প্রাপ্য পদসংখ্যার মধ্যে সীমিত থাকবে।

জ. জনসংখ্যার ভিত্তিতে কোনো জেলা/বিভাগের প্রাপ্য পদসংখ্যা বৈশিষ্ট্যভিত্তিক বণ্টনের মাধ্যমে প্রাপ্ত পদসংখ্যার কম হলে প্রাধিকারের অনুক্রম হবে **১.** মুক্তিযোদ্ধা, **২.** মহিলা, **৩.** ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং ৪. জেলা/বিভাগ কোটা। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রাপ্য পদ বণ্টন নিঃশেষিত হলে জেলা কোটা/স্থানভিত্তিক কোটায় পদ বিতরণ করা হবে।

ঝ. কোনো জেলার জন্য মুক্তিযোদ্ধার কোটায় নির্দিষ্ট প্রাপ্য পদে প্রার্থী পাওয়া না গেলে ঐ জেলার শূন্য পদ সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্য জেলার সাথে সমন্বয় করতে হবে। এমনকি বিভাগীয় পর্যায়ে প্রার্থী পাওয়া না গেলে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে উক্ত কোটা পূরণ করতে হবে।

ঞ. মুক্তিযোদ্ধা এবং উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী পাওয়া না গেলে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা দ্বারা মুক্তিযোদ্ধা কোটার পদ পূরণ করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ করা সম্ভব না হলে উক্ত পদগুলি খালি রাখতে হবে।

ট. বিদ্যমান প্রাধিকার কোটাসমূহের (মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) মধ্যে যে কোটায় পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যাবে না সে কোটা হতে **১%** (এক শতাংশ) পদ যোগ্য প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

ঠ. কোনো জেলায় মহিলা এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটায় প্রাপ্য পদে প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন বৃহত্তর জেলার অন্তর্ভুক্ত সেই জেলায় যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য হতে ঐ শূন্য পদ পূরণ করতে হবে। বৃহত্তর জেলায় প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সেই জেলার যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য হতে ঐ পদ পূরণ করতে হবে।

ড. কারিগরি/এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন এর পেশাগত পদসমূহ পদ পূরণের ক্ষেত্রে নিয়োগযোগ্য শূন্য পদের সংখ্যা কৃতকার্য প্রার্থীর সংখ্যার চাইতে বেশি হলে স্থান বা বৈশিষ্ট্যভিত্তিক প্রাধিকার কোটায় উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে পদ বণ্টনের প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে জেলা/বিভাগ নির্বিশেষে সকল উত্তীর্ণ প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হবে। এরূপভাবে পদ বণ্টনের সময় কোনো বিভাগ/জেলায় প্রাপ্য পদ অনুযায়ী উত্তীর্ণ প্রার্থী পাওয়া না গেলে অন্য বিভাগ/জেলার উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধার ভিত্তিতে সুপারিশ করা হবে। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্য জেলা/বিভাগীয় কোটার সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য হবে না। তবে মেধাভিত্তিক এবং কোটায় সুপারিশকৃতদের তালিকা আলাদাভাবে প্রদর্শিত হবে।

ঢ. প্রাধিকার কোটা (মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) এবং মেধা কোটার মধ্যে মেধা কোটা প্রাধান্য পাবে। প্রাধিকার কোটার প্রাধান্য উপরের (জ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হবে।

ণ. কোন বিষয়ে প্রান্তিক সমন্বয়ের (marginal adjustment) প্রয়োজন হলে তা সম্পন্ন করার ক্ষমতা দায়িত্বপ্রাপ্ত/কর্তব্যরত সদস্য (গণ) এর উপর ন্যস্ত থাকবে।

ত. উপর্যুক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে পদ বন্টন কালে যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যা এই নীতিমালার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয় সে বিষয়ে কমিশন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

থ. কোটা বণ্টন বিষয়ে সরকার কোনো পরিবর্তন/সংশোধন/সংযোজন করলে সেমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
(উপরিউক্ত নীতিমালা ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে)।

৭.৮. কোটা বণ্টন সংক্রান্ত সরকারের বর্তমান প্রচলিত নীতিমালা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ ঃ

সরকারী চাকরিতে কোটা অনুযায়ী পদ বণ্টন সংক্রান্ত বর্তমান প্রচলিত নীতিমালা কমিশন কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। কোটা বণ্টন নীতিমালার বাধ্যবাধকতার কারণে মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটায় প্রার্থী না পাওয়ার প্রেক্ষিতে কতিপয় ক্যাডারে নিয়মানুগভাবে পদ সংরক্ষণ করতে হয়।

কমিশন মনে করে বর্তমান কোটা সংক্রান্ত নীতিমালার প্রয়োগ অত্যন্ত জটিল, দুরূহ এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রচলিত কোটা পদ্ধতির জটিলতার কারণে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন শতভাগ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করা প্রায় অসম্ভব। প্রার্থীদের বিভিন্ন ক্যাডারের চাকরির পছন্দক্রম এবং কোটার সাথে বিভিন্ন জেলা/বিভাগের জন্য আরোপিত সংখ্যাগত সীমারেখা সংযুক্ত হয়ে এমন একটি বহুমাত্রিক সমীকরণ কাঠামোর সৃষ্টি করেছে যার নির্ভুল সমাধান করা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মানবীয়ভাবে প্রায় অসম্ভব। এ প্রেক্ষিতে কমিশন মনে করে যে, বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের জন্য বর্তমানে প্রচলিত কোটা প্রয়োগ পদ্ধতির সহজীকরণ অপরিহার্য। এই অবস্থার নিরসনকল্পে তথা স্বল্প সময়ে এবং সুচারুরূপে ও নির্ভুলভাবে বিসিএস পরীক্ষাসহ নন-ক্যাডার **১**ম ও **২**য় শ্রেণির পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কোটা প্রয়োগ পদ্ধতি সহজীকরণ করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় কোটা প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট জটিলতা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। কোটা প্রয়োগ পদ্ধতির উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ শেষে কোটা প্রয়োগ পদ্ধতি সহজীকরণের ব্যাপারে কমিশন কর্তৃক **১৯-০৩-২০০৯** তারিখে সরকারের কাছে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে ঃ

"মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রাধিকার কোটাসমূহ জাতীয় পর্যায়ে বণ্টন করা যেতে পারে; অর্থাৎ উক্ত প্রাধিকার কোটাসমূহকে পুনরায় জেলা/বিভাগভিত্তিক ভাগ করা যাবে না বা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্য পদের সর্বোচ্চ সংখ্যা দ্বারা সীমিত করা যাবে না। এ ধরনের কোটার পদসমূহ জাতীয় ভিত্তিক নিজস্ব মেধাক্রম অনুযায়ী উক্ত কোটায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টন করা যেতে পারে।"

উল্লেখ্য যে, কমিশনের উক্ত সুপারিশ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

অষ্টম অধ্যায়

মন্ত্রণালয়, সরকারী অধিদপ্তর ও সংস্থাকে সাধারণ পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান

৮.১. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য গঠিত বিভাগীয় নির্বাচন (ডিপিসি) কমিটির সভায় নিয়মিত পিএসসি'র প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিগণ বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদানপূর্বক যথাযথ বিধি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ বিধি অনুসরণ না করা হলে এবং কোনো অনিয়ম করা হলে কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র দিয়ে অবহিত করা হয়। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, ডিপিসি সভাসমূহে কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ নিয়মিত উপস্থিত থাকছেন এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২০১৫ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে **১,৮২১** টি বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে **১,৫৭৮** টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন অনিয়মের কারণে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরে ০৫টি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কমিশনের প্রতিনিধিগণ ডিপিসি সভার সভাপতি বেআইনি বা অন্যায় কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন কিনা তা অধিক গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করেন ও নিয়মিত কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৮.২. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-এর বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় কমিশনের প্রতিনিধি যোগদানের নিয়মাবলি ঃ

কমিশন নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছে যে, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভা বা বাছাই সংক্রান্ত কাজ ৭-৮ ঘণ্টা ধরে চলে। ফলে সভায় যোগদানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ঐ দিন কমিশন সচিবালয়ে আর কোনো কাজ করতে পারেন না। এতে কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যাহত হয়। এ অবস্থা নিরসনকল্পে এবং বাছাই কমিটির সভায় কমিশন প্রতিনিধির অর্থবহ ভূমিকা রাখার নিমিত্ত কমিশন নিম্নরূপ নিয়মাবলি প্রণয়ন করেছে যা কমিশন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর-এর পক্ষে অনুসরণ করা অপরিহার্য ঃ

১. বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কমিশনের প্রতিনিধিকে যাতায়াতসহ সর্বোচ্চ ৪ (চার) ঘণ্টার (যাতায়াতের জন্য দেড় ঘণ্টা, সভার জন্য আড়াই ঘণ্টা) জন্য অনুমতি দেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে কর্মকর্তা কমিশন সচিবালয়ে ফিরে আসবেন।

২. অফিস সময়ের মধ্যে সভা শেষ না হলে কমিশনের কর্মকর্তা ৪.৩০ মিনিটের সময় কমিশন সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন অথবা ডিপিসি সভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের সদস্য এর কাছ থেকে ফোনে অনুমতি নিয়ে সভায় অবস্থান করবেন।

৩. কোনো সভা দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান একাধিক দিনে সভা আহ্বান করতে পারে। তবে সভার মেয়াদ তিন দিনের বেশি হলে পূর্বাহ্নে কমিশনের সাথে পরামর্শ করে সময় নির্ধারণ করতে হবে।

৪. কোনো কারণে ডিপিসি'র সভা বিলম্বিত/দীর্ঘায়িত হলে যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কমিশনের প্রতিনিধির পক্ষে অফিসে ফিরে আসা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে তিনি ফোনে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার এবং পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (অর্থাৎ দুই জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা)-কে অবহিত করে মৌখিক অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

৫. কমিশনের প্রতিনিধিকে সভায় যোগদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের পরিচালকের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

৮.৩. বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের ছক ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম ঃ সভার তারিখ ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/সংস্থা প্রধানের নাম ঃ

১.	সভাপতি/আহবায়কের নাম ও পদবি	ঃ
২.	সভার মূল আলোচ্যসূচি	ঃ
৩.	পিএসসি'র প্রতিনিধির নাম ও পদবি	ঃ
৪.	পিএসসি থেকে সভা-এর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময়	ঃ
৫.	সভা থেকে পিএসসিতে ফিরে আসার সময়	ঃ
৬.	**নিয়োগের জন্য বাছাই এর ক্ষেত্রে—**	ঃ
	ক. বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	ঃ
	খ. শূন্য পদের সংখ্যা	ঃ
	গ. আবেদনকারীর সংখ্যা	ঃ
	ঘ. লিখিত পরীক্ষার তারিখ	ঃ
	ঙ. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	ঃ
	চ. মৌখিক পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রিত প্রার্থীর সংখ্যা	
৭.	**আলোচ্য সভায় নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃত/বাছাইকৃত প্রার্থী সংক্রান্ত—**	ঃ
	ক. সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা	ঃ
	খ. কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না	ঃ
	গ. মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত অপূরণকৃত পদের সংখ্যা	ঃ
৮.	**পদোন্নতি/টাইম স্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে—**	
	ক. অনুমোদিত এবং অবিসংবাদিত গ্রেডেশন তালিকা আছে কি না	ঃ
	খ. পদোন্নতির পদ (সমূহ) স্থায়ী কি না	ঃ
	গ. প্রস্তাবিত কর্মচারী (বৃন্দ) স্থায়ী কি না	ঃ
	ঘ. কোন সিনিয়র কর্মচারী অতিক্রান্ত (supersede) হচ্ছে কি না	ঃ
	ঙ. এসিআর পর্যালোচনা করা হয়েছিল কি না	ঃ
৯.	নিয়মিতকরণের সময় পিএসসি কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে কি না (কমিশনের প্রতিনিধি পিএসসি'র ছক সাথে নিয়ে যাবেন)	ঃ
১০.	সভাপতি কোনো বেআইনি বা অন্যায় সিদ্ধান্ত/প্রার্থীর তালিকা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন কি না	ঃ
১১.	সভায় পিএসসি'র প্রতিনিধি কোনো অর্থবহ বা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ/ভূমিকা রেখে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ
১২.	সমাপনী মন্তব্য (যদি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য থাকে)।	ঃ

তারিখ ঃ

কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম ও পদবি

নবম অধ্যায়

কমিশনের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

৯.১. আয় ঃ (০১-০১-২০১৫ হতে ৩১-১২-২০১৫)

সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে বিভিন্ন গেজেটেড পদে লোক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাই করে থাকে। উক্ত কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্ম কমিশন কর্তৃক চাকরি প্রত্যাশীদের নিকট থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষার ফি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের ফি গ্রহণ করা হয়। বর্তমান বছরে উক্ত খাতে সর্বমোট ১৬,৩৬,১৪,৩৩০ টাকা আয় হয়েছে। অন্যান্য খাতে ১,২৯,৭০,৬৭০ টাকা আয়সহ আলোচ্য বছরে কমিশনে সর্বমোট ১৭,৬৫,৮৫,০০০ টাকা আয় হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী আয়ের সম্পূর্ণ অর্থ সরকারী কোষাগারে নিম্নোক্ত খাতসমূহে জমা করা হয়েছে [সারণি-৯.১] ঃ

সারণি-৯.১ ঃ ২০১৫ সালে বিভিন্ন খাতে আয়ের হিসাব (টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড নং	আয়ের খাত	টাকা
১.	১-০৮০১-০০০০-০১১১	আয়কর	২৩,৫৭,১০৪/-
২.	১-০৮০১-০০০০-০৩১১	ভ্যাট	৪০,২৫,৩৫৪/-
৩.	১-০৮০১-০০০০-১৬৩২	গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সুদ	৩,৭১,২৩৭/-
৪.	১-০৮০১-০০০০-১৬৩৩	কম্পিউটার অগ্রিমের সুদ	৭,৬৬৯/-
৫.	১-০৮০১-০০০০-২০৩১	পরীক্ষা ফি	১৬,৩৬,১৪,৩৩০/-
৬.	১-০৮০১-০০০০-২০৩৭	সরকারী যানবাহন	২,২৫,৫১০/-
৭.	১-০৮০১-০০০০-২১১১	সরকারী বাসা হতে আয়	৬,৬০,৪৬৩/-
৮.	১-০৮০১-০০০০-২৩৬৬	সিডিউল বিক্রয়	১,০৫,৫০০/-
৯.	১-০৮০১-০০০০-২৩৭১	অব্যবহৃত দ্রব্যাদি	১৪,০৭,৮৫৪/-
১০.	১-০৮০১-০০০০-২৬৭১	অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা	৭,০১৪/-
১১.	১-০৮০১-০০০০-২৬৮১	বিবিধ রাজস্ব প্রাপ্তি	২০,২৭,০০০/-
১২.	১-০৮০১-০০০০-৩৯০১	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	২,৯৭,৫৪৫/-
১৩.	১-০৮০১-০০০০-৩৯০৩	কম্পিউটার অগ্রিম	৯৯,০০০/-
১৪.	১-০৮০১-০০০০-৩৯১১	মটর গাড়ি অগ্রিম	৭,১৬,৬৪৩/-
১৫.	১-০৮০১-০০০০-৩৯১৫	গাড়ি ক্রয়	৪,১৬,৭৫০/-
১৬.	১-০৮০১-০০০০-৩৯২১	মোটর সাইকেল অগ্রিম	২,৪৬,০২৭/-
	সর্বমোট=		১৭,৬৫,৮৫,০০০/-

৯.২. ব্যয় ঃ (০১-০১-২০১৫ হতে ৩১-১২-২০১৫)

প্রতি অর্থ-বছরের প্রারম্ভে অর্থ বিভাগ কর্তৃক কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। আলোচ্য বছরের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাত ও উপ-খাতে সর্বমোট ৩১,৮৮,৪৬,৭৩৮ টাকা ব্যয় হয়েছে [সারণি-৯.২] ঃ

সারণি-৯.২ ঃ ২০১৫ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের হিসাব (টাকায়)

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয়	৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়	মোট ব্যয়
১.	মাননীয় চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দের বেতন	৭২৬০০০০	০	৭২৬০০০০
	অন্যান্য কর্মকর্তাদের বেতন	৩০৭০০৭৪২	২৯৪২৮৭৪	৩৩৬৪৩৬১৬
২.	প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারীদের বেতন	১৯৩১৫৩৪৬	২৫৯৭৬৫২	২১৯১২৯৯৮
৩.	ভাতাদি	৫২৪১৯৯৮২	৫৩৭৫০৯৮	৫৭৭৯৫০৮০
৪.	সরবরাহ ও সেবা			
	ভ্রমণ ব্যয়	৬৬২৫৬৩২	৩৩৯০৭০	৬৯৬৪৭০২
	আনুঃ প্রতিঃ	৪৬৪১০৪৭	০	৪৬৪১০৪৭
	ওভার টাইম (গাড়ী চালক)	২৭১৬৪৪৭	০	২৭১৬৪৪৭
	অফিস ভাড়া	০	১৫৫৭৭০০	১৫৫৭৭০০
	ডাক	০	০	০
	টেলিফোন	৩৫১৪৪৮০	১৫০০৮২	৩৬৬৪৫৬২
	পানি	৫৮০৬৩০	৩৫৮৩৬	৬১৬৪৬৬
	বিদ্যুৎ	২৬১৫৪১১	১২৫৪৯২	২৭৪০৯০৩
	গ্যাস	৪০৩৫	৫৪০০	৯৪৩৫
	পেট্রোল/অকটেন/সিএনজি	৫৫৯৭৬৮৭	০	৫৫৯৭৬৮৭
	বইপত্র ও সাময়িকী	৬০১১৫১	১৮৫২০	৬১৯৬৭১
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১৩৮৩৫৪৭৭	০	১৩৮৩৫৪৭৭
	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৩৫০৬৫৫	১৫০০০	৩৬৫৬৫৫
	সেমিনার কনফারেন্স	২৮০০০০	০	২৮০০০০
	পরিবহণ	১০১১৪৫০	০	১০১১৪৫০
	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ	২৯১০৪৭২	০	২৯১০৪৭২
৫.	নিরাপত্তা প্রহরী	১৮৭২৫৫৮	০	১৮৭২৫৫৮
	আইন খরচ	৬৫১০০০	০	৬৫১০০০
	পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়	৮৯১০৩৪০১	৮০০০২৪০	৯৭১০৩৬৪১
	কম্পিউটার সরঞ্জাম	১৯১৫১৩৫	৪৮৫৪০	১৯৬৩৬৭৫
	অনুষ্ঠান/উৎসব	৮৫৬৪৩৭৭	০	৮৫৬৪৩৭৭
	অন্যান্য ব্যয়	৩৭৫৭২৬০	২৮০১৭৫	৪০৩৭৪৩৫
	মোট সরবরাহ ও সেবা	**১৫,১১,৪৮,৩০৫/-**	**১,০৫,৭৬,০৫৫/-**	**১৬,১৭,২৪,৩৬০/-**

	মেরামত ও সংরক্ষণ			
	মোটর যান মেরামত	২৮৭১২১৮	০	২৮৭১২১৮
	আসবাবপত্র মেরামত	৩৫৭০০	৪৯৮৫০	৮৫৫৫০
	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৪১৭৬১০	৬৫০০০	৪৮২৬১০
	অফিস ভবন	১৬১৪৪৫	০	১৬১৪৪৫
	মেরামত ও সংরক্ষণ	১০৩৬০৩৪	২০৭০০	১০৫৬৭৩৪
	মোট মেরামত ও সংরক্ষণ	**৪৫,২২,০০৭/-**	**১,৩৫,৫৫০/-**	**৪৬,৫৭,৫৫৭/-**
৬.	পেনশন ও গ্র্যাচুইটি			
	অবসর ভাতা	১৪৭০৫১০	০	১৪৭০৫১০
	অবঃ ভোগীদের উৎসব ভাতা	৫১৩৪৯১	০	৫১৩৪৯১
	অবঃ ভোগী মহার্ঘ ভাতা	২৮৯০২৮	০	২৮৯০২৮
	আনুতোষিক	১৮২৮০৭১	০	১৮২৮০৭১
	অবঃ ভোগীদের চিকিৎসা	৫০৬৪৮৫	০	৫০৬৪৮৫
	মোট পেনশন ও গ্র্যাচুইটি	**৪৬,০৭,৫৮৫/-**	**০**	**৪৬,০৭,৫৮৫/-**
৭.	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়			
	মোটর যান ক্রয়	১৭৪৬২০০০	০	১৭৪৬২০০০
	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	২৯৭২৭৬০	০	২৯৭২৭৬০
	অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	৫৪৯২৫৩৯	০	৫৪৯২৫৩৯
	আসবাবপত্র ক্রয়	৭০৮২৪৩	১০৫০০০	৮১৩২৪৩
	মোট সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	**২,৬৬,৩৫,৫৪২/-**	**১,০৫,০০০/-**	**২,৬৭,৪০,৫৪২/-**
৮.	গৃহ নির্মাণ	০	২৪০০০০	২৪০০০০
	কম্পিউটার ক্রয়	৫০০০০	৫০০০০	১০০০০০
	মোটর গাড়ি ক্রয়	০	৬০০০০	৬০০০০
	মোটর সাইকেল ক্রয়	৭০০০০	৩৫০০০	১০৫০০০
	মোট ঋণ ও অগ্রিম	**১,২০,০০০/-**	**৩,৮৫,০০০/-**	**৫,০৫,০০০/-**
সর্বমোট টাকা =		**২৯,৬৭,২৯,৫০৯/-**	**২,২১,১৭,২২৯/-**	**৩১,৮৮,৪৬,৭৩৮/-**

৯.৩. বিভিন্ন সালে আয়-ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির তুলনামূলক বিবরণ সারণি-৯.৩ ও ৯.৪ এবং লেখচিত্র-৯.১ ও ৯.২-তে দেখানো হয়েছে

সারণি-৯.৩ ঃ বিভিন্ন সালে মোট আয় ও আয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের তুলনামূলক বিবরণ

[লেখচিত্র ঃ-৯.১]

ক্রমিক নং	বিষয়	বিভিন্ন বছরের আয় (টাকায়)					মন্তব্য
		২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	
১.	মোট আয়	১৯,৯২,৫৫,০০০	২০,৩৭,৩১,৪৫১	১১,০৩,৮৬,৩৭৫	৭,৪৪,৪১,০১০	১৭,৬৫,৮৫,০০০	
২.	আয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ	৭,২৯,৩৯,০০০ (+৫৭.৭৪%)	৪৪,৭৬,৪৫১ (+২.২৫%)	(–)৯,৩৩,৪৫,০৭৬ (-৪৫.৮২%)	(–) ৩,৫৯,৪৫,৩৬৫ (-৩২.৫৬%)	১০,২১,৪৩,৯৯০ (+১৩৭.২১%)	

সারণি-৯.৪ ঃ বিভিন্ন সালে মোট ব্যয় ও ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের তুলনামূলক বিবরণ

[লেখচিত্রঃ-৯.২]

ক্রমিক নং	বিষয়	বিভিন্ন বছরের ব্যয় (টাকায়)					মন্তব্য
		২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	
১.	মোট ব্যয়	২১,৬৩,০৩,৭৫১	২১,৪৩,৫৪,৪৯৬	২৬,২৩,৮৫,১৮০	২৮,০১,৭৮,৭৮৬	৩১,৮৮,৪৬,৭৩৮	
২.	ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ	২,৪২,৬২,১৮২ (+১২.৬৩%)	(–)১৯,৪৯,২৫৫ (–০.৯০%)	৪,৮০,৩০,৬৮৪ (+২২.৪১%)	১,৭৭,৯৩,৬০৬ (+৬.৭৮%)	**৩,৮৬,৬৭,৯৫২ (+১৩.৮০%)**	

লেখচিত্র-৯.১ ঃ বিভিন্ন সালে মোট আয় ও আয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের তুলনামূলক চিত্র

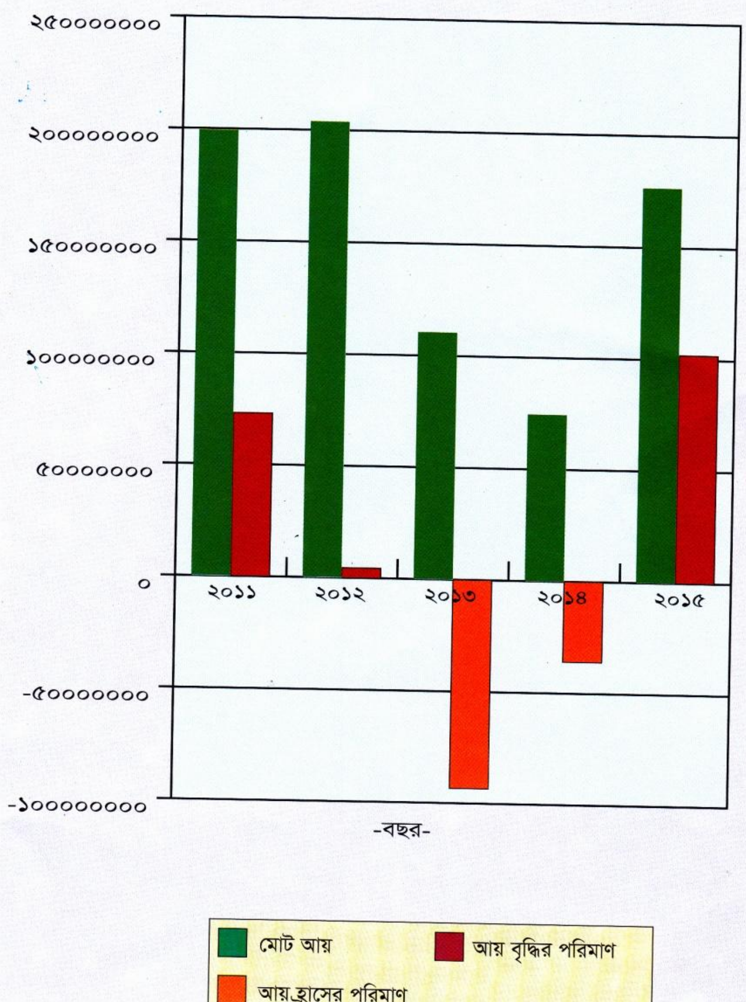

লেখচিত্র-৯.২ ঃ বিভিন্ন সালে মোট ব্যয় ও ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের তুলনামূলক চিত্র

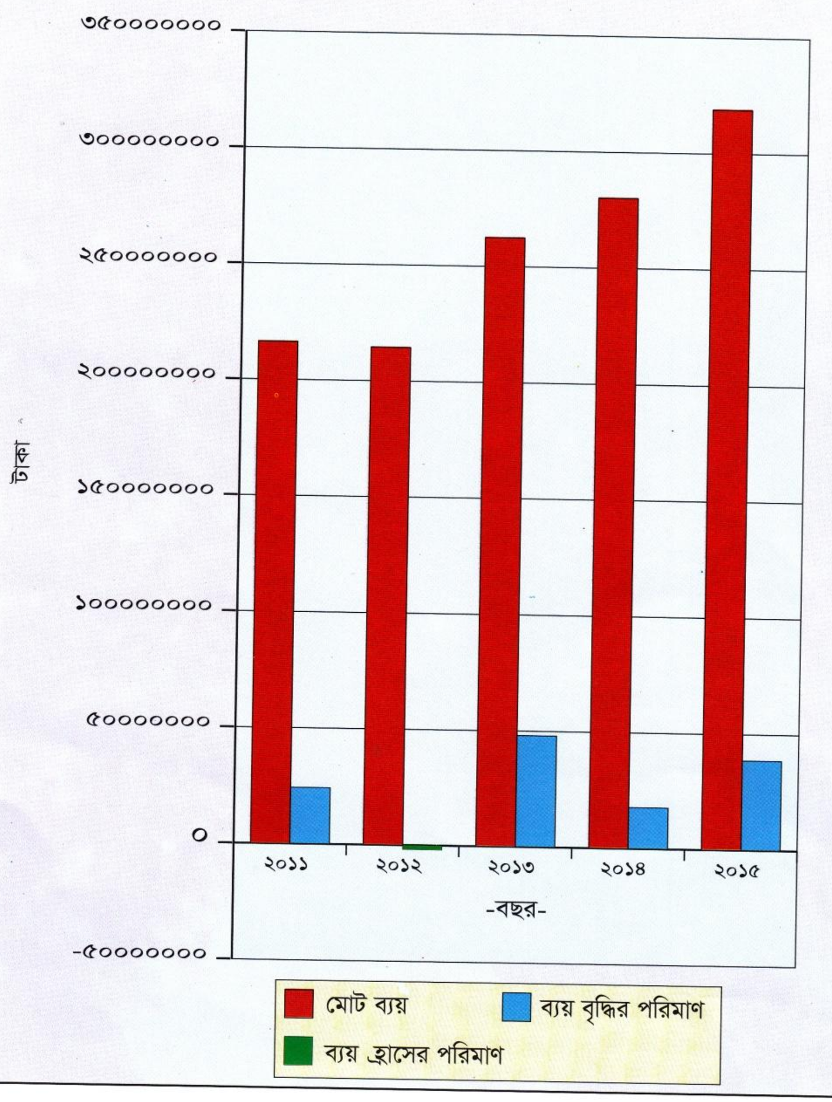

দশম অধ্যায়

২০১৫ সালে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ঃ

সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় পিএসসি পরিচালিত পরীক্ষা পদ্ধতি, কর্ম কমিশনের কাজে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট, কর্ম কমিশনের কাজে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, Effectiveness in the Functioning of the Public Service Commission এবং বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে ২০১৫ সালে কমিশনের উদ্যোগে ০৬ (ছয়) টি সেমিনার/মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।

১০.১. বিষয়বস্তু ঃ "পিএসসি পরিচালিত পরীক্ষা পদ্ধতি" শীর্ষক সেমিনার।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উদ্যোগে গত ১১ জুন, ২০১৫ তারিখে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্ম কমিশনের সম্মেলন কক্ষে "পিএসসি পরিচালিত পরীক্ষা পদ্ধতি" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এতে অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য প্রফেসর ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ সেমিনারে তথ্যসমৃদ্ধ পেপার উপস্থাপন করেন। সেমিনারে আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি, সার্ক দেশসমূহের অভিজ্ঞতা এবং যুগোপযোগী তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়।

১০.২. বিষয়বস্তু ঃ "কর্ম কমিশনের কাজে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন" শীর্ষক সেমিনার।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উদ্যোগে ১৫ জুন, ২০১৫ তারিখে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক সভাকক্ষে "কর্ম কমিশনের কাজে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং পরিচালক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য প্রফেসর ড. এম আবুল কাশেম মজুমদার সেমিনারে মূল পত্র উপস্থাপন করেন। উক্ত সেমিনারে কর্ম কমিশনের কাজে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং উত্তম চর্চা বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

১০.৩. বিষয়বস্তু ঃ "পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক সেমিনার।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উদ্যোগে গত ১৮ জুন, ২০১৫ তারিখে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক সভাকক্ষে "পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং পরিচালক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা সেমিনারে মূলপত্র উপস্থাপন করেন। উক্ত সেমিনারে কর্ম কমিশনে Annual Performance Agreement (APA) সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায়সমূহ নির্ধারণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে সেমিনারে সুপারিশ করা হয়।

১০.৪. বিষয়বস্তু ঃ "কর্ম কমিশনের কাজে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক সেমিনার।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উদ্যোগে ২৯ জুন, ২০১৫ তারিখে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক সভাকক্ষে "কর্ম কমিশনের কাজে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিবসহ উপ পরিচালক পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম। উক্ত সেমিনারে কর্ম কমিশনের কাজে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

১০.৫. বিষয়বস্তু ঃ "Effectiveness in the Functioning of Public Service Commission" শীর্ষক সেমিনার।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উদ্যোগে ২৯ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক সভাকক্ষে "Effectiveness in the Functioning of Public Service Commission" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ পরিচালক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। Union Public Service Commission, India এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান Prof D P Agrawal সেমিনারে মূলপত্র উপস্থাপন করেন। এতে সার্ক দেশসমূহের কর্ম কমিশনসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুপারিশ করা হয় এবং যুগোপযোগী পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

১০.৬. বিষয়বস্তু ঃ "বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক মতবিনিময় সভা।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উদ্যোগে ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্ম কমিশনের সম্মেলন কক্ষে "বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জনাব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন এর চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর প্রধান, কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও অতিরিক্ত সচিব উক্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য প্রফেসর ড. এম আবুল কাশেম মজুমদার সভায় মূলপত্র উপস্থাপন করেন। মতবিনিময় সভায় জনপ্রশাসনে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নিয়োগের সুপারিশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগ পরবর্তী প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভূমিকা ও গুরুত্বের বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রজাতন্ত্রের সেবক হিসেবে দক্ষ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বিধায় উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে সেমিনারে মত প্রকাশ করা হয়।

১। গত ২৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত "Effectiveness in the Functioning of Public Service Commission" শীর্ষক সেমিনারে মূলপত্র উপস্থাপন করেন ভারতের Union Public Service Commission এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান Prof. D.P Agrawal। চিত্রে Prof. D.P Agrawal সহ সেমিনারে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

২। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি। চিত্রে অন্যান্যদের মধ্যে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, শিক্ষা সচিব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে দেখা যাচ্ছে।

একাদশ অধ্যায়
শিক্ষা সফর

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সিভিল সার্ভিস/পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রতিবছর কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাদের বিদেশে শিক্ষা ভ্রমণে প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের শিক্ষা ভ্রমণ থেকে অর্জিত জ্ঞানের আলোকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অধিকতর গতিশীল ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্য ঃ

- বিভিন্ন দেশের সরকারী নিয়োগ প্রক্রিয়া, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা, ফলাফল প্রস্তুতকরণ ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন/সুপারিশকরণ বিষয়ে জ্ঞানার্জন;
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞানার্জন আবশ্যক।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও মেধাভিত্তিক নিয়োগ এর উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালে কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য, সচিব মহোদয় ও কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ০৪টি প্রতিনিধি দল কানাডা, জার্মানী, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারতে শিক্ষা ভ্রমণ করে বিভিন্ন দেশের জনপ্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি ও অন্যান্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন।

১১.১. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক ভারত-এর ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিদর্শন ঃ

ভারত ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী দীপক গুপ্ত এর আমন্ত্রণে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম আহমেদ এর নেতৃত্বে ০৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ২৭-২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখ ভারত ভ্রমণ করেন। প্রতিনিধি দলের অপর সদস্যরা হলেন- উপ-সচিব জনাব অশোক কুমার দেবনাথ, পরিচালক বেগম দিলাওয়েজ দুরদানা এবং সহকারী প্রোগ্রামার জনাব কৌশিক দেবনাথ। ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শক্রমে ভ্রমণসূচি চূড়ান্তকরণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করে।

প্রতিনিধি দল ভারত ভ্রমণকালে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিদর্শন ছাড়াও বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (ইআর ও ডিপিএ) শ্রীমতি সুজাতা মেহতা এর সাথে বিদেশ মন্ত্রকের এমইআর বিভাগে এবং ইউনিয়ন মন্ত্রী ডাঃ জীতেন্দ্র সিং এর সাথে তাঁর দপ্তরে মত বিনিময় করেন। মত বিনিময় কালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও পদায়ন বিষয়ে প্রতিনিধি দলকে অবহিত করা হয়।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিদর্শন কালে চেয়ারম্যান শ্রী দীপক গুপ্ত, সচিব, ০৩ জন অতিরিক্ত সচিব এবং ১০ জন যুগ্ম-সচিব কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ করে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা এবং দ্রুততম সময়ে কিভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হয় সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যাবহারের মাধ্যমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা হচ্ছে মর্মে প্রতিনিধি দলকে অবহিত করা হয়। দ্রুততম সময়ে ফলাফল প্রকাশ করার ফলে প্রার্থীদের মধ্যে ইউপিএসসি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয় এবং কোনরূপ অনিয়ম ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। প্রশ্নপত্র এবং ফলাফলের গোপনীয়তা রক্ষায় কোন একক ব্যক্তি সমগ্র প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, বাছাই, প্রশ্ন ছাঁপা, পরীক্ষা গ্রহণ ভিন্ন ভিন্ন শাখা/বিভাগ হতে সম্পন্ন হয়। ফলে এককভাবে কোন ব্যক্তি বা বিভাগ সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত থাকে না। এমনকি সর্বোচ্চ ব্যক্তিও স্বয়ং কোন প্রক্রিয়া পুরোপুরি অবহিত থাকেন না। শুধুমাত্র 'যার যেটুকু জানা প্রয়োজন তার বেশী নয়' এ ভিত্তিতে কাজ করা হয়। ফলে গত ৬৮ বছরে ইউপিএসসি-তে প্রশ্ন ফাঁস বা অনিয়ম হয়নি বা এ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ কখনও ওঠেনি। গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে এ ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

১২.১. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা, (০১ জানুয়ারি ২০১৫ - ৩০ জুন ২০১৬) প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্ম পরিকল্পনাটি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট-এ আপলোড করা হয়েছে। উক্ত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কমিশনে এবং প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিশনের প্রতিটি ইউনিট ও শাখায় নৈতিকতা কমিটি গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। কর্ম কমিশনের নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্ম কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৫ সালে ৬টি এবং ২০১৬ সালে ২টি সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়েছে। সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে কর্ম কমিশনের উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী কে দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

Right to information (RTI) আইন-২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা (নন ক্যাডার ও অন্যান্য শাখা) এবং তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা (ক্যাডার)নিয়োগ করা হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ই-মেইল Address কমিশনের ওয়েবসাইট-এ আপলোড করা হয়েছে। কমিশনের ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি ওয়েবসাইট হালনাগাদ করণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কমিশনের দরপত্র/কোটেশন আহবানের নোটিশ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। বিসিএসসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষা চলাকালে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধান ও সংশ্লিষ্টদের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সহযোগীতা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কমিশনের কাজে Annual Performance Agreement বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের লাইব্রেরি অটোমেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১ম শ্রেণির সকল কর্মকর্তার ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে। কমিশনে একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। কমিশন সংশ্লিষ্ট আইন, অধ্যাদেশসমূহ পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে বাংলায় আইন আকারে প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ও ঠিকানা ওয়েবসাইট-এ প্রকাশ করা হয়েছে। কর্ম কমিশন হতে প্রকাশিত দলিল-পত্রাদি/প্রতিবেদন ইত্যাদি, কমিশন সংক্রান্ত আইন বিধি ওয়েবসাইট-এ প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইট-এ প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশনের ওয়েবসাইট-এ তথ্য অধিকার বিষয়ে পৃথক একটি ফোল্ডার খোলা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতি বছর তথ্য কমিশনে বার্ষিক প্রাতবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

১২.২. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত উত্তম চর্চা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

১. নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগদানের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ ও যোগ্য প্রার্থী বাছাই পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপন জারি থেকে পরীক্ষা গ্রহণ এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশকরণ কার্যক্রম আধুনিকায়ন এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা সম্ভব হচ্ছে।

২. বিসিএসসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ ঃ

২০১২ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৩২টি বিসিএস পরীক্ষার সার্বিক কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১২ সালে ৩৩তম বিসিএস-পরীক্ষার আবেদনপত্র ডিজিটালাইজড অনলাইন পদ্ধতিতে গ্রহনের মধ্য দিয়ে কমিশন অনলাইনে নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন গ্রহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগের আবেদনপত্র ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে বিক্রি এবং কমিশনের ৬টি বিভাগীয় অফিস এবং ঢাকা প্রধান কার্যালয়ে গ্রহণ করা হতো। বর্তমানে ম্যানুয়াল আবেদনপত্রের পরিবর্তে এখন থেকে সকল নন-ক্যাডার পদের আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে।

ফলে প্রার্থীরা এখন নিজের ঘরে বসে বা গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের কম্পিউটার সেন্টারে বসে আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দিচ্ছেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রবেশপত্র হাতে পাচ্ছেন। তাছাড়া, পরীক্ষা-সূচি, আসন-ব্যবস্থা, মৌখিক পরীক্ষার তারিখ এবং সকল ফলাফল অনলাইনে নিজের মোবাইল সেটে পাচ্ছেন। এখন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অর্থ, শ্রম, সময় ব্যয় করে ঢাকায় এসে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ফর্ম জমা প্রদান, প্রবেশপত্র গ্রহণ এবং ফলাফল জানতে হয় না।

৩. বিসিএসসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষা চলাকালে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দ্রুত উদ্ভূত সমস্যার সমাধান ঃ

বিসিএস পরীক্ষার সময় চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর কেন্দ্রের ৬টি বিভাগীয় শহরের জেলা প্রশাসকদের সাথে কমিশনের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের কমিশনের সভা কক্ষ থেকে Video Conference-এর মাধ্যমে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৬ তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্ট হতে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।

৪. ভল্টরুম, তথ্য প্রযুক্তি শাখা এবং ফলাফল প্রক্রিয়ায়ন কক্ষে সিসি ক্যামেরা স্থাপন ঃ

তথ্য প্রযুক্তি এবং ক্যাডার/নন-ক্যাডার শাখার গোপনীয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে উল্লিখিত সকল শাখায় CC Camera স্থাপন করা হয়েছে। অবজারভেশন সেল, চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট সদস্য-সচিব, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার/নন ক্যাডার) কক্ষে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে কমিশনের স্পর্শকাতর কার্যক্রম সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে সম্পন্ন হওয়ায় স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

৫. বছরের শুরুতে বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞাপন জারি ঃ

বছরের শুরুতে প্রতিবছর বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞাপন জারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, ফলে এখন প্রতিবছর নিয়মিত বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমানে চাকরি প্রত্যাশি মেধাবি ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে সিভিল সার্ভিস নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আগ্রহ বেড়েছে।

৬. মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ১৫-২৫ মিনিট পূবে বোর্ড নির্ধারণ ঃ

মৌখিক পরীক্ষায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে পরীক্ষার দিন বোর্ড শুরুর ২০ মিনিট পূর্বে আবেদনপত্র সংবলিত সিলকৃত প্যাকেট Vault Room থেকে চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থাপন করা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান সিলকৃত প্যাকেটের উপর বোর্ড নম্বর এবং সদস্য নম্বর উল্লেখ করেন। এই প্রক্রিয়ায় কমিশনের চেয়ারম্যানেরও জানার কোনো সুযোগ নেই প্যাকেটের ভিতর কোন প্রার্থীদের আবেদনপত্র রয়েছে এবং কমিশনের সদস্যগণ নিশ্চিত নন আজ তিনি বোর্ডে বসবেন কিনা বা তার বোর্ডে কোন প্রার্থীগণ মৌখিক পরীক্ষা দেবেন? যা স্বচ্ছতা ও পূর্ণ নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৭. প্রশ্নপত্রের বহুসংখ্যক সেট তৈরি এবং লটারির মাধ্যমে সেটনাম নির্ধারণ ঃ

নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস কার্যকরভাবে রোধকল্পে বর্তমান কমিশন ঈর্ষণীয় সফলতা দেখিয়েছে। প্রশ্নপত্রের বহুসংখ্যক সেট তৈরি করে পরীক্ষার দিন ৩০ মিনিট পূর্বে কমিশন সভায় লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত সেটের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ফলে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এখন অকল্পনীয় বিষয়।

৮. প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীর স্বাক্ষর এবং ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রবর্তন ঃ

পরীক্ষায় জালিয়াতি, ভুয়া পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ Impersonation প্রতিরোধ করতে ৩৩ তম বিসিএস পরীক্ষা হতে হাজিরা সিটে প্রার্থীর আবেদনপত্রে প্রদত্ত ছবি এবং স্বাক্ষর যুক্ত করা হয়েছে।

৯. মোবাইল ফোন এবং হাত ঘড়ি নিয়ে হলে প্রবেশ বন্ধ ঃ

পরীক্ষার্থীরা যাতে মোবাইল ফোন, হাত ঘড়ি এবং অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে হলে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য হলের গেটে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে প্রার্থীদের ব্যাগ, কাগজপত্র, বডি সার্চ করে হলে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হয়। পরীক্ষা হলের প্রতিটি কক্ষে ঘড়ি স্থাপনের জন্য কমিশন হতে দেয়াল ঘড়ি সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে পরীক্ষায় সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

১০. নির্ধারিত সময়ে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে Road Map প্রণয়ন ঃ

দ্রুত সময়ের মধ্যে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য কমিশন প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষার জন্য Road Map তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৩৫ তম বিসিএস-এর Road Map তৈরির মাধ্যমে কমিশনের এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।

১১. কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত Road Map অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিজি প্রেসের পাশাপাশি সর্বোচ্চ নিরাপত্তা সংবলিত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশ্নপত্র মুদ্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ ঃ

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস মুদ্রণে বিজিপ্রেস বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণে অপারগ হলে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংবলিত সরকারী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে প্রশ্নপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কমিশন পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে।

১২. কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও পরীক্ষা গ্রহণ ঃ

নন-ক্যাডার নিয়োগ পরীক্ষায় কম সংখ্যক প্রার্থীর ক্ষেত্রে বাছাই/লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মুদ্রণের জন্য কমিশন ভবনে একটি গোপনীয় মুদ্রণ কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। উক্ত কক্ষে প্রশ্নকারক/মডারেটর কর্তৃক প্রশ্ন প্রণয়নের সাথে সাথে প্রণীত প্রশ্নপত্র মুদ্রণ-প্যাকিং সম্পন্ন শেষে পরীক্ষা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩. বিশেষজ্ঞদের ডাটাবেজ তৈরি ঃ

প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষকদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরির জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি সম্ভব হবে।

১৪. প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক এবং মৌখিক পরীক্ষার বিশেষজ্ঞদের যোগ্যতা নির্ধারণ এবং করণীয় সম্পর্কিত নীতিমালা ঃ

নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক, মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ সংক্রান্ত গৃহীত নীতিমালার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রশ্নকারক, মডারেটরদের জন্য কমিশন বিস্তারিত নির্দেশনা জারি করেছে। ফলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশনের গুণগতমান কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

১৫. মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের সদস্যদের অনুসরণীয় নির্দেশনা জারি এবং ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ ঃ

মৌখিক পরীক্ষায় স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং সকল বোর্ডের মধ্যে সমতা রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কমিশন মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের অনুস্বরণীয় বিস্তারিত নীতিমালা জারি করেছে। মৌখিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বোর্ডের সকল সদস্যদের এবং পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মোবাইল এবং ল্যান্ডফোন ব্যবহার বন্ধ রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীগণ মোবাইল নিয়ে কর্ম কমিশনে প্রবেশ করতে পারে না।

১৬. বিসিএস পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিয়ে কমিটি গঠন ঃ

৬টি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত বিসিএস পরীক্ষাসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট এবং রংপুর জেলা প্রশাসকদের আহবায়ক করে পুলিশ প্রশাসন এবং অন্যান্য সংস্থার ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৭. নিয়োগ পরীক্ষা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হওয়ায় প্রার্থীদের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধির কারণে প্রার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নের সারণি থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যাবে ঃ

ক্রমিক নং	বিসিএস-এর নাম	প্রার্থী সংখ্যা
১.	২৮ তম বিসিএস-২০০৮	১,১৫,১৬৪
২.	২৯ তম বিসিএস-২০০৯	১,২৩,৯৪২
৩.	৩০ তম বিসিএস-২০১০	১,৪৭,৩৯৫
৪.	৩১ তম বিসিএস-২০১১	১,৬৪,১৬৭
৫.	৩৩ তম বিসিএস-২০১২	১,৯৩,০৫৯
৬.	৩৪ তম বিসিএস-২০১৩	২,২১,৫৭৫
৭.	৩৫ তম বিসিএস-২০১৪	২,৪৪,১০৭

১৮. ক্যাডার পদে সাম্প্রতিক নিয়োগ ঃ

সাম্প্রতিক কালের ক্যাডার পদে নিয়োগের একটি ছক দেখা যেতে পারে ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিসিএস এর নাম	প্রাপ্ত আবেদন পত্রের সংখ্যা	প্রিলি. টেস্ট পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থী সংখ্যা	লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থী সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	সুপারিশকত্ প্রার্থীর সংখ্যা
১.	২৮ তম বিসিএস-২০০৮	১১৫১৬৪	১১৭৮৫	৫৮৮১	৩০১৬	২১৯৫
২.	২৯ তম বিসিএস-২০০৯	১২৩৯৪২	১৩৫৩৩	৭২১৭	২৫৬৩	১৭৪৭
৩.	৩০ তম বিসিএস-২০১০	১৪৭৩৯৫	১৪৪৮০	৯০৫৯	৩১৮৭	২৩৮৪
৪.	৩১ তম বিসিএস-২০১১	১৬৪১৬৭	১০২৮০	৬৮৮৪	২৯০৯	২০৯৮
৫.	৩২ তম (বিশেষ) বিসিএস-২০১১	২৬৪৩৭	১০৮০৮	২৭৮৮	২৮০৫	১৬৭৫
৬.	৩৩ তম বিসিএস-২০১২	১৯৩০৫৯	২৮৯১৭	১৮৬৯৩	৯০০৮	৮৫০৬
৭.	৩৪ তম বিসিএস-২০১৩	২২১৫৭৫	৪৬২৫০	৯৯৬৩	২৯০০	২১৭৫
৮.	৩৫ তম বিসিএস-২০১৪	২৪৪১০৭	২০৩৯১	৬০৮৮	১৮০৩	-

১৯. নন-ক্যাডার পদে সাম্প্রতিক নিয়োগ ঃ

এ প্রসঙ্গে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের একটি ছক ঃ

ক্রমিক নম্বর	সাল	চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ হওয়া পরীক্ষার সংখ্যা	পরীক্ষায় অংশগ্রহণকরাী প্রার্থীর সংখ্যা	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা
১.	২০০৮	২৬	৪০৮	৮৮
২.	২০০৯	৪১	৪৭৩৮	২৭৪
৩.	২০১০	৮৪	১২৪৫২	৭৭২
৪.	২০১১	৯৮	৭৮৬১	৫১০
৫.	২০১২	১৩৪	১২০৫৩	৭৫২
৬.	২০১৩	১২৭	২০৬৭৫৮	২০৩২
৭.	২০১৪	১২৯	১৬৬০৩	৩৭১
৮.	২০১৫	১১৩	৭৩২৩০	১১০৪

২০. নিয়োগ পরীক্ষার Result Management ঃ

বিসিএস ক্যাডার পদের জন্য গৃহীত বিসিএস পরীক্ষার এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ পরীক্ষার Result দ্রুত সময়ে সম্পন্নের জন্য বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়নের জন্য Result Processing Room (Cadre) এবং Result Processing Room (Non-cadre) নামে দুটো Digitalized Seperate কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে গোপনীয়তা ও পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিয়োগ পরীক্ষাসমূহের ফলাফল প্রণয়ন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নপূর্বক স্বল্প সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে।

২১. Digitalized পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষার সুপারিশ প্রণয়ন কার্যক্রম স্বল্প সময়ে সম্পন্নকরণ ঃ

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পর উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সুপারিশ প্রণয়ন প্রক্রিয়া বর্তমানে কম্পিউটারের সহযোগিতায় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করা হয়। তাতে ফলাফল প্রস্তুতিতে অধিক সময় ব্যয় হয়। ফলাফল প্রণয়নের সময় হ্রাস করে ৭-১০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য পদবণ্টন কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতির পাশে ডিজিটাল পদ্ধতিতে করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বুয়েট-এর বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করা হচ্ছে।

২২. MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ Double lithocode, Barcode সংবলিত OMR উত্তরপত্র প্রবর্তন করা ঃ

প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ Double lithocode, Barcode-এর গোপন সিরিজ নম্বর সম্বলিত দুটি অংশ বিশিষ্ট OMR উত্তরপত্র প্রবর্তন করা হয়েছে। উত্তরপত্রসমূহ কেন্দ্র ও হলভিত্তিক মুদ্রিত। ফলে এক কেন্দ্রের বা এক হলের উত্তরপত্র জালিয়াতি করে অন্য কেন্দ্রে বা হলে ব্যবহার করা যাবে না। পরীক্ষায় ব্যবহারের জন্য পরীক্ষা হলে প্রেরিত উত্তরপত্রের Database কমিশনে সংরক্ষিত থাকে। ফলে প্রার্থী কর্তৃক কোনোরূপ জালিয়াতি বা প্রতারণা করলে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে অবশ্যই ধরা পড়বে।

উল্লেখ্য ১ এবং ২ নভেম্বর-২০১৫ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সার্ক দেশসমূহের আইটি কর্মকর্তাদের জন্য অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত উপরোক্ত নিরাপত্তা সংবলিত পদ্ধতি প্রশংসিত এবং গৃহীত হয়েছে। যা সার্ক দেশসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিপালনের জন্য বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

২৩. কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন –নিয়োগবিধি প্রণয়ন, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ও শৃঙ্খলামূলক কার্যাদি ঃ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদের পদে পদোন্নতি, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, প্রকল্পের চাকরি নিয়মিতকরণ, শৃঙ্খলামূলক বিষয়ে সুপারিশ প্রদান এবং জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিষয়ে কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে দ্রুততার সাথে সম্পাদনের জন্য বর্তমান কমিশন প্রতিটি পর্যায়ে যথাযথ নীতিমালা/গাইড লাইন তৈরি করেছে। ফলে উল্লিখিত কার্যাবলি পূর্বের চেয়ে স্বল্প সময়ে সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

বিসিএস পরীক্ষার যুগোপযোগী বিধিমালা প্রণয়ন :

২০১৪ সালে বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা সংশোধিত আকারে জারি করা হয়েছে। যোগ্য ও মেধাবি সিভিল সার্ভেন্ট নির্বাচন করতে বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালায় আনীত উল্লেখযোগ্য গুণগত পরিবর্তন :

১. প্রিলিমিনারি টেস্ট **১০০** নম্বরের স্থলে **২০০** নম্বর করা।

২. প্রিলিমিনারি টেস্ট এর **৬টি** বিষয়ের স্থলে পরিবর্তীত বিষয় এবং নামে **১০টি** বিষয় নির্ধারণ।

৩. প্রিলিমিনারি টেস্ট এর প্রতিটি বিষয়ে Detailed Syllabus প্রকাশ করা হয়েছে। পূর্বে প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ কোনো Syllabus ছিল না।

৪. প্রিলিমিনারি টেস্ট এর নতুন যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-

-ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

-কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি

-নৈতিকতা মূল্যবোধ ও সুশাসন

৫. লিখিত পরীক্ষায় Crush mark **২৫** থেকে **৩০**-এ উন্নীত করা হয়েছে।

৬. মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর **৪০%** থেকে **৫০%** এ উন্নীত করা হয়েছে।

৭. লিখিত পরীক্ষার একটি বিষয়ের ২টি পত্রের পরিবর্তে ২০০ নম্বরের একটি বিষয় এবং সময় ৩ ঘণ্টার পরিবর্তে ৪ ঘণ্টার পরীক্ষা গ্রহণ।

৮. লিখিত পরীক্ষার আবশ্যিক বিষয়সমূহের যুগোপযোগী সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে।

৯. বাংলা-৪০ এবং ইংরেজি-৩০ নম্বরের রচনার স্থলে ৫০ নম্বরের বাংলা এবং ৫০ নম্বরের ইংরেজি রচনা লিখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১০. প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ **বাংলা-২০** এবং **ইংরেজি-২০** নম্বর বৃদ্ধি করে **বাংলা-৩৫** এবং **ইংরেজি-৩৫** নম্বর করা হয়েছে।

২৪. বিসিএস ক্যাডার পদের নিয়োগ পরীক্ষার সময়হ্রাস করার উদ্যোগ :

বর্তমান কমিশন কর্তৃক অনলাইন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা/নীতিমালা প্রবর্তনের কারণে বিসিএস পরীক্ষায় ব্যয়িত সময় ক্রমান্বয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে বর্তমান কমিশন অসামান্য সফলতা দেখিয়েছে। ২৭তম বিসিএস সম্পন্ন করতে সময় লেগেছিল ৩ বছর ২ মাস ২৫ দিন।

নিয়োগ পক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সুষ্ঠু ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সূত্রিতা কমিয়ে এনে ৩৩ তম বিসিএস-এ অর্ধেক সময়ে অর্থাৎ ১ বছর ৮ মাসে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ৩৫ তম বিসিএস পরীক্ষার নিয়োগ কার্যক্রম ১ বছর ৬ মাসে সম্পন্ন করার Road Map অনুযায়ী কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে নিয়োগ প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সূত্রিতা পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার একটি পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো :

বিসিএস-এর নাম	বিসিএস-এর শূন্য পদের রিকুইজিশন প্রাপ্তির তারিখ হতে চূড়ান্ত সুপারিশ পর্যন্ত ব্যয়িত সময়
২৭ তম বিসিএস	৩ বছর ২ মাস ২৫ দিন
২৮ তম বিসিএস	২ বছর ৪ মাস ১১ দিন
২৯ তম বিসিএস	২ বছর ১ মাস ১৭ দিন
৩০ তম বিসিএস	১ বছর ৭ মাস ২৪ দিন
৩১ তম বিসিএস	১ বছর ৫ মাস ১৩ দিন
৩২ তম বিসিএস	১ বছর ২ মাস ২১ দিন
৩৩ তম বিসিএস	১ বছর ৮ মাস
৩৪ তম বিসিএস	২ বছর ৬ মাস
৩৫ তম বিসিএস	১ বছর ৬ মাস (প্রত্যাশিত)

২৫. নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ পরীক্ষা :

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ পরীক্ষা অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ, বিশেষভাবে স্থাপিত Result Processing Room-এ ফলাফল প্রক্রিয়ায়ন সম্পন্ন হওয়ায় নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যয়িত সময় পূর্বের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে।

২৬. কার্যপরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্গানোগ্রাম-এ নতুন পদ সৃষ্টি করা :

সাম্প্রতিককালে কমিশনের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ভুক্ত বিভিন্ন পদে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সরকারের চাহিদা থাকায় কমিশনের বিদ্যমান জনবল দিয়ে নির্ধারিত সময়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের জন্য কমিশনের অর্গানোগ্রাম সংশোধন করে জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১২০ টি নতুন পদ সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২৭. সার্কভুক্ত দেশসমূহের কর্ম কমিশনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন :

সার্কভুক্ত দেশসমূহের কর্ম কমিশন প্রধানদের সভা নিয়মিতভাবে প্রতি বছর সদস্যভুক্ত একটি দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ২২-২৪ জানুয়ারি ঢাকাতে ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। উক্ত সম্মেলন মহামান্য রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করেছিলেন। তাছাড়া ২৯ নভেম্বর, ২০১৫ কমিশন ভবনে "Effectiveness of the efficiency of Public Service Commission" শীর্ষক একটি সেমিনারের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত সেমিনার-এ Keynote Speaker হিসেবে UPSC, India এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান D P Agrawal উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ১৫-১৬ জানুয়ারি ২০১৬ সালে সার্কভুক্ত কর্ম কমিশনের কর্মকর্তা পর্যায়ে ঢাকাতে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১২.৩. সাংবিধানিক কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্ম কমিশনের চ্যালেঞ্জসমূহ :

১. সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগ পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহে কমিশনের আর্থিক ক্ষমতা :

অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা যদিও সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদে charged expediture হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে কিন্তু সাংবিধানিক উক্ত অনুশাসন এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। যেমন বিসিএস পরীক্ষাসহ নিয়োগ পরীক্ষায় যে ফি পাওয়া যায়, নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যয় তার চেয়ে কম হচ্ছে কিন্তু বিসিএস-এর মত গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ পরীক্ষার ৪ ঘণ্টা সময়ের উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য মাত্র ১০০—১৫০/- টাকা সম্মানী দেয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষায় দেশবরণ্য বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ এবং সরকারের যুগ্ম-সচিব এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের ব্যক্তিগণ কমিশনকে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। গড়ে ৪-৫ ঘণ্টা মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে এই বিশেষজ্ঞদের সম্মানী দেয়া হয় ৩,০০০/- টাকা। অপ্রতুল পারিতোষিক প্রদানের কারণে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বণামধন্য এবং উপযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ কমিশনের নিয়োগ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। যা সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গুরুতর প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে বলে কমিশন মনে করে। ভারতে একজন বিশেষজ্ঞের এ সম্মানী হচ্ছে ৫,০০০ রুপি এবং তদূর্ধ্ব। ভারতের ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞদের সম্মানী UPSC-এর চেয়ারম্যান নির্ধারণ করে থাকেন। কমিশন থেকে বিশেষজ্ঞদের সম্মানী বৃদ্ধির প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে, তা নাকচ হয়।

সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া কার্যকর করতে নিয়োগ পরীক্ষা উত্তরপত্র পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য পারিতোষিকের হার নির্ধারণের বিষয়টি সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের অনুশাসন অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে কমিশন মনে করে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন যেমনটি করে থাকে। তাছাড়া পারিতোষিকের হার নির্ধারণের জন্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অগ্রিম অনুমোদনের শর্ত সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। বাজেট প্রদান করার পর তাতে তারকা (*) চিহ্ন অবলোপন করা হলে পারিতোষিকের হার নির্ধারণের জন্যে অগ্রিম অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। নির্বাচন কমিশনে যা করা হয়েছে। সেমতে বাজেটে তারকা (*) চিহ্ন অবলোপন করার বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হলে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের গুণগতমান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বলে কমিশন আশা প্রকাশ করছে।

২. সিভিল সার্ভিসের উচ্চতর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা :

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করে আসছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, জাতীয় সংসদের সচিব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইজিপি, র‍্যাবের ডিজিসহ প্রশাসনের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত সকল সিনিয়র কর্মকর্তাগণ কর্ম কমিশনের সুপারিশে নিয়োগপ্রাপ্ত। উল্লিখিত কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণের পর পিএসসি তাদের কেরিয়ারের বিষয়ে আর কোনোভাবে সম্পৃক্ত থাকে না। কিন্তু কমিশন কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত এসকল কর্মকর্তাদের মধ্যে কাউকে চাকরিচ্যুত করার ক্ষেত্রে পিএসসির অনুমোদন প্রয়োজন হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত এস.এস.বি-তে সরকারের মনোনীত সচিবগণ থাকলেও কর্ম কমিশনের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকে না। এক্ষেত্রে কমিশনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে কমিশনের সচিবকে এসএসবি-এর সদস্য করার বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে। সার্ক-এর অন্যান্য দেশে এমনকি ভারতে ও নেপালে পদোন্নতির প্রতিটি পর্যায়ে এবং শীর্ষ পদোন্নতিতে সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত নেয়া হয়। এক্ষেত্রে কর্ম কমিশনের সচিবকে এস.এস.বি-র সদস্য রেখে কমিশনের মতামত নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়।

৩. নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোটা পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন :

বিসিএস পরীক্ষাসহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় সরকারের বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বিসিএস পরীক্ষায় কোটা অনুসরণ করার পর মুক্তিযোদ্ধা কোটার যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে উক্ত পদসমূহ সংরক্ষণ রাখার বিধান রয়েছে। নিম্নোক্ত প্রায়োগিক জটিলতার কারণে প্রকৃতপক্ষে কোটা পদ্ধতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতভাগ অনুসরণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না :

ক. প্রথমত প্রিলিমিনারি, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় পাস করলে তবেই প্রার্থী কোটার সুবিধা পান। অর্থাৎ তাকে মেধার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আসতে হচ্ছে যা কোটা প্রবর্তনের তাৎপর্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

খ. পূর্ববর্তী বছরের নিয়োগ পরীক্ষায় কোটার সংরক্ষিত পদ পরবর্তী পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের মোট শূন্য পদের সাথে যুক্ত হয়ে পূর্ববর্তী কোটার পদও সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের মেধার মাধ্যমে পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে শুধু নতুন কিছু পদ পুনরায় কোটার পদ হিসেবে সংরক্ষিত হয়। কিন্তু পুরোনো পদগুলোর অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের মেধাকোটায় যুক্ত হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে কোটা পদ্ধতির জটিল প্রয়োগ পদ্ধতির কারণে কোটার সুফল সংশ্লিষ্ট কোটার প্রার্থীদের কাছে পৌঁছে না এবং অনেক পদ শূন্য থেকে যায়। এক্ষেত্রে ভারতের ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (UPSC) কোটা পদ্ধতি বাস্তবায়নে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, সে প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে। ভারতে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা থেকে কোটা অনুসরণ করা শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী কোটায় প্রাপ্য শূন্য পদের সংখ্যানুপাতে প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থী নির্বাচন করা হলে প্রাধিকার কোটার পদ আর শূন্য থাকবে না।

৪. প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক ও নিরীক্ষকদের সম্মানী :

নিয়োগ পরীক্ষায় সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞদের জন্য বর্তমানে নির্ধারিত অপ্রতুল সম্মানীর জন্য যোগ্য, খ্যাতিমান এবং দক্ষ ব্যক্তিদের এক্ষেত্রে কাজ করতে আগ্রহী করে তোলা যায় না। তাছাড়া উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য পরীক্ষকদের বাড়িতে প্রেরণ করতে হয়। এ বিষয়টি ভালো যথাযথ/সমতাপূর্ণ পরীক্ষণের জন্যে অন্তরায়। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে পরীক্ষকগণ কমিশনের নিজস্ব ভবনে এসে উত্তরপত্র পরীক্ষণের কাজটি করেন। আকর্ষণীয় সম্মানী দিয়ে তা করা সম্ভব। এতে উত্তরপত্র পরীক্ষকদের মধ্যে সমতা/সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে উত্তরপত্র যথাযথভাবে ইউনিফর্ম মূল্যায়ন সম্ভব।

উপরন্তু ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার জন্যে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে একজন সভাপতিসহ দুজন বিশেষজ্ঞ থাকেন, একজন চাকরি প্রত্যাশি প্রার্থীর উপযুক্ততা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করা হয়। কিন্তু ২০০ নম্বরের একটি খাতা একজন পরীক্ষক এককভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। কমিশন মনে করে, একটি উত্তরপত্র একাধিক পরীক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা করানো উচিত। কিন্তু খাতা পরীক্ষকের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সেটি সম্ভব নয়। সম্মানী বাড়িয়ে এটি কেবল কমিশন প্রাঙ্গনেই করা সম্ভব।

৫. প্রার্থী সংখ্যা :

যেকোনো পদের জন্যে প্রার্থী সংখ্যা থাকে প্রচুর। এই প্রার্থী সংখ্যার কারণে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনার সময় প্রচুর ব্যয় হয়ে যায়। ফলে প্রার্থী এবং প্রতিষ্ঠানের প্রচুর সময়ক্ষেপণ হয়। নিষ্ঠুরভাবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়ে আনার মাধ্যমে এর সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু এতে অনেক প্রার্থীর বড় ধরণের ক্ষতি হয়ে যায়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ঐদিনের ঐ মুহূর্তে প্রার্থী এবং তার পরিপার্শ্বিকতার ওপর পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে।

৬. অসংখ্য প্রশ্নসেট তৈরি :

একটি নিয়োগ পরীক্ষার জন্যে বহুসংখ্যক সেট প্রশ্ন তৈরি করা, মডারেশন এবং মুদ্রণ করার যে বিশাল যজ্ঞ পালন করতে হয়, তা শুধু ব্যয় বৃদ্ধি করে, তাই নয়, এর ব্যবস্থাপনায় অনেক সময়ের অপচয় হয়। শুধু প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধের কথা বিবেচনায় রেখে এ আয়োজন করতে হয়। যদি প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুত্রগুলো বন্ধ করা যায় তাহলে একটি মাত্র প্রশ্ন সেট মুদ্রণের মাধ্যমে অনেক সময়, শ্রম ও ব্যয় সাশ্রয় করে দ্রুত সময়ে এমনকি হাজার হাজার প্রশ্নের একটি প্রশ্নব্যাংকের কথাও গুরুত্বের সাথে ভাবা যেতে পারে।

৭. কমিশন সদস্যদের বয়স ও পদবি :

সরকারী চাকরিতে যখন ৫৭ বৎসর বয়সে অবসরের সময় ছিল, তখন সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের কর্মসীমা ৬৫ বৎসর করা হয়। এখন সরকারী চাকরিতে অবসরের সময়সীমা ৫৯ বৎসর হলেও কমিশন সদস্যদের কার্যকালের ক্ষেত্রে বয়স বৃদ্ধি করা হয়নি। এতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগের পর তাঁদের কর্মাভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। নির্বাচন কমিশনে বয়সের এই সীমাবদ্ধতা নেই, এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ন্যায় কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বৎসর রেখে বয়সের শর্ত, শিথিল করা যেতে পারে।

সংবিধানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানের নাম ইংরেজিতে ‘Chairman’ বাংলায় তা ‘সভাপতি’ অন্যদের ‘Member’ বা ‘সদস্য’ বলা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বাংলাদেশে একই ধরনের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান প্রধানের নামকরণ Chief Election Commissioner অনুরূপভাবে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রধানের নাম Chief Public Service Commissioner এবং সদস্যদের নাম Public Service Commissioner হতে পারে। আমাদের সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও এরকম নামকরণ রয়েছে।

তাছাড়া বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান কমিশন হিসেবে থাকলেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন জাতির পিতার হাতে তৈরি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় সমতা থাকা আবশ্যক।

৮. জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো :

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বমানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জনপ্রশাসনে আধুনিক যুগচাহিদা অনুযায়ী সিভিল সার্ভেন্ট নিয়োগ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো আরও বড় হওয়া আবশ্যক। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির জন্যে ইউনিট আছে, তা আরও সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। তাছাড়া বিভাগীয় সদরে ভাড়া বাড়িতে অফিস না রেখে নিজস্ব অফিস ভবন এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ ইউনিট থাকলে বিসিএস এর মত অন্যান্য অনেক পরীক্ষা বিভাগীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা সম্ভব।

৯. উন্নয়ন প্রকল্প :

কমিশনে দুটি ছোট রাজস্ব প্রকল্প চলমান আছে। তবে আরও বৃহৎ আকারে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতি এবং দ্রুততম সময়ে পরীক্ষা গ্রহণসহ অন্যান্য সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে একটি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই তার সুফল পাওয়া যাবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলের উপর পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদন

১৩.১। ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তথ্য সারণি-১৩.১ (লেখচিত্র-১৩.১) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে পুরুষ ৬৭.৬৫% এবং মহিলা ৩২.৩৫%। অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৯.৭৯%, রাজশাহী বিভাগে ১৫.৫৮%, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৭.৫৯%, খুলনা বিভাগে ১৪.৫৩%, বরিশাল বিভাগে ৬.৪৯%, সিলেট বিভাগে ৩.৪১% এবং রংপুর বিভাগে ১২.৬১%। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ২য় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ, ৩য় অবস্থানে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ, ৪র্থ অবস্থানে খুলনা বিভাগ, ৫ম অবস্থানে রংপুর বিভাগ, ৬ষ্ঠ অবস্থানে বরিশাল বিভাগ এবং ৭ম অবস্থানে সিলেট বিভাগ।

প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ ৭৬.০৪% এবং মহিলা ২৩.৯৬% অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৩০.১৯%, রাজশাহী বিভাগে ১৫.৬১% জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬.৮৫%, খুলনা বিভাগে ১৬.২৬%, বরিশাল বিভাগে ৬.১৫%, সিলেট বিভাগে ২.৯১% এবং রংপুর বিভাগে ১২.০৩%। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ২য় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ ৭৪.৭১% এবং মহিলা ২৫.২৯%। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর মধ্যে ১ম অবস্থানে ঢাকা বিভাগ ৩৩.২৭%, ২য় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ ২০.৪৬%, ৩য় অবস্থানে খুলনা বিভাগ ১৫.২৭%, ৪র্থ অবস্থানে রাজশাহী বিভাগ ১২.৯০%, ৫ম অবস্থানে রংপুর বিভাগ ৯.৩০%, ৬ষ্ঠ অবস্থানে বরিশাল বিভাগ ৬.৪৭% এবং ৭ম অবস্থানে সিলেট ২.৩৩%। সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর মধ্যে ৬৪.৩৭% পুরুষ এবং ৩৫.৬৩% মহিলা। সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক সুপারিশপ্রাপ্ত প্রথম অবস্থানে রয়েছেন ঢাকা বিভাগ ৩৩.০৬% এবং দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ ১৮.৫৩%।

১৩.২। ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রাধিকার কোটায় প্রার্থীদের বিবরণ ঃ

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রাধিকার কোটায় প্রার্থীদের তথ্য সারণি-১৩.২ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২৯০০টি শূন্য পদের বিপরীতে মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, জেলা ও প্রতিবন্ধী কোটায় যথাক্রমে ২৮৬ জন, ২৪৭ জন, ৩৩ জন, ৩২১ জন ও ০২ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত হন।

১৩.৩। ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী তথ্য সারণি-১৩.৩ (লেখচিত্র-১৩.২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগের পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ২২.২২%, ৭.২৯%, ১৫.৫৭%, ৯.৫৭%, ৫.৮৩%, ২.১% ও ৫.৮৪% এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ১১.৬৭%, ৩.৭৩%, ৬.৪৬%, ৩.৫৬%, ২.৭৫%, ১.৩% ও ১.৯৪%।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ২২.২২%, ২য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ১৫.৫৭%, ৩য় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৯.৫৭%, ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৭.২৯%, ৫ম অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৫.৮৪%, ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৫.৮৩% এবং ৭ম অবস্থানে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ২.১%। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগেও মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১১.৬৭%, ২য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৬.৪৬%, ৩য় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৩.৭৩%, ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৩.৫৬%, ৫ম অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ২.৭৫%, ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ১.৯৪% এবং ৭ম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১.৩০%। এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর মধ্যে ৭টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৬৮.৫১% এবং মহিলা প্রার্থী মোট ৩১.৪৮% চাকরি পেয়েছেন, যা পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছে।

১৩.৪। ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী তথ্য সারণি-১৩.৪ (লেখচিত্র-১৩.৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট বিভাগ ও রংপুর বিভাগের পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ১৯.৬৪%, ১১.৪৬%, ১০.৯৫%, ৯.৩৫%, ৩.৩%, ১.১৯% ও ১০.৪১% এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ১৩.০৪%, ৫.৫২%, ৫.২৭%, ৪.০৮%, ১.৯৭%, ০.৪০% ও ৩.৪২%।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৯.৬৪%, ২য় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ১১.৪৬%, ৩য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ১০.৯৫%, ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ১০.৪১%, ৫ম অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৯.৩৫%, ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৩.৩% ও ৭ম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১.১৯%। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৩.০৪%, ২য় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৫.৫২%, ৩য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৫.২৭%, ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৪.০৮%, ৫ম অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৩.৪২%, ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ১.৯৭% ও ৭ম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ০.৪০% । এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর মধ্যে ৭টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৬৬.২৬% এবং মহিলা প্রার্থী মোট ৩৩.৭২% চাকরি পেয়েছেন, যা পুরুষ প্রার্থীগণ তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছেন।

১৩.৫। ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী তথ্য সারণি-১৩.৫ (লেখচিত্র-১৩.৪) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগের পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ১৯.৯৭%, ৬.৪৯%, ১০.৬২%, ১২.০৩%, ৪.১৭%, ১.২৯% ও ৪.৮১% এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ১২.৬৫%, ৫.৭২%, ৭.৬%, ৬.৬%, ৩.৪২%, ১.৩% ও ৩.৬৯% ।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৯.৯৭%, ২য় অবস্থানে রয়েছে খুলনা অর্থাৎ ১২.০৩%, ৩য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ১০.৬২%, ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৬.৪৯%, ৫ম অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৪.৮১%, ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৪.১৭% এবং ৭ম অবস্থানে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১.২৯%। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১২.৬৫%, ২য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৭.৬%, ৩য় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৬.৬%, ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৫.৭২%, ৫ম অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৩.৬৯%, ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৩.৪২% এবং ৭ম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১.৩%। এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর মধ্যে ৭টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী ৫৯.২৬% এবং মহিলা প্রার্থী ৪০.৮১% চাকরি পেয়েছেন, যা পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছেন।

১৩.৬। ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারী বিবরণ ঃ

৩৪তম বিসিএস এর বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারী তথ্য সারণি-১৩.৬ (লেখচিত্র-১৩.৫) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে পুরুষ ৬৭.৬৫% এবং মহিলা ৩২.৩৫% অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ৪.৯৪%, ২৫.২১%, ৩৪.২৭%, ২৫.৫৭% ও ১০%। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বছর বয়সের প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৩৪.২৭% এবং ২১-২৩ বছর বয়সের প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে কম ৪.৯৪%।

আবেদনকারীর মধ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর ঊর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ৪.৭০%, ২৩.২৭%, ৩৪.২১%, ২৬.৯৮% ও ১০.৮৪%। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বছর বয়সের প্রার্থীগণ প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৪.২১% উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২১-২৩ বছর বয়সের প্রার্থী সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৪.৭০% উত্তীর্ণ হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যায় ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর ঊর্ধ্বে বয়স যথাক্রমে ৮.২৮%, ৩০.২৩%, ৩৩.১৩%, ২০.৬৪% ও ৭.৭২% উত্তীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষায় ২৫-২৭ বছর বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৩.১৩% উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২৯ এর ঊর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৭.৭২% উত্তীর্ণ হয়েছে।

চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যায় ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর ঊর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ১২.১৮%, ৩৭.৯৩%, ৩০.৭৬%, ১৩.৭৯% ও ৫.৩৩% সুপারিশ করা হয়েছে। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৩-২৫ বছর বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৭.৯৩% সুপারিশ পেয়েছে এবং ২৯ এর ঊর্ধ্বে বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৫.৩৩% প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছে।

১৩.৭। ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে মেধাক্রমানুসারে প্রথম ১০ জন প্রার্থীর বিবরণ ঃ

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে মেধাক্রমানুযায়ী প্রথম ১০ জন সুপারিশকৃত প্রার্থীর সারণি-১৩.৭ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগ হতে সর্বাধিক ০৫(পাঁচ) জন প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছেন। এরপরে রাজশাহী বিভাগের ০২ (দুই) জন প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছেন। আবার অন্যদিকে চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ০১ (এক) জন করে মোট ০৩ জন প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছেন। অন্যদিকে বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডারে সর্বাধিক ০৬ (ছয়) জন ও বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে ০৪ (চার) জন প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছেন। সুপারিশপ্রাপ্ত ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস বিষয়ে ০১ জন, ইংরেজি বিষয়ে ১ জন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে ১ জন, বাংলা বিষয়ে ১ জন, শিক্ষা বিষয়ে ১ জন, সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ১ জন, অর্থনীতি বিষয়ে ১ জন, ব্যবসা প্রশাসন বিষয়ে ১ জন, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে ১ জন এবং মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে ১ জন অধ্যয়ন করেছেন।

১৩.৮। বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিবরণ ঃ

বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিবরণী সারণি-১৩.৮ (লেখচিত্র-১৩.৬) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩০তম, ৩১তম, ৩২তম, ৩৩তম ও ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে পুরুষ যথাক্রমে ১,৬২২ (৬৮.০১%), ১,৪৭৫ (৭০.৩৭%), ৭৫২(৪৪.৯০%), ৫২৫২(৬১.৭৪%) ও ১৪০০(৬৪.৩৭%) জন। উক্ত সারণি হতে আরও দেখা যায় যে বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ৩১তম বিসিএস-এ সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৭০.৩৭% এবং ৩২তম বিসিএস-এ সবচেয়ে কম চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৪৪.৯০%। আবার ৩০তম, ৩১তম, ৩২তম, ৩৩তম ও ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে মহিলা যথাক্রমে ৭৬৩(৩১.৯৯%), ৬২১(২৯.৬৩%), ৯২৩(৫৫.১০%), ৩,২৫৫(৩৮.২৬%) ও ৭৭৫(৩৫.৬৩%) উক্ত সারণি থেকে আরও দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ৩২তম বিসিএস-এ সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৫৫.১০% এবং ৩১তম বিসিএস-এ কম চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ২৯.৬৩%।

সারণি-১৩.১

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

(লেখচিত্র-১৩.১)

বিভাগের নাম	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			প্রিলিমিনারী টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)
ঢাকা	১৮.৯৫	১০.৮৪	২৯.৭৯	২২.০২	৮.১৮	৩০.১৯	২৩.৭৮	৯.৫০	৩৩.২৭	২০.৫১	১২.৫৫	৩৩.০৬
রাজশাহী	১০.৯১	৪.৬৭	১৫.৫৮	১১.৯৮	৩.৬৩	১৫.৬১	৯.৭৬	৩.১৪	১২.৯০	৮.৫৫	৫.০৬	১৩.৬১
চট্টগ্রাম	১১.৯৯	৫.৬০	১৭.৫৯	১২.৮৫	৪.০০	১৬.৮৫	১৫.৩৩	৫.১৩	২০.৪৬	১২.০৯	৬.৪৪	১৮.৫৩
খুলনা	১০.২০	৪.৩২	১৪.৫৩	১২.৭৬	৩.৪৯	১৬.২৬	১১.৮৭	৩.৩৯	১৫.২৭	১০.৩৪	৪.৮৩	১৫.১৭
বরিশাল	৪.৬৫	১.৮৩	৬.৪৯	৪.৭৩	১.৪১	৬.১৫	৪.৮৬	১.৬২	৬.৪৭	৪.৩২	২.৭১	৭.০৩
সিলেট	২.২১	১.২০	৩.৪১	২.২০	০.৭১	২.৯১	১.৬২	০.৭১	২.৩৩	১.৪৭	০.৯৭	২.৪৪
রংপুর	৮.৭২	৩.৮৯	১২.৬১	৯.৪৮	২.৫৪	১২.০৩	৭.৫০	১.৮১	৯.৩০	৭.০৮	৩.০৮	১০.১৬
সর্বমোট=	৬৭.৬৫	৩২.৩৫	১০০	৭৬.০৪	২৩.৯৬	১০০	৭৪.৭১	২৫.২৯	১০০	৬৪.৩৭	৩৫.৬৩	১০০

** ছকে স্থগিত/বাতিল প্রার্থী বাদে।

সারণি-১৩.২

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রাধিকার কোটায় প্রার্থীদের বিবরণ ঃ

৩৪তম বিসিএস-এ মোট শূন্য পদের সংখ্যা	প্রাধিকার কোটা	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা	প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
২,০৫২ (২৯০০ বর্ধিতসহ)	মুক্তিযোদ্ধা	১৮০২৮	৩৪৮১	৭৭৫	২৮৬	
	মহিলা	৭১৬৮৭	১০৭৫৪	২৫২০	২৪৭	
	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	২২৭৩	৪৫৪	৬১	৩৩	
	জেলা	-	-	-	৩২১	
	প্রতিবন্ধী	১১১৮	২২১	৪৩	০২	

৭৪

** ছকে স্থগিত/বাতিল প্রার্থী বাদে।

সারণি-১৩.৩

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণঃ

(লেখচিত্র-১৩.২)

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																সর্বমোট
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		মোট		
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস (প্রশাসন)	৮.৪৪	৭.৭৯	২.১১	২.৬	৮.২৮	৩.৪১	৩.৭৩	২.১১	২.৬	১.৩	১.১৪	০.৮১	২.৭৬	১.৩	২৯.০৬	১৯.৩২	৪৮.৩৮
বিসিএস (পররাষ্ট্র)	১.৩	০.৩২	০.৪৯	০.১৬	০.৩২	০.৩২	০.১৬	০.৩২	০	০.১৬	০.৩২	০	০.১৬	০	২.৭৬	১.৩	৪.০৬
বিসিএস (পুলিশ)	৬.৪৯	১.৬২	২.১১	০.৬৫	৪.০৬	০.৬৫	৩.৫৭	০.৩২	১.৩	০.৩২	০.৩২	০.৪৯	২.২৭	০.১৬	২০.১৩	৪.২২	২৪.৩৫
বিসিএস (আনসার)	১.১৪	০.১৬	০.৩২	০	০.৩২	০.১৬	০.৬৫	০	০.৪৯	০	০.১৬	০	০.১৬	০	৩.২৫	০.৩২	৩.৫৭
বিসিএস (ইকনমিক)	০.৩২	০.৪৯	০.৬৫	০০	০.৪৯	০.১৬	০.৩২	০.১৬	০.৩২	০.৩২	০.১৬	০০	০০	০.১৬	২.২৭	১.৩০	৩.৫৭
বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	০.১৬	০	০	০	০.৩২	০.১৬	০	০	০	০	০	০	০০	০	০.৪৯	০.১৬	০.৬৫
বিসিএস (তথ্য) সহঃ পরিচালক/তথ্য অফিঃ/গবেষণা কর্মকর্তা	০	০.১৬	০	০	০.১৬	০.১৬	০	০	০	০	০	০	০	০.১৬	০.১৬	০.৪৯	০.৬৫
বিসিএস (তথ্য) সহঃপরিচালক (অনুষ্ঠান)	১.৪৬	০.৩২	০.১৬	০.১৬	০.৬৫	০.৩২	০.৪৯	০	০	০.৪৯	০	০	০	০.১৬	২.৭৬	১.৪৬	৪.২২
বিসিএস (তথ্য) সহঃ বার্তা নিয়ন্ত্রক	০.৩২	০	০.৩২	০	০.১৬	০.১৬	০.১৬	০	০.১৬	০	০	০	০	০	১.১৪	০.১৬	১.৩
বিসিএস (ডাক)	০.১৬	০	০.১৬	০	০	০.১৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০.৩২	০.১৬	০.৪৯
বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)	০.৬৫	০	০.৩২	০	০	০.১৬	০	০.১৬	০.৩২	০	০	০	০	০	১.৩	০.৩২	১.৬২
বিসিএস (কর)	১.৬২	০.৪৯	০.৪৯	০.১৬	০.৮১	০.৩২	০.৪৯	০.৪৯	০.৩২	০.১৬	০	০	০.৪৯	০	৪.২২	১.৬২	৫.৮৪
বিসিএস (খাদ্য)	০.১৬	০	০.১৬	০	০	০.১৬	০	০	০.৩২	০	০	০	০	০	০.৬৫	০.১৬	০.৮১
বিসিএস (সমবায়)	০	০.৩২	০	০	০	০.১৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.৪৯	০.৪৯
সর্বমোট=	২২.২২	১১.৬৭	৭.২৯	৩.৭৩	১৫.৫৭	৬.৪৬	৯.৫৭	৩.৫৬	৫.৮৩	২.৭৫	২.১	১.৩	৫.৮৪	১.৯৪	৬৮.৫১	৩১.৪৮	১০০

** ছকে স্থগিত/বাতিল প্রার্থী বাদে।

সারণি-১৩.৪

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণঃ

(লেখচিত্র-১৩.৩)

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																সর্বমোট
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		মোট		
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস (কৃষি) কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৫.৯৩	৫.৬৭	৪.৬১	২.৩৭	২.২৪	০.৭৯	৩.২৯	১.৪৫	১.৪৫	১.০৫	০	০	৫.৬৭	১.৭১	২৩.১৯	১৩.০৪	৩৬.২৩
বিসিএস (কৃষি) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০.২৬	০.২৬	০.৪	০.১৩	০	০.১৩	০.১৩	০	০.১৩	০.১৩	০	০	০.১৩	০.২৬	১.০৫	০.৯২	১.৯৮
বিসিএস(কৃষি) সহঃ পরিচালক/গবেষণা	০.৪	০	০	০.১৩	০.২৬	০	০.১৩	০	০	০	০	০	০.১৩	০	০.৯২	০.১৩	১.০৫
বিসিএস(স্বাস্থ্য) সহকারী সার্জন	৫.১৪	৩.৫৬	২.১১	১.৩২	৩.৬৯	৩.০৩	২.১১	১.১৯	০.৪	০.৬৬	০.৫৩	০.৪০	১.৩২	০.৬৬	১৫.২৮	১০.৮০	২৬.০৯
বিসিএস(স্বাস্থ্য) সহকারী ডেন্টাল সার্জন	১.৪৫	০.৬৬	০.৬৬	০.১৩	০.৬৬	০.৭৯	০.৪০	০.২৬	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০	০	০.১৩	৩.৪৩	২.১১	৫.৫৩
বিসিএস (তথ্য) সহকারী বেতার প্রকৌশলী	০.৫৩	০.১৩	০.২৬	০.১৩	০.১৩	০	০.১৩	০.৫৩	০	০	০	০	০.২৬	০	১.৩২	০.৭৯	২.১১
বিসিএস (পরিসংখ্যান) পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০.১৩	০	০	০.১৩	০.৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.৫৩	০.১৩	০.৬৬
বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী মেকানিক্যাল ইঞ্জিঃ	০.১৩	০	০	০	০.১৩	০	০	০.১৩	০	০	০	০	০	০	০.২৬	০.১৩	০.৪০
বিসিএস (গণপূর্ত) সহকারী ইঞ্জিঃ (সিভিল)	১.৫৮	০	১.০৫	০.১৩	০.৬৬	০.১৩	০.২৬	০.১৩	০.৪০	০	০.৪	০	০.৪০	০	৪.৭৪	০.৪	৫.১৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস (গণপূর্ত) সহকারী ইঞ্জিঃ (ই/এম)	০.৬৬	০.৬৬	০.২৬	০.১৩	০.৪০	০	০.৪	০	০.১৩	০	০	০	০	০	১.৮৪	০.৭৯	২.৬৪
বিসিএস (পশু সম্পদ) পিডিও/ এপিও/এসও/লেকচারার	০.৪০	০.২৬	০.১৩	০	০	০	০.১৩	০.১৩	০	০	০	০	০.১৩	০	০.৭৯	০.৪০	১.১৯
বিসিএস (পশুসম্পদ) ভেটেরেনারি সার্জন/এসও/ লেকচারার/ডিভিএম	১.৩২	০.৯২	০.৭৯	০.২৬	১.১৯	০.৪	০.৯২	০.১৩	০.২৬	০	০.১৩	০	০.৬৬	০.১৩	৫.২৭	১.৮৪	৭.১১
বিসিএস (মৎস্য)	১.৭১	০.৯২	১.১৯	০.৬৬	১.১৯	০	১.৪৫	০.১৩	০.৪০	০	০	০	১.৭১	০.৫৩	৭.৬৪	২.২৪	৯.৮৮
সর্বমোট=	১৯.৬৪	১৩.০৪	১১.৪৬	৫.৫২	১০.৯৫	৫.২৭	৯.৩৫	৪.০৮	৩.৩	১.৯৭	১.১৯	০.৪	১০.৪১	৩.৪২	৬৬.২৬	৩৩.৭২	১০০

** সকল তথ্য স্থগিত/বাতিল প্রার্থী বাদে।

৭৭

৭৮

সারণি-১৩.৫

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণঃ

(লেখচিত্র-১৩.৪)

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																সর্বমোট
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		মোট		
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস শিক্ষা (বাংলা)	২.২৭	১.০১	০.৫১	০.৭৬	০.৬৩	০.৫১	১.১৪	০.৬৩	০.৬৩	০.৩৮	০.১৩	০.১৩	০.৬৩	১.০১	৫.৯৩	৪.৪২	১০.৩৫
বিসিএস শিক্ষা (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	১.৩৯	১.০১	০.৫১	০.৫১	০.৮৮	০.৬৩	১.৩৯	০.১৩	০.২৫	০.৩৮	০	০.১৩	০.৬৩	০.২৫	৫.০৫	৩.০৩	৮.০৮
বিসিএস শিক্ষা (প্রাণীবিদ্যা)	০.৫১	০.৬৩	০.১৩	০.২৫	০.৩৮	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০	০.২৫	০	০.১৩	০.২৫	০	১.৩৯	১.৫২	২.৯
বিসিএস শিক্ষা (ইংরেজি)	২.৬৫	১.০১	১.০১	০.৭৬	১.৩৯	০.৭৬	২.৫৩	১.০১	০.৫১	০.৩৮	০.৩৮	০.১৩	০.৭৬	০.২৫	৯.২২	৪.২৯	১৩.৫১
বিসিএস শিক্ষা (অর্থনীতি)	১.৩৯	১.৫২	০.৫১	০.৩৮	০.৮৮	০.৭৬	০.৭৬	০.৫১	০.২৫	০.৩৮	০.১৩	০.১৩	০.৬৩	০.৩৮	৪.৫৫	৪.০৪	৮.৫৯
বিসিএস শিক্ষা (দর্শন)	০.৭৬	০.৭৬	০	০.২৫	০.৫১	০.১৩	০.৩৮	০.২৫	০	০.৩৮	০	০	০.১৩	০.১৩	১.৭৭	১.৮৯	৩.৬৬
বিসিএস শিক্ষা (ইতিহাস)	০.৫১	০.২৫	০.১৩	০	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.৫১	০.৩৮	০	০	০.১৩	০.১৩	০.১৩	১.৩৯	১.১৪	২.৫৩
বিসিএস শিক্ষা (ইসলামের ইতহাস ও সংস্কৃতি)	১.২৬	১.০১	০.২৫	০.৩৮	০.৬৩	০.৩৮	১.২৬	০.৩৮	০.৩৮	০.১৩	০	০	০.২৫	০.১৩	৪.০৪	২.৪	৬.৪৪
বিসিএস শিক্ষা (সমাজবিজ্ঞান)	০.৩৮	০.৫১	০.২৫	০.১৩	০	০.২৫	০.২৫	০.১৩	০.২৫	০.১৩	০	০.১৩	০.১৩	০.২৫	১.২৬	১.৫২	২.৭৮
বিসিএস শিক্ষা (সমাজ কল্যাণ)	০.৭৬	০.২৫	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.২৫	০	০.১৩	০.১৩	০	০	০.১৩	০	০.১৩	১.১৪	১.০১	২.১৫
বিসিএস শিক্ষা (পদার্থবিদ্যা)	১.৩৯	০.২৫	০.৫১	০.১৩	০.৬৩	০.৫১	০.৭৬	০.২৫	০.২৫	০	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	৩.৭৯	১.৩৯	৫.১৮
বিসিএস শিক্ষা (রসায়ন)	০.৩৮	০.৫১	০.৭৬	০.৩৮	০.৫১	০.২৫	০.২৫	০.৩৮	০.২৫	০	০.১৩	০	০.২৫	০	২.৫৩	১.৫২	৪.০৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস শিক্ষা (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)	০.৩৮	০.৭৬	০	০.৫১	০.৩৮	০.২৫	০.১৩	০.৬৩	০	০.২৫	০.১৩	০	০.১৩	০.৩৮	১.১৪	২.৭৮	৩.৯১
বিসিএস শিক্ষা (কৃষি বিজ্ঞান)	০.১৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.১৩	০	০	০.১৩	০.১৩	০.২৫
বিসিএস শিক্ষা (ভূগোল)	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০	০	০.২৫	০	০.১৩	০	০	০.১৩	০	০	০	০.৩৮	০.৫১	০.৮৮
বিসিএস শিক্ষা (মনোবিজ্ঞান)	০	০.১৩	০	০.১৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.২৫	০.২৫
বিসিএস শিক্ষা (হিসাব বিজ্ঞান)	২.২৭	১.১৪	০.৫১	০.২৫	০.৮৮	১.১৪	১.১৪	০.৩৮	০.২৫	০.২৫	০.১৩	০	০.২৫	০	৫.৪৩	৩.১৬	৮.৫৯
বিসিএস শিক্ষা (ব্যাবস্থাপনা)	১.৬৪	১.১৪	০.৩৮	০.৫১	১.৩৯	০.৬৩	১.১৪	০.২৫	০.৫১	০.২৫	০	০	০.২৫	০.১৩	৫.৩	২.৯	৮.২১
বিসিএস শিক্ষা (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	০	০.২৫	০	০	০	০.১৩	০	০.১৩	০	০	০	০	০	০	০	০.৫১	০.৫১
বিসিএস শিক্ষা (মার্কেটিং)	০.৬৩	০	০.১৩	০	০.২৫	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০	০	০	০	০	০	১.১৪	০.২৫	১.৩৯
বিসিএস শিক্ষা (মৃত্তিকা বিজ্ঞান)	০.২৫	০.১৩	০.১৩	০	০.১৩	০.২৫	০	০.১৩	০	০.১৩	০	০	০	০.১৩	০.৫১	০.৭৬	১.২৬
বিসিএস শিক্ষা (ফিনান্স)	০.১৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.১৩	০	০.২৫	০	০.২৫
বিসিএস শিক্ষা (পালি)	০	০	০.১৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.১৩	০	০.১৩
বিসিএস শিক্ষা (পরিসংখ্যান)	০.১৩	০	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০	০	০	০	০	০	০.১৩	০.৫১	০.৩৮	০.৮৮
বিসিএস শিক্ষা (গণিত)	০.৬৩	০.২৫	০.২৫	০.১৩	০.৬৩	০	০.৩৮	০.৩৮	০.১৩	০.১৩	০	০	০.১৩	০.১৩	২.১৫	১.০১	৩.১৬
বিসিএস শিক্ষা (আরবি)	০	০	০	০	০.১৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.১৩	০	০.১৩
সর্বমোট=	১৯.৯৭	১২.৬৫	৬.৪৯	৫.৭২	১০.৬২	৭.৬	১২.০৩	৬.৬	৪.১৭	৩.৪২	১.২৯	১.৩	৪.৮১	৩.৬৯	৫৯.২৬	৪০.৮১	১০০

** সকল তথ্য স্থগিত/বাতিল প্রার্থী বাদে।

সারণি-১৩.৬

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারী (০১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ইং তারিখে প্রার্থীর বয়স) বিবরণ ঃ
(লেখচিত্র-১৩.৫)

বয়সের শ্রেণীবিন্যাস	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)
২১—২৩	৩.১৩	১.৮১	৪.৯৪	৩.৪৭	১.২৩	৪.৭০	৫.৯১	২.৩৭	৮.২৮	৭.৮৬	৪.৩২	১২.১৮
২৩—২৫	১৬.০৬	৯.১৬	২৫.২১	১৬.৯৯	৬.২৯	২৩.২৭	২১.৮৩	৮.৪	৩০.২৩	২৪.৫১	১৩.৪৩	৩৭.৯৩
২৫—২৭	২৩.১৩	১১.১৪	৩৪.২৭	২৫.৮২	৮.৩৯	৩৪.২১	২৪.৭১	৮.৪২	৩৩.১৩	১৯.১৭	১১.৫৯	৩০.৭৬
২৭—২৯	১৮.১৯	৭.৩৮	২৫.৫৭	২১.৩	৫.৬৭	২৬.৯৮	১৬.২৬	৪.৩৮	২০.৬৪	৮.৯৭	৪.৮৩	১৩.৭৯
২৯-এর উর্ধ্বে	৭.১৪	২.৮৭	১০	৮.৪৬	২.৩৮	১০.৮৪	৫.৯৯	১.৭৩	৭.৭২	৩.৮৬	১.৪৭	৫.৩৩
সর্বমোট=	৬৭.৬৫	৩২.৩৫	১০০	৭৬.০৪	২৩.৯৬	১০০	৭৪.৭১	২৫.২৯	১০০	৬৪.৩৭	৩৫.৬৩	১০০

** ছকে স্থগিত/বাতিল প্রার্থী বাদে।

সারণি-১৩.৭

৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে মেধাক্রম অনুসারে প্রথম ১০ জন প্রার্থীর পরিসংখ্যান ঃ

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নিজ জেলা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অধীত বিষয়	সুপারিশপ্রাপ্ত ক্যাডার
১.	মোঃ ওয়ালিদ বিন কাশেম	০২৮৯০৯	ফেনী	স্নাতক (ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস)	বিসিএস (পররাষ্ট্র)
২.	আয়শা আক্তার	০৩৮৫৩৮	মুন্সীগঞ্জ	স্নাতক (ইংরেজি)	বিসিএস (পররাষ্ট্র)
৩.	নাজনীন সুলতানা	০৪১৪১৫	ঝিনাইদহ	স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	বিসিএস (পররাষ্ট্র)
৪.	আতাউর রহমান	০২৮৭৫৯	গোপালগঞ্জ	স্নাতক (বাংলা)	বিসিএস (পররাষ্ট্র)
৫.	মুনিয়া চৌধুরী	০৩৩৫০৮	ঢাকা	স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর (শিক্ষা)	বিসিএস (প্রশাসন)
৬.	শাহ মোঃ সজিব	০১৭৭২২	ভোলা	স্নাতক (সমাজ বিজ্ঞান)	বিসিএস (প্রশাসন)
৭.	আহমেদ তন্ময় তাহসিন রাতুল	০৩৮৭৩৯	ঢাকা	স্নাতক (অর্থনীতি)	বিসিএস (পররাষ্ট্র)
৮.	মোঃ আশিকুর রহমান খান	০৫৯৮৬২	বগুড়া	স্নাতক (ব্যবসা প্রশাসন)	বিসিএস (পররাষ্ট্র)
৯.	সাঈদা পারভিন	০৬০২৫৬	ঢাকা	স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর (ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান)	বিসিএস (প্রশাসন)
১০.	সায়েমা হাসান	০৫২২৭২	বগুড়া	স্নাতক (মাইক্রোবায়োলজি)	বিসিএস (প্রশাসন)

** ছকে স্থগিত/বাতিল প্রার্থী বাদে।

সারণি-১৩.৮

বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের পরিসংখ্যান ঃ
(লেখচিত্র-১৩.৬)

ক্রমিক নং	বিসিএস পরীক্ষার নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	৩০তম	১,৬২২ (৬৮.০১ %)	৭৬৩ (৩১.৯৯%)	২,৩৮৫ (১০০%)
২	৩১তম	১,৪৭৫ (৭০.৩৭%)	৬২১ (২৯.৬৩%)	২,০৯৬ (১০০%)
৩	৩২তম	৭৫২ (৪৪.৯০%)	৯২৩ (৫৫.১০%)	১,৬৭৫ (১০০%)
৪	৩৩তম	৫,২৫২ (৬১.৭৪%)	৩,২৫৫ (৩৮.২৬%)	৮,৫০৭ (১০০%)
৫	৩৪তম	১৪০০ (৬৪.৩৭%)	৭৭৫ (৩৫.৬৩%)	২১৭৫ (১০০%)

** ছকে স্থগিত/বাতিল প্রার্থী বাদে।

লেখচিত্র-১৩.১ ঃ ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় আবেদনকারী এবং বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের চিত্র

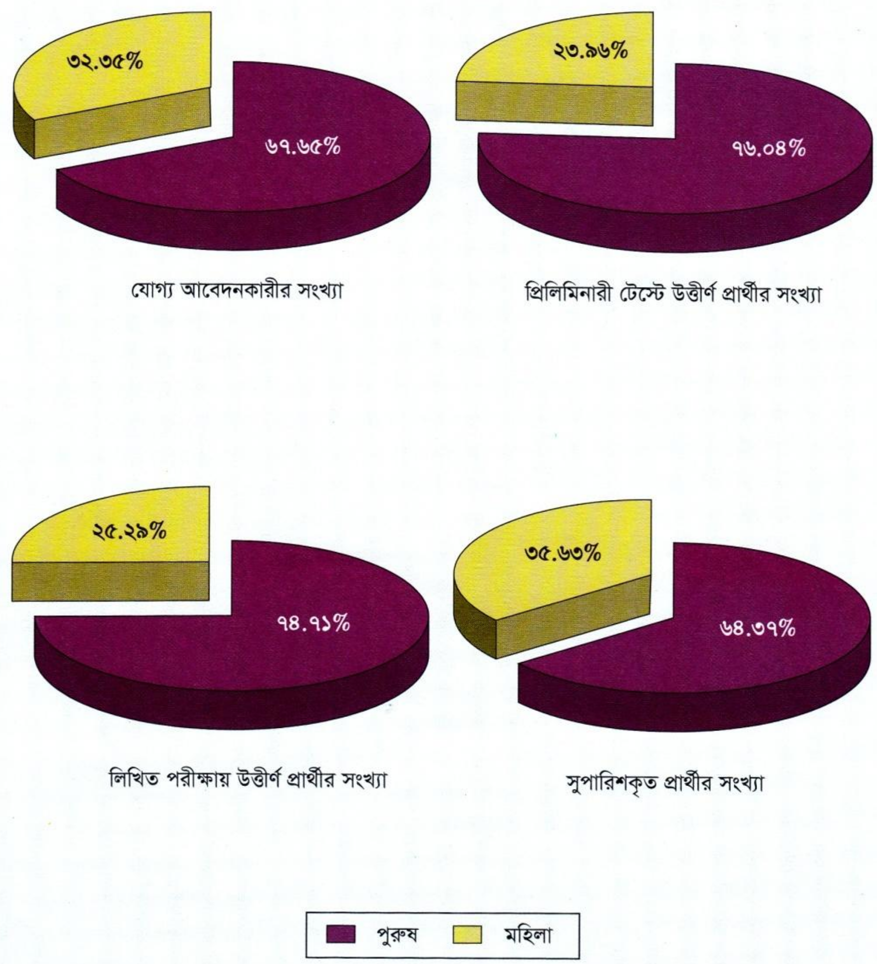

লেখচিত্র-১৩.২ ঃ ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারের সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী চিত্র

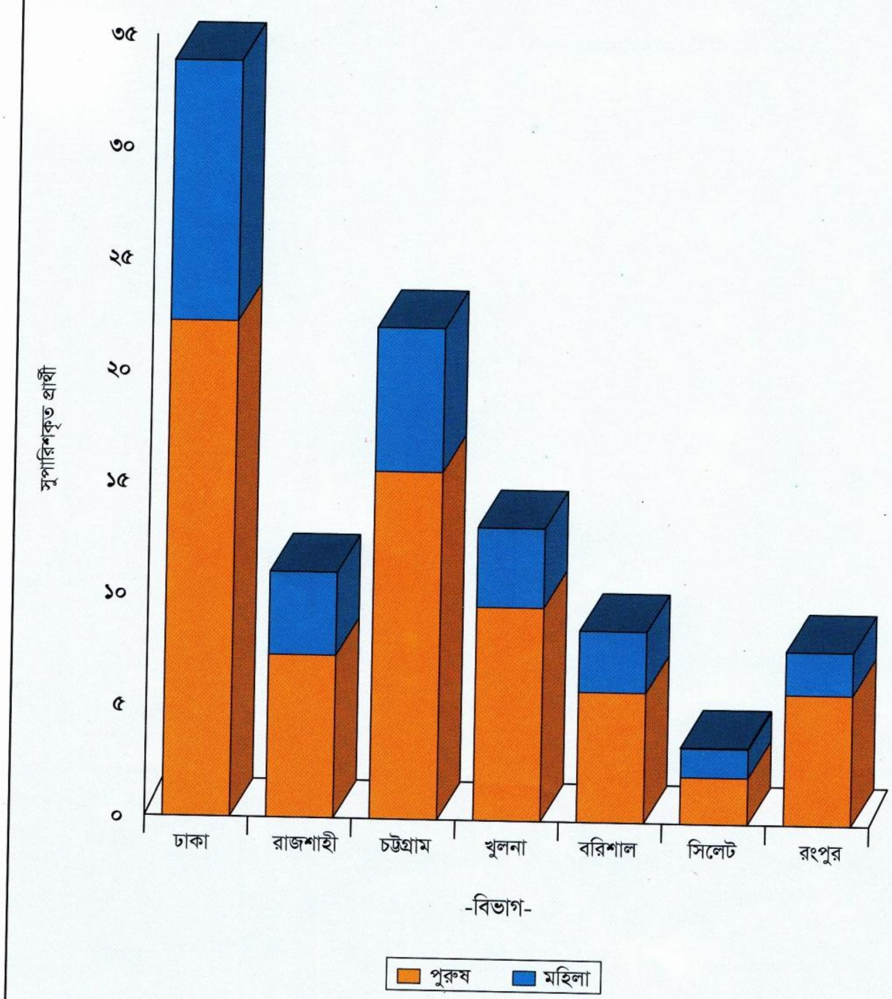

লেখচিত্র-১৩.৩ ঃ ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী চিত্র

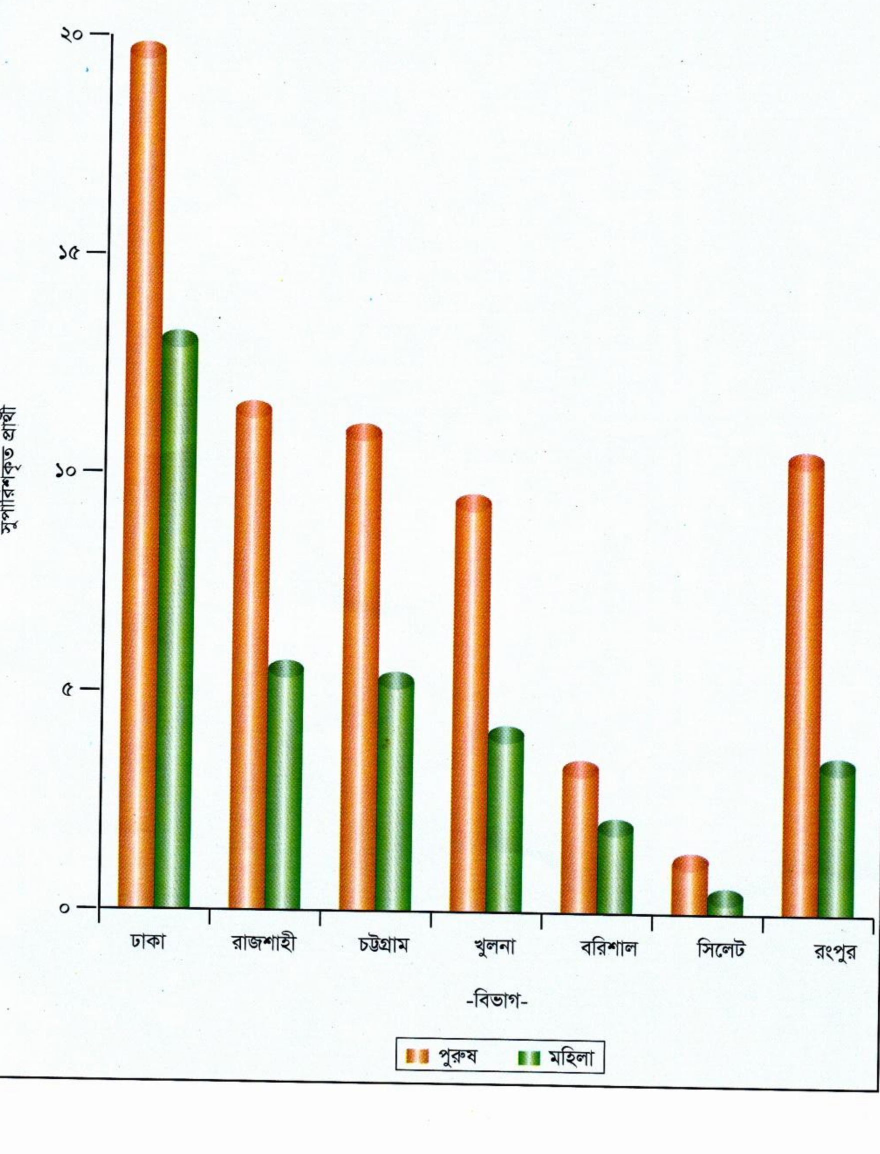

লেখচিত্র-১৩.৪ ঃ ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী চিত্র

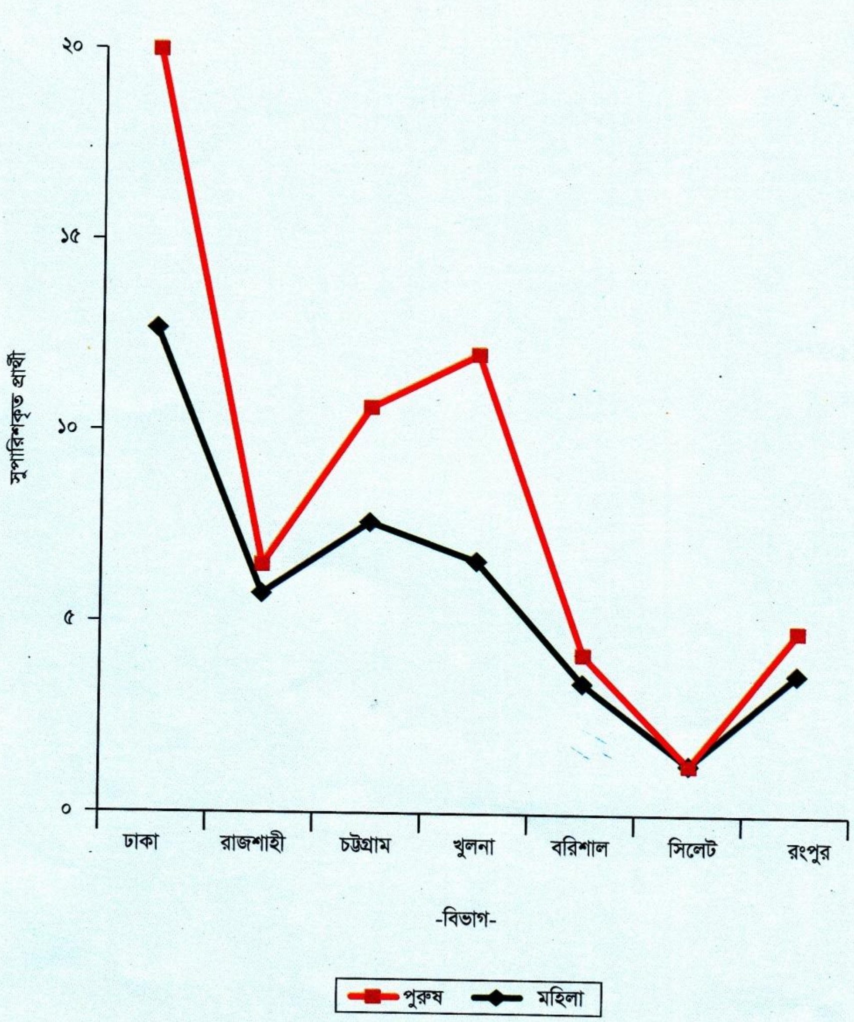

লেখচিত্র-১৩.৫ ঃ ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারী চিত্র

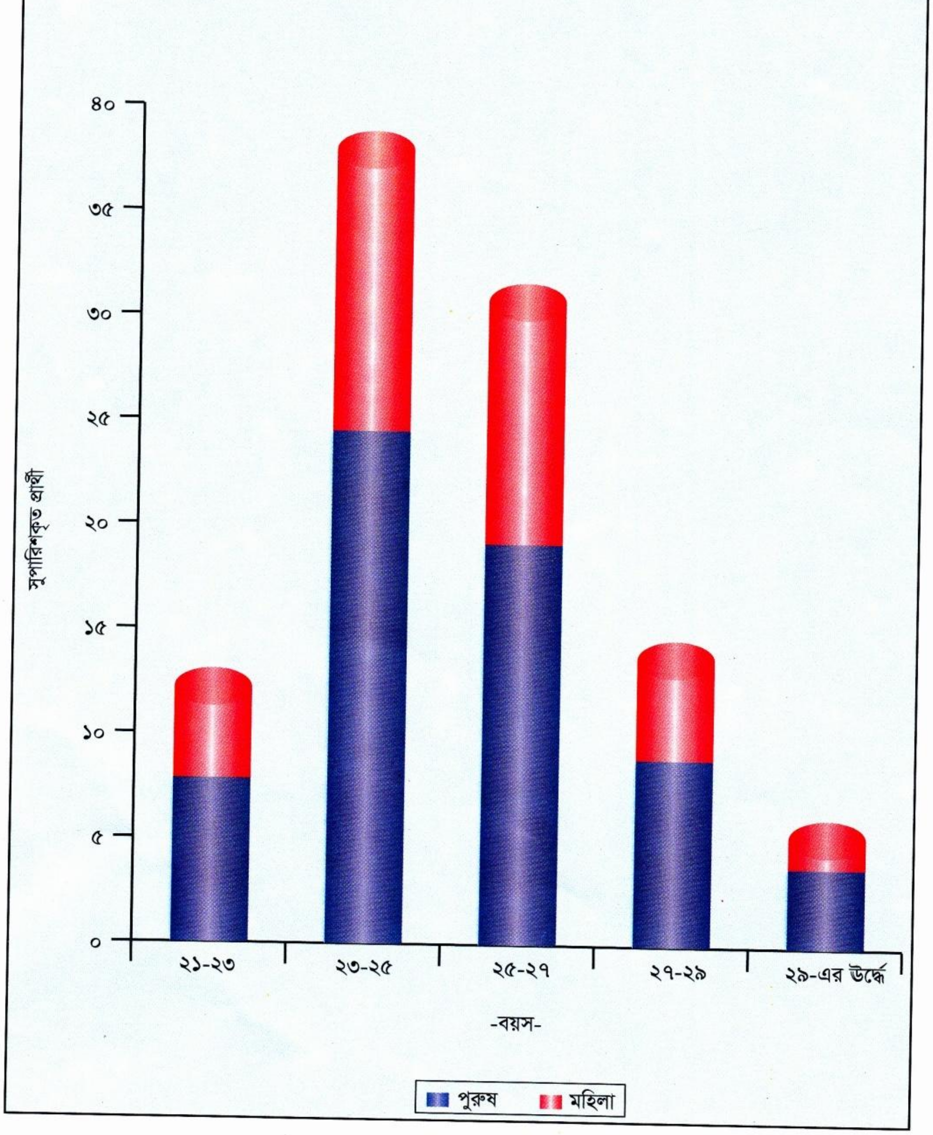

লেখচিত্র-১৩.৬ ঃ বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের চিত্র

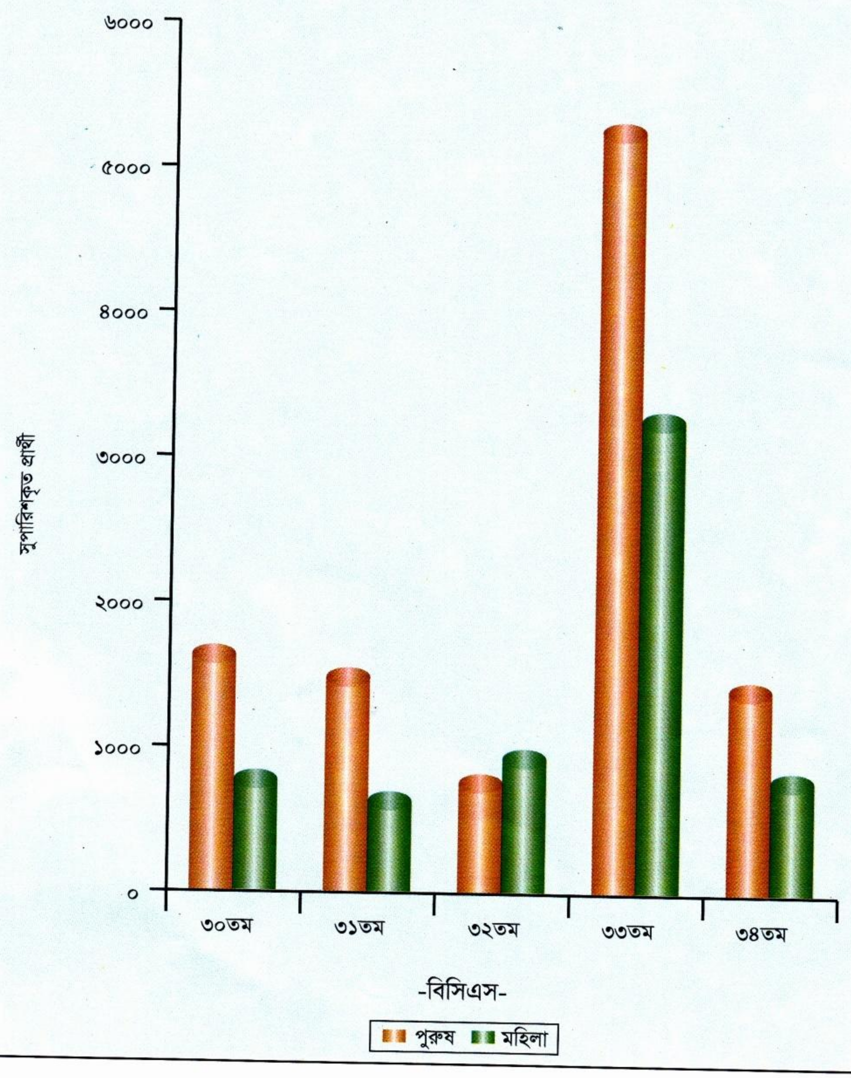

চতুর্দশ অধ্যায়
কমিশনের সাম্প্রতিক কয়েকটি কার্যক্রম

১৪.১. “উন্নয়ন ভাবনা ও জনপ্রশাসনে নিয়োগ” শীর্ষক মতবিনিময় সভা ঃ

১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ইকরাম আহমেদ এর সভাপতিত্বে কমিশনের কনফারেন্স রুমে “উন্নয়ন ভাবনা ও জনপ্রশাসনে নিয়োগ” শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম ইসমাত আরা সাদেক, এমপি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান, এমপি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উক্ত মতবিনিময় সভায় কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, কমিশন সচিবালয়ের সচিব ও অতিরিক্ত সচিব উপস্থিত ছিলেন।

কমিশন আয়োজিত মতবিনিময় সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি সহ উপস্থিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে দেখা যাচ্ছে।

মতবিনিময় সভায় “উন্নয়ন ভাবনা ও জনপ্রশাসনে নিয়োগ” শীর্ষক মূলপত্র উপস্থাপন করেন কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য ড. মোহাম্মদ সাদিক। সেমিনারের মূলপত্রে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আধুনিক, ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সময়ের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে দ্রুত নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচেষ্ট রয়েছে বলে মত প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, কমিশন বিশ্বাস করে রূপকল্প ২০২১-এর লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালে একটি উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে যাঁদেরকে নিরলস কাজ করতে হবে, তাঁদের নিয়োগ নিয়ে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যাবতীয় কর্ম পরিকল্পনা এখনই সম্পন্ন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকৃত অর্থে নিবেদিত প্রাণ সিভিল সার্ভেন্ট সরকারের প্রশাসন যন্ত্রে নিয়োগের পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

১৪.২. সার্কভুক্ত দেশসমূহের পিএসসি/সিএসসি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ঃ

সার্কভুক্ত দেশসমূহের পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা সিভিল সার্ভিস কমিশন প্রধানদের ৪র্থ সভা ২২-২৪ জানুয়ারি ২০১৫ ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৫ সালের শেষ দিকে “Challenges in the Examination Process for Recruitment of Civil Servants in Public/Civil Service Commission of SAARC Member States” শীর্ষক একটি কর্মশালা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজন করার কথা ছিল। গত ১৫-১৬ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে উক্ত কর্মশালাটি ঢাকায় আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সার্ক সচিবালয়সহ, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা ও আফগানিস্তান এর পাবলিক সার্ভিস কমিশন/সিভিল সার্ভিস কমিশন হতে ১৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কমিশন কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি ও সম্মানিত অতিথিবর্গ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, কর্ম কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, সার্কভুক্ত দেশের পিএসসি/সিএসসির প্রতিনিধিবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৫ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দুদিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং নেপাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ উমেশ প্রসাদ মাইনালী ও সার্ক সচিবালয়ের পরিচালক মিসেস রীতা ধিতাল সম্মানিত অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম আহমেদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সার্কভুক্ত দেশসমূহের পিএসসি/সিএসসির প্রতিনিধিবৃন্দ।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সার্কভুক্ত দেশসমূহের পিএসসি/সিএসসি প্রতিনিধিবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কর্ম অধিবেশন শুরু হয়। কর্ম অধিবেশনের প্রথম অংশ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম আহমেদ এবং দ্বিতীয় অংশ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর বিজ্ঞ সদস্য প্রফেসর ড. এম আবুল কাশেম মজুমদার পরিচালনা করেন। সার্ক সচিবালয়ের পরিচালক মিসেস রীতা ধিতাল তাঁদেরকে সহায়তা করেন। সেমিনারে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন হতে পরিচালক, বেগম রওশন আরা জামান, বেগম দিলাওয়েজ দুরদানা, ও জনাব নেয়ামত উল্যাহ, ভুটান রয়েল সিভিল সার্ভিস কমিশন থেকে হিউম্যান রিসোর্স অফিসার জনাব ফুন্তশো তাশি এবং শিরিং চোডেন, ভারতের ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর উপ সচিব মিজ মিরা কে. রামান এবং শ্রী মঙ্গল মারান্দি, মালদ্বীপের সিভিল সার্ভিস কমিশনের পরিচালক মিজ ফাতিমাথ হাবিবা ও সিনিয়র ব্যক্তিগত কর্মকর্তা বেগম মারিয়াম নাজিমা ইব্রাহিম; নেপাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব উমেশ প্রসাদ মাইনালী ও তার সহধর্মিনী বেগম হরিপ্রিয়া পান্ডে ও যুগ্ম-সচিব জনাব রাজীব গৌতম এবং আন্ডার সেক্রেটারি জনাব রমেশ মাইনালী; পাকিস্তান ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সচিব জনাব হাসিব আতহার ও প্রধান (আই.টি.) জনাব তাহির ইকবাল; শ্রীলংকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহকারী সচিব মিঃ এম.কে.ইউ.এস ফারনান্দ ও সহকারী সচিব মিজ এফ.এ.এফ. ফারজানা; আফগানিস্তানের ইন্ডিপেন্ডেন্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম এন্ড সিভিল সার্ভিস কমিশনের মনিটরিং এক্সপার্ট মিঃ নুরুল্লাহ বাবাকারকাইল ও বিশেষজ্ঞ মিজ মেরি সাদাত; সার্ক সচিবালয়ের পরিচালক মিজ রিতা ধিতাল ও ডেক্স অফিসার শ্রী পবন কুমার দুবে অংশগ্রহণ করেন। কর্ম অধিবেশনে প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক বর্ণানুক্রমিকভাবে বিষয়বস্তুর উপর কান্ট্রি পেপার উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়। কার্য অধিবেশনে পাকিস্তান ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর সচিব জনাব হাসিব আখতার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সার্ক সচিবালয় হতে দুইদিন ব্যাপী কর্মশালার প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে কর্মশালা হতে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করা হয় ঃ

১. জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে মান্ধাতা আমলের লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে উন্নত দেশের কর্ম কমিশন গৃহীত উত্তম চর্চা (best practices) গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকারিতা ও বেশি বেশি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৩. অন-লাইন রেজিস্ট্রেশনের ডাটাবেজ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় পরিবেশের সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করতে হবে।

৪. নিয়োগ পরীক্ষার জন্য কর্ম কমিশনসমূহ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিন্যস্ত বিপুল সংখ্যক প্রশ্ন সম্বলিত প্রশ্ন ব্যাংক সংরক্ষণ করবে।

৫. সার্কভুক্ত দেশের কর্ম কমিশনসমূহের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থীদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।

৬. একইভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বেশি বেশি ব্যবহারের মাধ্যমে বাধা বা চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করতে হবে।

৭. কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশসমূহ স্ব স্ব কমিশনে পর্যালোচনা করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নির্ধারণ করতে হবে।

৮. কর্মশালায় সর্বসম্মতভাবে একমত পোষণ করা হয় যে, সার্কভুক্ত দেশের কর্ম কমিশনসমূহের মধ্যে কেউ অন্য কমিশনের সহযোগিতা চাইলে (পরীক্ষা পদ্ধতি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে) সেই কর্ম কমিশনকে সহযোগিতা করা হবে।

৯. নিয়োগ/পরীক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে গৃহীত উত্তম চর্চাসমূহ সার্ক দেশভুক্ত কর্ম কমিশনসমূহ প্রয়োজনে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করবে।

পরিশিষ্ট-১

১৯৭২–২০১৫ সময়কালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে কর্মরত মাননীয় চেয়ারম্যানগণের তথ্য বিবরণী :

ক্রমিক নং	চেয়ারম্যান মহোদয়ের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কার্যকাল	
				হইতে	পর্যন্ত
১.	জনাব ডঃ এ কিউ এম বজলুল করিম (১ম কমিশন)	অধ্যাপক মৃত্তিকা-বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১৫-০৫-৭২	১৫-১২-৭৭
২.	জনাব মহিউদ্দীন আহম্মেদ (২য় কমিশন)	পুলিশের মহাপরিদর্শক	-	১৫-০৫-৭২	১৪-১২-৭৭

একীভূত কমিশন (২২/১২/১৯৭৭)

৩.	জনাব এম, মঈদুল ইসলাম	জীবন বীমা করপোরেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক	-	২২-১২-৭৭	২১-১২-৮২
৪.	জনাব ফয়েজ উদ্দীন আহম্মেদ	সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-	২২-১২-৮২	৩১-০৫-৮৬
৫.	এস,এম, আল-হোসায়নী	(সচিব পদমর্যাদায়) সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	-	০১-০৬-৮৬	০১-০৫-৯১
৬.	জনাব কে এম রহমান (সাময়িক)	-	-	০১-০৬-৯১	১৩-০৯-৯১
৭.	প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ	অধ্যাপক, মৃত্তিকা-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচডি	১৪-০৯-৯১	৩১-০১-৯৩
৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	-	০১-০২-৯৩	০৬-০৩-৯৩
৯.	প্রফেসর ড. এস,এম,এ, ফায়েজ	অধ্যাপক, মৃত্তিকা-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচডি	০৭-০৩-৯৩	০৫-০৩-৯৮
১০.	প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা চৌধুরী	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এ. পিএইচডি	২৫-০৩-৯৮	২৩-০১-০২
১১.	অধ্যাপক ড. জিন্নাতুন নেছা তাহ্‌মিদা বেগম	অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচডি	০৯-০৫-০২	০৮-০৫-০৭
১২.	ড. সা'দত হুসাইন	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	এম.এ. পিএইচডি	০৯-০৫-০৭	২৩-১১-১১
১৩.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম	সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক	এম.বি.এ	২৭-১১-১১	২০-১২-১৩
১৪.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	এম.এ	২৪-১২-১৩	বর্তমান

পরিশিষ্ট-১(ক)

১৯৭২ - ২০১৫ সময়কালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যগণের তথ্য বিবরণী :

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
১.	জনাব আলীম দাদ খান (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	০১-১১-৭৪
২.	জনাব আওলাদ হোসেন (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
৩.	জনাব শ্রী শিব প্রসন্ন লাহিড়ী (১ম কমিশন)	-	২৬-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
৪.	ডাঃ শেখ মুহাম্মদ মোবারক হোসেন (১ম কমিশন)	-	২৩-৪-১৯৭৩	০৮-০৬-৭৬
৫.	জনাব এ, বি, এম, মোকসেদ আলী (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
৬.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
৭.	জনাব আদেল উদ্দিন আহাম্মদ (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
৮.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
৯.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান (১ম কমিশন)	-	০৭-০৮-১৯৭৫	২১-১২-৭৭
১০.	ড. শাফিয়া খাতুন (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
১১.	জনাব মোহম্মদ আনোয়ারুজ্জামান (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	১৯-১১-৭৬
১২.	জনাব বজলুর রহমান (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	২৯-০২-৭৬
১৩.	জনাব একরামুল কবীর (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	৩০-১০-৭৪
১৪.	জনাব জোয়াদুর রহিম জাহিদ (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	১৫-১২-৭৭
১৫.	শ্রী সন্তোষ ভূষণ দাশ (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	১৫-১২-৭৭

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
১৬.	বেগম মাহমুদা রহমান (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	১৫-১২-৭৭
১৭.	শ্রী বিপিন বিহারী দাশ (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	২১-১২-৭৭
১৮.	জনাব একরামুল হক (২য় কমিশন)	-	২৩-১১-৭৪	২১-১২-৭৭
১৯.	জনাব এম, এ, আউয়াল (২য় কমিশন)	-	০৭-০৭-৭৫	২১-১২-৭৭
২০.	জনাব আজহারুল ইসলাম (২য় কমিশন)	-	১৭-০৭-৭৫	২১-১২-৭৭

একীভূত কমিশন (২২-১২-১৯৭৭)

২১.	জনাব এ,বি,এম, মোকসেদ আলী	-	২২-১২-৭৭	১৩-১১-৭৮
২২.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী	-	২২-১২-৭৭	০৩-১২-৭৮
২৩.	জনাব একরামুল হক	-	২২-১২-৭৭	৩০-০৪-৭৯
২৪.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ	-	২২-১২-৭৭	১৭-০৯-৮১
২৫.	জনাব এম, এ, আউয়াল	-	২২-১২-৭৭	০৬-০৭-৮০
২৬.	জনাব আজহারুল ইসলাম	-	২২-১২-৭৭	১৬-০৭-৮০
২৭.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান	-	২২-১২-৭৭	০৭-০৮-৮০
২৮.	ড. শাফিয়া খাতুন	-	২২-১২-৭৭	০৩-০৫-৮২
২৯.	বেগম মাহমুদা রহমান	-	২২-১২-৭৭	২১-১২-৮২
৩০.	জনাব জয় গোবিন্দ ভৌমিক	-	২২-১২-৭৭	৩১-১০-৮১
৩১.	বেগম আজিজুন নেছা	-	২২-১২-৭৭	০১-০৭-৮২
৩২.	ড. আবদুল বাতেন খান	সদস্য, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন	০৪-০৯-৮১	০৩-০৯-৮৬
৩৩.	জনাব এ,এইচ, নূরুল ইসলাম	-	৩১-১০-৮১	২৬-০১-৮২
৩৪.	জনাব এম, নুরুস সাফা	ভাইস প্রিন্সিপাল, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ	০১-০৩-৮২	০১-০৩-৮৭

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
৩৫.	ডাঃ এম, আকরাম হোসেন	প্রফেসর, সার্জারী বিভাগ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	০১-০৩-৮২	১৫-০৬-৮২
৩৬.	জনাব সলিম উদ্দিন আহম্মদ	যুগ্ম-সচিব (অবঃ) সংস্থাপন বিভাগ	০৮-০৩-৮২	৩১-১২-৮৩
৩৭.	জনাব শামসুল হক	-	০৬-০৫-৮২	৩১-১২-৮৪
৩৮.	ডাঃ আবুল কাশেম	প্রফেসর, এনাটমী বিভাগ	১৫-০৭-৮৩	২৮-০১-৮৫
৩৯.	ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	১৯-১২-৮৪	৩১-০৩-৮৮
৪০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	-	১৯-১২-৮৪	১৮-১২-৮৯
৪১.	প্রফেসর ড. শাফিয়া খাতুন	সহযোগী অধ্যাপক শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০-০২-৮৫	০৯-০২-৯০
৪২.	প্রফেসর এম, এ, হালিম	অতিরিক্ত সচিব	১০-০২-৮৫	০৬-০৮-৮৫
৪৩.	জনাব বদরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ	১৮-০৪-৮৫	১৭-০৪-৯০
৪৪.	প্রফেসর মোঃ আবুল হোসেন	পরিচালক, জনশক্তি উন্নয়ন ও হাসপাতাল	১৫-১২-৮৫	১৪-১২-৯০
৪৫.	লেঃ কর্নেল (অবঃ) খন্দকার মাহবুবুর রহমান	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	১৪-০৯-৮৬	১৩-০৯-৯১
৪৬.	জনাব মোঃ আবদুল হাই	-	০৮-০৪-৮৭	১৩-০৪-৮৯
৪৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আবদুর রকিব	অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭-০৪-৮৮	৩১-০৭-৯২
৪৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী	কমিশনার ঢাকা বিভাগ	০৩-০৭-৮৯	৩০-০৬-৯৪
৪৯.	প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান	-	০১-০৪-৯০	৩১-১২-৯৩
৫০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	ব্রিগেডিয়ার (অবঃ)	০৭-০৮-৯০	৩১-১২-৯৪
৫১.	জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	২০-০৩-৯১	৩০-০৯-৯৫
৫২.	ডাঃ এ,এইচ,এম, আবদুর রহমান	মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৩১-০৩-৯১	০৪-০২-৯২
৫৩.	জনাব এ, এম, আব্দুল মান্নান ভূইয়া	যুগ্ম-সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩০-১২-৯১	৩০-১১-৯৫

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
৫৪.	প্রফেসর ডাঃ এ,জে,এম, মিজানুর রহমান	পরিচালক, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)	২১-০৯-৯২	৩০-০৬-৯৬
৫৫.	প্রফেসর জেরিনা জামান	অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২০-০২-৯৪	১৮-০২-৯৯
৫৬.	জনাব মুহম্মদ আবদুর রকিব	অতিরিক্ত সচিব	১৫-০৮-৯৪	০৪-০৫-৯৯
৫৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আযহার উদ-দীন	প্রো-ভিসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৫-০৮-৯৪	২৫-০৮-৯৯
৫৮.	বেগম খোদেজা আযম	অতিরিক্ত সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৬-০২-৯৫	০৩-০২-২০০০
৫৯.	জনাব সি.ক. মোঃ আবদুল্লাহ	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা	৩১-১২-৯৫	১৩-০২-৯৯
৬০.	জনাব জিয়াউল হক কুতুব উদ্দিন	কমিশনার, ঢাকা	৩১-১২-৯৫	০১-১২-৯৯
৬১.	প্রফেসর কাজী মশিউর রহমান	অধ্যাপক (আইপিজি এমকিউআর) মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ	০৪-০৩-৯৭	২৬-০২-৯৯
৬২.	জনাব অরুন কান্তি অধিকারী	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	০৪-০৩-৯৭	০২-০৩-০২
৬৩.	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন খান	প্রধান প্রকৌশলী, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ	০৪-০৩-৯৭	০৬-০১-০২
৬৪.	প্রফেসর মুজিবুর রহমান বিশ্বাস	অধ্যাপক, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২৪-০৫-৯৭	৩০-১০-০১
৬৫.	প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৪-০৫-৯৭	২২-০৫-০২
৬৬.	জনাব এস,এম, আফাজ উদ্দিন	অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)	১৯-০৪-৯৯	০৪-০১-২০০০
৬৭.	প্রফেসর মোহাম্মদ মোহাব্বত খান	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯-০৪-৯৯	১৮-০৪-০৪
৬৮.	জনাব আবদুল লতিফ সিকদার	-	১৯-০৪-৯৯	৩১-০৮-৯৯
৬৯.	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	-	২১-০৯-৯৯	১৩-১০-০৩
৭০.	প্রফেসর মোঃ সোহরাব আলী	-	২১-০৯-৯৯	২০-০৯-০৪
৭১.	প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা	-	১৪-০২-২০০০	১৫-০৫-০৫
৭২.	জনাব কাজী গোলাম রসুল	-	২৯-০২-২০০০	৩০-১২-০৩
৭৩.	প্রফেসর হামিদা বানু	-	২৯-১০-২০০০	২১-০১-০২

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
৭৪.	জনাব মোঃ ইয়াহিয়া মোল্লা	কমিশনার, বরিশাল বিভাগ	২৮-০২-২০০১	২৭-০২-০৬
৭৫.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব	০১-১২-২০০১	৩০-১১-০৬
৭৬.	প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০-০১-২০০২	০৮-০৬-০৫
৭৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	-	২৩-০৫-২০০২	২৯-০১-০৪
৭৮.	প্রফেসর মোঃ মাহফুজুর রহমান	-	১০-০৯-২০০২	০২-০৪-০৭
৭৯.	জনাব মোঃ আবদুর রউফ	-	০৪-০৩-২০০৩	০৩-০৩-০৮
৮০.	জনাব লতিফুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭-০২-২০০৪	পদত্যাগ
৮১.	কর্ণেল (অনাঃ) প্রফেসর ডাঃ মাহমুদুর রহমান	পরিচালক, নিপসম	২৫-০৪-২০০৪	২৪-০৪-০৯
৮২.	অধ্যাপক মোঃ আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩০-০৫-২০০৪	পদত্যাগ
৮৩.	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১৪-১০-২০০৪	২৯-০১-০৭
৮৪.	জনাব মুহাম্মদ আশরাফ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	৩১-১০-২০০৪	৩০-১০-০৯
৮৫.	প্রফেসর কে,এ,এম শাহাদত হোসেন মন্ডল	অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	০৭-০৬-২০০৫	পদত্যাগ
৮৬.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক	চেয়ারম্যান, শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল	০৬-০৩-২০০৬	পদত্যাগ
৮৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক	অধ্যাপক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১৭-১০-২০০৬	পদত্যাগ
৮৮.	জনাব মোঃ নুরুন নবী	সরকারের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব	২১-০৬-২০০৭	১০-০১-১২
৮৯.	প্রফেসর সুরাইয়া বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২১-০৬-২০০৭	২০-০৬-১২
৯০.	জনাব মির্জা সামসুজ্জামান	রাষ্ট্রদূত, ইউনাইটেড আরব আমিরাত	০৮-০৭-২০০৭	৩১-১২-১১
৯১.	জনাব এ ওয়াই এম মোশাররফ হোসেন	সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব	০৮-০৭-২০০৭	৩০-০৬-১০

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
৯২.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবিদুর রেজা খান (অবঃ), পিএসসি	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ)	১২-০৭-২০০৭	১১-০৭-১২
৯৩.	জনাব এহ্সান শামীম, এনডিসি	সরকারের সাবেক সচিব	১৩-০৩-২০০৮	১২-০৩-১৩
৯৪.	অধ্যাপক রাশিদা বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২৩-০৩-২০০৯	২২-০৩-২০১৪
৯৫.	জনাব মোহাম্মদ হোসেন সেরনিয়াবাত	সরকারের সাবেক সচিব	০৯-০৪-২০০৯	১৬-০৯-১২
৯৬.	প্রফেসর ড. এমরান কবির চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫-০৪-২০০৯	১৪-০৪-২০১৪
৯৭.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম	সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক	২৩-০৬-২০০৯	২৪-১১-১১
৯৮.	সৈয়দ হাসিনুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯-০৭-২০০৯	২৭-০৭-২০১৪
৯৯.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯-০৭-২০০৯	২৩-১২-১৩
১০০.	অধ্যাপক ডাঃ ফরিদা আদিব খানম	সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব	২৯-০৭-২০০৯	০১-০১-২০১৪
১০১.	জনাব মুহম্মদ লিয়াকত আলী খান, এনডিসি	সাবেক কারা মহাপরিদর্শক	৩০-১২-২০০৯	২৯-১২-২০১৪
১০২.	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী খান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৬-০৯-২০১০	১৫-০৯-২০১৫
১০৩.	কাজী নাসিরুল ইসলাম	সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব	২৭-১১-২০১১	০৭-০১-২০১৩
১০৪.	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম তালুকদার	সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব	১৫-০৩-২০১২	১১-০৬-২০১৪
১০৫.	জনাব মোঃ জহুরুল আলম, এনডিসি	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৫-০৩-২০১২	বর্তমান
১০৬.	অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির	সাবেক ভিসি ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০২-০৮-২০১২	বর্তমান
১০৭.	অধ্যাপক ড. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন তরফদার	অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৩০-০৯-২০১২	৩০-০৩-২০১৫
১০৮.	সমর চন্দ্র পাল	সরকারের সাবেক সচিব	২৫-০৪-২০১৩	বর্তমান
১০৯.	কামরুন নেসা খানম	সরকারের সাবেক সচিব	২৫-০৪-২০১৩	বর্তমান

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
১১০.	অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম	সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২০-০৫-২০১৩	বর্তমান
১১১.	প্রফেসর ড. এম আবুল কাশেম মজুমদার	প্রফেসর, লোক প্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০৭-০৪-২০১৪	বর্তমান
১১২.	জনাব মাইন উদ্দিন খন্দকার	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭-০৪-২০১৪	২৫-১১-২০১৪
১১৩.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক সচিব	০৩-১১-২০১৪	বর্তমান
১১৪.	জনাব ফণী ভূষণ চৌধুরী	সরকারের সাবেক সচিব	২৪-১১-২০১৪	বর্তমান
১১৫.	জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত	সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন	২৫-০১-২০১৫	বর্তমান
১১৬.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সরকারের সাবেক সচিব	২৫-০১-২০১৫	বর্তমান
১১৭.	প্রফেসর ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ	প্রফেসর, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	২৫-০১-২০১৫	বর্তমান
১১৮.	অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন	অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	০৪-০৫-২০১৫	বর্তমান
১১৯.	জনাব শেখ আলতাফ আলী	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৮-১১-২০১৫	বর্তমান

পরিশিষ্ট-১(খ)

২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের নামের তালিকা :
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা	সচিব (সরকারের ভারপ্রাপ্ত সচিব)	১০-১১-২০১৪	১০-০৬-২০১৫	
২.	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা	সচিব (সরকারের সচিব)	১১-০৬-২০১৫	২৯-১০-২০১৫	
৩.	জনাব মোঃ নূরুন নবী তালুকদার	সচিব (সরকারের ভারপ্রাপ্ত সচিব)	০৩-১২-২০১৫	বর্তমান	
৪.	জনাব দিলদার আহমদ	অতিরিক্ত সচিব	০৬-০৫-২০১৫	বর্তমান	
৫.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী	যুগ্ম-সচিব	১৪-৩-২০১৩	১৯-০৪-২০১৫	
৬.	শেখ শাখাওয়াৎ হোসেন	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) (যুগ্ম-সচিব)	০৫-৬-২০১৪	বর্তমান	
৭.	জনাব প্রিয় জ্যোতি খীসা	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	২৬-৮-২০১৩	৭-৪-২০১৫	
৮.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মৃধা	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	১১-২-২০১৪	১৫-০১-২০১৫	
৯.	জনাব আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
১০.	জনাব কোংখাম নীলমনি সিংহ	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	২০-৪-২০১৫	বর্তমান	
১১.	বেগম মাহমুদা খানম	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০৭-৪-২০১৫	বর্তমান	
১২.	সাকিউন নাহার বেগম	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	১৯-৪-২০১৫	বর্তমান	
১৩.	জনাব মোঃ আবিদুর রহমান	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০৫-০৭-২০১৫	বর্তমান	
১৪.	বেগম রওশন আরা জামান	প্রধান মনোবিজ্ঞানী	১৩-৪-২০০৩	বর্তমান	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৫.	রুনা নাহিদ আকতার	আইন উপদেষ্টা	১২-১০-২০১৫	বর্তমান	(জেলা জজ) প্রেষণে কর্মরত
১৬.	জনাব মোহাঃ মাসুম বিল্লাহ	সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট	১৭-৮-২০১০	বর্তমান	প্রেষণে কর্মরত
১৭.	বেগম মাহমুদা খানম	পরিচালক (উপ-সচিব)	২১-৭-২০১১	০৬-০৪-২০১৫	
১৮.	জনাব অশোক কুমার দেবনাথ	উপ-সচিব (অর্থ ও সেবা)	০৬-৫-২০১৩	বর্তমান	
১৯.	জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান	উপ-সচিব (প্রশাসন)	১৭-৯-২০১৩	বর্তমান	
২০.	জনাব মোঃ শাহ আলম মৃধা	উপ-সচিব (বাজেট)	১০-০৫-২০১৫	বর্তমান	
২১.	বেগম হাছিনা রৌশন জাহান	আইন উপদেষ্টা	০৪-১১-২০১৩	২২-০৬-১৫	
২২.	জনাব বিবেকানন্দ বিশ্বাস	পরিচালক	০৬-৬-২০০৫	বর্তমান	
২৩.	বেগম সেলিমা বেগম	পরিচালক	০৬-৬-২০০৫	বর্তমান	
২৪.	জনাব মোঃ জহিরুল হক	পরিচালক	২৬-৯-২০০৬	বর্তমান	
২৫.	বেগম নাছিমা আক্তার	পরিচালক	২৩-১০-২০০৮	বর্তমান	
২৬.	জনাব আবদুল্লাহ-আল-মামুন	পরিচালক	২৩-১০-২০০৮	বর্তমান	
২৭.	জনাব মোঃ মহসিন আলম	পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
২৮.	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী	পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
২৯.	বেগম দিলাওয়েজ দুরদানা	পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৩০.	বেগম মাসুমা আফরীন	পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৩১.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৩২.	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্যাহ	পরিচালক	১৬-২-২০১৪	বর্তমান	
৩৩.	বেগম সাবিনা আলম	পরিচালক (উপ-সচিব)	১৪-০১-২০১৩	২২-০৬-১৫	
৩৪.	নাজনীন হোসেন	উপ পরিচালক (উপ-সচিব)	০৭-০৫-২০১৫	বর্তমান	(প্রেষণে)
৩৫.	জনাব জি,এম, মোস্তফা	সিস্টেম এনালিষ্ট	১৭-৮-২০১০	বর্তমান	
৩৬.	বেগম নাসরিন সুলতানা	উপ-পরিচালক	১৪-৫-২০১৪	বর্তমান	(প্রেষণে)
৩৭.	বেগম ফরিদা সুলতানা	উপ-পরিচালক	০৮-৬-২০১১	বর্তমান	(প্রেষণে)
৩৮.	জনাব আব্দুর রাজ্জাক	প্রোগ্রামার	০৮-১২-২০০৫	বর্তমান	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩৯.	জনাব পান্নু চন্দ্র দে	উপ পরিচালক	২৯-১১-২০১১	বর্তমান	
৪০.	জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান সরকার	উপ পরিচালক	২৯-১১-২০১১	বর্তমান	
৪১.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	উপ পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৪২.	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	উপ পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৪৩.	জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক	উপ পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৪৪.	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম	উপ পরিচালক	১৫-১১-২০১২	বর্তমান	
৪৫.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান শেখ	উপ পরিচালক	১৫-১১-২০১২	বর্তমান	
৪৬.	বেগম উম্মে খায়ের কুলসুম	উপ পরিচালক	১৫-১১-২০১২	বর্তমান	
৪৭.	জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার ফকির	উপ পরিচালক	১৫-১১-২০১২	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৮.	জনাব কাজী তোফায়েল আহাম্মদ	উপ পরিচালক	১৬-২-২০১৪	বর্তমান	
৪৯.	জনাব মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন	উপ পরিচালক	২৪-৫-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৫০.	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	উপ পরিচালক	১৪-০৬-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৫১.	জনাব মোঃ অলিউর রহমান	উপ পরিচালক	১১-৬-২০১৪	১৭-৩-২০১৫	
৫২.	জনাব মোঃ অলিউর রহমান	সচিবের একান্ত সচিব	১৮-৩-২০১৫	২৯-১১-১৫	
৫৩.	জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	উপ পরিচালক	১০-৮-২০১৪	১৭-৩-২০১৫	
৫৪.	জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব	১৮-৩-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৫৫.	জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	উপ পরিচালক	৮-৪-২০১৫	২৮-৫-২০১৫	উপ সচিব
৫৬.	জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	উপ পরিচালক	০১-৯-২০১৪	৭-৪-২০১৫	
৫৭.	খোন্দকার মোঃ নাজমুল হুদা শামিম	উপ পরিচালক	২৬-৪-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৫৮.	বেগম ইসরাত জাহান	উপ পরিচালক	১৫-৯-২০১৪	২৪-১২-১৫	
৫৯.	জনাব এস এম মাসুদুল হক	আইন কর্মকর্তা	১৬-৯-২০১৪	বর্তমান	প্রেষণে
৬০.	ডা: শেখ মুসলিমা মুন	উপ পরিচালক	১৩-৯-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৬১.	কাজী মোহাম্মদ হাসান	উপ পরিচালক	১৫-৯-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৬২.	বেগম হাছিনা আক্তার	উপ পরিচালক	২৪-১১-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৬৩.	জনাব মোঃ আনোয়ার পারভেজ	উর্ধ্বতন গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১৬-২-২০১৪	বর্তমান	
৬৪.	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	প্রোগ্রামার	২-৩-২০১৪	বর্তমান	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৬৫.	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ পরিচালক (চঃদাঃ)	১৮-৪-২০১৩	৩-১-২০১৫	
৬৬.	জনাব সেখ মোছাদ্দেক হোসেন	উপ পরিচালক	২৩-১২-২০১৫	বর্তমান	
৬৭.	জনাব মুহাম্মদ লুৎফর রহমান	ঐ	২৩-১২-২০১৫	বর্তমান	
৬৮.	জনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক	ঐ	২৩-১২-২০১৫	বর্তমান	
৬৯.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	ঐ	২৪-১২-২০১৫	বর্তমান	
৭০.	জনাব মোঃ শাহ আলম মিঞা	ঐ	২৩-১২-২০১৫	বর্তমান	
৭১.	জনাব সেখ মোছাদ্দেক হোসেন	উপ পরিচালক (চঃদাঃ)	১৮-০৪-২০১৩	২২-১২-১৫	
৭২.	জনাব মুহাম্মদ লুৎফর রহমান	ঐ	১৮-০৪-২০১৩	২২-১২-১৫	
৭৩.	জনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক	ঐ	১৮-০৪-২০১৩	২২-১২-১৫	
৭৪.	জনাব মোঃ আঃ হাই	ঐ	৫-৭-২০১৩	২৩-১২-১৫	
৭৫.	জনাব মোঃ শাহ আলম মিঞা	ঐ	৮-১০-২০১৩	২২-১২-১৫	
৭৬.	বেগম ডায়ানা ইসলাম সিমা	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১৯-৩-২০১৪	বর্তমান	প্রেষণে
৭৭.	বেগম উম্মে আছমা আয়েশা	সহকারী পরিচালক	২-৬-২০১০	বর্তমান	
৭৮.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	ঐ	২-৬-২০১০	বর্তমান	
৭৯.	জনাব মোঃ শফি উল্লাহ	ঐ	২-৬-২০১০	বর্তমান	
৮০.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	ঐ	৩-৪-২০১১	বর্তমান	
৮১.	জনাব এস, এম, ইসরাফিল হোসেন	ঐ	২০-১২-২০১১	বর্তমান	
৮২.	বেগম হেলেনা বেগম	লাইব্রেরীয়ান	৯-১-২০১২	বর্তমান	
৮৩.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	১২-১২-২০১২	বর্তমান	
৮৪.	জনাব মেছবাহ-উল-আলম	ঐ	২৩-৮-২০১২	বর্তমান	
৮৫.	বেগম আফরোজা তানজিন	ঐ	২২-৮-২০১২	বর্তমান	
৮৬.	জনাব শোভন সমদ্দার	ঐ	১০-৪-২০১৩	বর্তমান	
৮৭.	জনাব মোঃ মশিউর রহমান	সহকারী পরিচালক	১১-৪-২০১৩	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৮৮.	জনাব মোঃ মোখলেছ মোহসিন	সহকারী সচিব	১০-৪-২০১৩	বর্তমান	
৮৯.	জনাব রফিকুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	১০-৪-২০১৩	বর্তমান	
৯০.	জনাব এস,এস,এম, গিয়াস উদ্দীন	ঐ	১০-৪-২০১৩	বর্তমান	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৯১.	বেগম পাপিয়া সুলতানা	সহকারী পরিচালক	১০-৪-২০১৩	বর্তমান	
৯২.	জনাব এম, এ মান্নান	সহকারী সচিব	০৪-৭-২০১৩	বর্তমান	
৯৩.	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	সহকারী প্রোগ্রামার	০২-০৬-২০১৩	বর্তমান	
৯৪.	বেগম রুমা খানম	গবেষণা কর্মকর্তা	০৭-০৭-২০১৩	বর্তমান	
৯৫.	জনাব কৌশিক দেবনাথ	সহকারী প্রোগ্রামার	২৭-০৫-২০১৪	বর্তমান	
৯৬.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	সহঃ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিঃ	০৪-০৬-২০১৪	বর্তমান	
৯৭.	জনাব মোঃ আবু জাফর	সহকারী পরিচালক	১৮-১১-২০১৪	বর্তমান	
৯৮.	জনাব শেখ শরীফুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	২২-২-২০১৫	বর্তমান	
৯৯.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহকারী পরিচালক	০৯-০৮-২০১৫	বর্তমান	
১০০.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	১১-০৮-২০১৫	বর্তমান	
১০১.	জনাব উত্তম কুমার পাল	সহকারী পরিচালক	২৩-০৯-২০১৫	বর্তমান	
১০২.	জনাব জগদীশ চন্দ্র সরকার	সহকারী পরিচালক (চঃদাঃ)	২২-১১-২০১২	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
১০৩.	জনাব শ্যাম চরন প্রামানিক	ঐ	২২-১১-২০১২	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
১০৪.	জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান	ঐ	২২-১১-২০১২	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
১০৫.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	ঐ	১৫-১২-২০১৩	বর্তমান	
১০৬.	জনাব মোঃ শামসুল হুদা	ঐ	২৭-০২-২০১৪	বর্তমান	
১০৭.	জনাব মোঃ ফেরদৌস আলম	ঐ	২৭-০২-২০১৪	বর্তমান	
১০৮.	জনাব মোঃ জহুরুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার (চঃদাঃ)	০৩-০৩-২০১০	বর্তমান	
১০৯.	জনাব অচিন্ত্য কুমার কর্মকার	ঐ	১৯-০৭-২০১২	বর্তমান	
১১০.	মুহাম্মদ কামরুল হুদা হাজারী	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ)	২৯-০৯-২০১৪	বর্তমান	

পরিশিষ্ট-১(গ)

২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নামের তালিকা :

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
২.	বেগম দেলখোশ নাহার	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
৩.	জনাব গাজী আকরাম হোসেন	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
৪.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
৫.	জনাব জগদীশ চন্দ্র শীল	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৬.	জনাব মোঃ সৈয়দ ফজলুল হক	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
৭.	জনাব মোঃ রকিবুর রহমান মিনা	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
৮.	জনাব মোঃ তালেব আলী	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
৯.	জনাব মোঃ তৈমুর বাদশাহ	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
১০.	বেগম শাহানারা বেগম	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
১১.	জনাব কাজী সোহরাব উদ্দিন	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
১২.	জনাব মোঃ ওসমান গণি	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
১৩.	জনাব মোঃ আলমাসুর রহমান	ঐ	০১-২-২০০৯	বর্তমান	
১৪.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	ঐ	০৯-২-২০০৯	বর্তমান	
১৫.	জনাব নিঠুর চন্দ্র রায়	ঐ	০৪-৮-২০০৯	বর্তমান	
১৬.	জনাব মোঃ এযায়ুল হক	ঐ	২৯-৪-২০১০	বর্তমান	
১৭.	জনাব নিখিল চন্দ্র রায়	ঐ	২৯-৪-২০১০	বর্তমান	
১৮.	জনাব মোঃ খায়রুল বাশার	ঐ	২৯-৪-২০১০	বর্তমান	
১৯.	জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস	ঐ	২৯-০৪-২০১০	বর্তমান	
২০.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম আকন	ঐ	১৯-০৭-২০১০	বর্তমান	
২১.	মোছাঃ নাজমা বেগম	ঐ	৩০-০৯-২০১০	বর্তমান	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২২.	জনাব সুখ রঞ্জন মিত্র	ঐ	১২-১০-২০১০	বর্তমান	
২৩.	জনাব মোঃ শাহ আলম	ঐ	০৮-১২-২০১০	বর্তমান	
২৪.	জনাব মোঃ আবুল খায়ের পাটওয়ারী	ঐ	১৫-০৪-২০১২	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
২৫.	জনাব মোঃ গোলাম হোসেন	ঐ	১৫-০৪-২০১২	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
২৬.	জনাব বিপুল চন্দ্র হালদার	ঐ	১৫-০৪-২০১২	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
২৭.	জনাব মোঃ ইব্রাহীম মিয়া	ঐ	৩১-১২-২০১২	বর্তমান	
২৮.	বেগম রাবেয়া খাতুন	ঐ	২৫-৪-২০১৩	বর্তমান	
২৯.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	ঐ	২৭-৪-২০১৩	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৩০.	বেগম শারমিন আক্তার	ঐ	১২-১২-২০১৩	বর্তমান	
৩১.	বেগম মোসলেমা খাতুন	ঐ	১২-১২-২০১৩	বর্তমান	
৩২.	বেগম ইসমত আরা	ঐ	০৩-৭-২০১৪	বর্তমান	
৩৩.	বেগম পারভিন আক্তার	ঐ	১৩-৮-২০১৪	বর্তমান	
৩৪.	জনাব জুয়েল আহম্মেদ	ঐ	১৩-৮-২০১৪	বর্তমান	
৩৫.	জনাব জগদীশ চন্দ্র সরকার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২২-০৩-১৯৯৯	বর্তমান	
৩৬.	জনাব শ্যামচরণ প্রামানিক	ঐ	২২-০৩-১৯৯৯	বর্তমান	
৩৭.	জনাব মোঃ মাহুবুবর রহমান	ঐ	২২-০৩-১৯৯৯	বর্তমান	
৩৮.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	ঐ	৩০-১২-১৯৯৯	বর্তমান	
৩৯.	জনাব মোঃ শামসুল হুদা	ঐ	৩০-১২-১৯৯৯	বর্তমান	
৪০.	জনাব মোঃ ফেরদৌস আলম	ঐ	৩০-০৪-২০০০	বর্তমান	
৪১.	জনাব মোঃ ইসলাম শাহ	ঐ	২৯-০১-২০০৯	বর্তমান	
৪২.	জনাব মোঃ শওকত সেলিম	ঐ	২৯-০১-২০০৯	বর্তমান	
৪৩.	জনাব মোঃ আঃ রহিম হাওলাদার	ঐ	২৯-০১-২০০৯	বর্তমান	
৪৪.	জনাব মোঃ ছাদেক হোসেন	ঐ	২৯-০১-২০০৯	বর্তমান	
৪৫.	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান	ঐ	২৯-০১-২০০৯	বর্তমান	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৬.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	ঐ	২৯-০১-২০০৯	বর্তমান	
৪৭.	বেগম সেতারা-ই-জামিন	ঐ	৩০-৯-২০১০	বর্তমান	
৪৮.	জনাব এস,এম আলমগীর কবির	ঐ	৩০-০৯-২০১০	বর্তমান	
৪৯.	মোছাঃ মনোয়ারা বেগম	ঐ	৩০-৯-২০১০	বর্তমান	
৫০.	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী	ঐ	৩০-৯-২০১০	বর্তমান	
৫১.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ঐ	১৪-৬-২০১০	বর্তমান	
৫২.	জনাব কেফাতুল্লাহ	ঐ	১৩-৬-২০১০	বর্তমান	
৫৩.	জনাব মহানন্দ বর্ম্মন	ঐ	১৩-৬-২০১০	বর্তমান	
৫৪.	জনাব মোঃ রেদওয়ানুল ইসলাম	ঐ	১৩-৬-২০১০	বর্তমান	
৫৫.	জনাব মোহাম্মদ কবীর হোসেন	জুনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	২০-১২-২০১১	বর্তমান	
৫৬.	বেগম শাহিদা খাতুন	সহঃ লাইব্রেরীয়ান	০৯-২-২০১২	বর্তমান	
৫৭.	মোছাঃ বুলবুলি খাতুন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৩-০১-২০১৩	বর্তমান	
৫৮.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান	ঐ	২৪-০১-২০১৩	বর্তমান	
৫৯.	বেগম রোকসানা আক্তার	ঐ	২৩-০১-২০১৩	বর্তমান	
৬০.	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান	ঐ	২৮-০১-২০১৩	বর্তমান	
৬১.	বেগম শাহিদা আক্তার	ঐ	২৭-০১-২০১৩	১৮-২-২০১৫	
৬২.	বেগম শাহানারা খানম	ঐ	১৩-৮-২০১৪	বর্তমান	
৬৩.	জনাব মোঃ শাহিনুর আলম	ঐ	১৩-৮-২০১৪	বর্তমান	
৬৪.	বেগম তাসলিমা আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯-১০-২০১৪	বর্তমান	
৬৫.	জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী	ঐ	২৯-১০-২০১৪	বর্তমান	
৬৬.	জনাব মোঃ আবু তাহের	ঐ	০৩-০২-২০১৫	বর্তমান	
৬৭.	জনাব কুদরতী নাসির উদ্দিন	ঐ	০৩-০২-২০১৫	বর্তমান	

পরিশিষ্ট-১(ঘ)

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের পদওয়ারী মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ :

(চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক অফিসসহ)

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	সাংবিধানিক পদ				
১.	চেয়ারম্যান	১	১	-	সাংবিধানিক পদ
২.	সদস্য	১৪	১৩	১	সাংবিধানিক পদ
	মোট=	১৫	১৪	১	
	প্রথম শ্রেণি				
১.	সচিব	১	১	-	
২.	যুগ্ম-সচিব	১	১	-	
৩.	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	২	২	-	
৪.	প্রধান মনোবিজ্ঞানী	১	১	-	-
৫.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-	
৬.	পরিচালক	১৫	১৫	-	
৭.	উপ-সচিব	৩	৩	-	
৮.	আইন উপদেষ্টা	১	১	-	
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-	
১০.	উপ পরিচালক	২০	২০	-	
১১.	একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০২	০২	-	
১২.	মনোবিজ্ঞানী	০২	-	০২	
১৩.	উর্ধ্বতন গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	-	
১৪.	প্রোগ্রামার	২	২	-	
১৫.	আইন কর্মকর্তা	১	১	-	
১৬.	সহকারী প্রোগ্রামার	৪	২	২	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৭.	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	১	-	
১৮.	সহকারী সচিব	৩	৩	-	
১৯.	সহকারী পরিচালক	৩৫	১৯	১৬	
২০.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	-	১	
২১.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	১	-	
২২.	জুনিয়র মনোবিজ্ঞানী	২	-	২	
২৩.	গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	-	
২৪.	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	-	১	
২৫.	গ্রন্থাগারিক	১	১	-	
	মোট=	১০৪	৮০	২৪	
	দ্বিতীয় শ্রেণি				
১.	জুনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	-	
২.	সহকারী লাইব্রেরীয়ান	১	১	-	
৩.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৪৪	৩৯	৫	
৪.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩৬	২৭	৯	
৫.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৭	৭	-	
	মোট=	৮৯	৭৫	১৪	

পরিশিষ্ট-১(ঙ)

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের নন-গেজেটেড কর্মচারীদের পদওয়ারী মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ ঃ

(চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক অফিসসহ)

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	তৃতীয় শ্রেণি				
১.	কম্পিউটার অপারেটর	১	১	-	-
২.	ক্যাটালগার	২	২	-	-
৩.	গুদাম রক্ষক	১	-	১	-
৪.	কেয়ার টেকার	১	-	১	-
৫.	কোষাধ্যক্ষ	১	-	১	-
৬.	প্রশিক্ষণ সহকারী	১	১	-	-
৭.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	২৬	২৩	৩	-
৮.	অফসেট মেশিন অপারেটর	১	১	-	-
৯.	হিসাব সহকারী	৭	৭	-	-
১০.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪৫	৪০	৫	-
১১.	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২৩	১৭	৬	-
১২.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩	৩	-	-
১৩.	অভ্যর্থনাকারী	১	১	-	-
১৪.	টেলিফোন অপারেটর	২	২	-	-
১৫.	অডিও ভিজ্যুয়াল ইকুইপমেন্ট অপারেটর	১	১	-	-
১৬.	সহকারী অফসেট মেশিন অপারেটর	১	১	-	-
১৭.	প্লেট মেকার	১	১	-	-
১৮.	কাটিং মেশিন অপারেটর কাম-বাইন্ডার	১	১	-	-
১৯.	ষ্টিচিং মেশিনম্যান কাম-বাইন্ডার	১	১	-	-
২০.	গাড়ীচালক	২৬+আউট সোর্সিং-৪টি	২৪+আউট সোর্সিং-৪টি	২	-
২১.	ক্যাশ সরকার	১	১	-	-
২২.	ডেসপাচ রাইডার	৪	৪	-	-
২৩.	ফটোকপি অপারেটর (ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর)	২	২	-	-
	সর্বমোট=	(১৫৩+আউট সোর্সিং-৪) =১৫৭	(১৩৪+আউট সোর্সিং-৪)=১৩৮	১৯	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪র্থ শ্রেণি					
১.	অফিস সহায়ক (এম,এল,এস,এস ৯৬, দপ্তরী-০৪)	১০০	৮৯	১১	-
	অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং)	১০	১০	-	-
২.	নিরাপত্তা প্রহরী (দারোয়ান-৫, নৈশ প্রহরী-৯)	১৪	১৩	১	-
৩.	নিরাপত্তা প্রহরী (আউটসোর্সিং) (দারোয়ান-২,নৈশ প্রহরী-১)	৩	৩	-	-
৪.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (ঝাড়ুদার)	৬	৬	-	-
	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (আউট সোর্সিং)	২	২	-	-
৫.	মালী	১	১	-	-
	সর্বমোট=	(১২১+আউটসোর্সিং-১৫) =১৩৬	(১০৯+আউটসোর্সিং-১৫) =১২৪	১২	-